তুফান-তাণ্ডবে টিকিট সংকট সিনেমা হলগুলোতে
পৃষ্ঠা ২৩

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

4 July 2024, Thursday, 8th Year, Issue 381, 40 Pages

২৭ শিল্পী ও কলা-কুশলী পেলেন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড
পৃষ্ঠা ১৭

৪ জুলাই ২০২৪, ২০ আষাঢ় ১৪৩১, ২৮ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৮১, পৃষ্ঠা : ৪০

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

বিকল্পহীনতার গ্যাঁড়াকলে আমেরিকার রাজনীতি

ইব্রাহীম চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আর মাত্র চার মাস বাকি। নিকট অতীতে কোনো নির্বাচন নিয়ে আমেরিকার মানুষকে এতোটা উৎকণ্ঠিত আর দেখা যায়নি। ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান দলের উভয় প্রার্থীই নিজেদের দলের প্রথম পছন্দের প্রার্থী নন। গত বৃহস্পতিবারের বিতর্কের পর ডেমোক্র্যাটদের প্রকাশ্যেই বলতে শুনা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দিয়ে আরেকদফা হোয়াইট হাউসে যাওয়ার স্বপ্ন আর সম্ভাবনা আর তাদের নেই। হতাশ উচ্চারণে তাদের বলতে শুনা যায়, উই ডোন্ট হ্যাভ আ চয়েস।

ইতিহাসের সব নজীর ভেঙ্গে দিয়ে আদালতে দণ্ড পাওয়া একজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের প্রার্থী। রিপাবলিকান দলের সাথে দীর্ঘদিন থেকে আছেন, আমেরিকার রাজনীতিতে রক্ষণশীল ভাবাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, এমন লোকজনের পছন্দের প্রার্থী নন ডোনাল্ড ট্রাম্প। উগ্র আমেরিকান জাতীয়তাবাদকে উস্কে দিয়ে ট্রাম্প রক্ষণশীল রাজনীতিকে এর মধ্যেই চরম মেরুকরণে নিয়ে গেছেন। যারা দীর্ঘদিন থেকে রিপাবলিকান দলের সাথে আছেন, তাদের পছন্দের তালিকায় না থাকলেও ট্রাম্প রিপাবলিকানদের একমাত্র মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন অনেক আগেই। বিরক্ত রিপাবলিকানদের হতাশার উচ্চারণে বলতে শুনা যায়, উই ডোন্ট হেব এ চয়েস!

দলের প্রার্থীকে নিয়ে উভয় দলেই সংকট চরমে। আমেরিকার যেসব নাগরিক, বিশেষ করে যুব প্রজন্ম রাজনীতির এতো গভীরে না গিয়ে আমেরিকার অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার বাসনা লালন করে, তাদের মধ্যেও হতাশা এখন চরমে। এমনিতেই আমেরিকার যুব প্রজন্মের মধ্যে ভোট দেয়ার হার সব সময়য় কম। এমন বহু ভোটারের কাছে দল নিরপেক্ষ বিবেচনায় বাইডেন বা ট্রাম্প দুইজনই অপছন্দের তালিকায়। একজন বয়সের ভারে ন্যুয়ে পড়া এবং রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও তাঁকে দিয়ে আর হবে না, এমন কথাই সবার মুখে মুখে। অন্য কোনো সমালোচনা না করেও ব্যক্তি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অরাষ্ট্রনায়কোচিত কথাবার্তা, বিদ্রুপ, তাচ্ছিল্য, নিজেকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

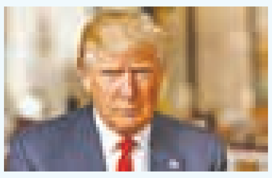

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বসিত ট্রাম্প

নিউজ ডেস্ক

বিভিন্ন মামলায় চাপের মধ্যে থাকা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এই রায়কে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বাইডেনকে পিছু না হটার পরামর্শ পরিবারের

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন নির্বাচন ঘিরে গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে প্রথম প্রসিডেন্সিয়াল ডিবেট। বলা যায়,

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

কোটাবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে

ঢাকা অফিস

সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দেওয়াসহ চার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। দুই দিনের অবস্থান কর্মসূচির প্রথম দিনে গতকাল বুধবার দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় কোটা বাতিলের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি এবং সড়ক, মহাসড়ক ও রেলপথ অবরোধ করেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে এই আন্দোলনের বিপরীতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালসহ ৭ দাবিতে রাস্তায় নেমেছে মুক্তিযোদ্ধা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ায় ক্ষতি কী

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

ভারতের সঙ্গে ট্রানজিটের সুবিধার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বিশ্বায়নের যুগে আমরা নিজেদের দরজা বন্ধ করে রাখতে পারি না।' ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ট্রানজিট তো এরই মধ্যে দেওয়া আছে। ত্রিপুরা থেকে বাস ঢাকা হয়ে কলকাতা যাচ্ছে। সেখানে ক্ষতিটা কী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

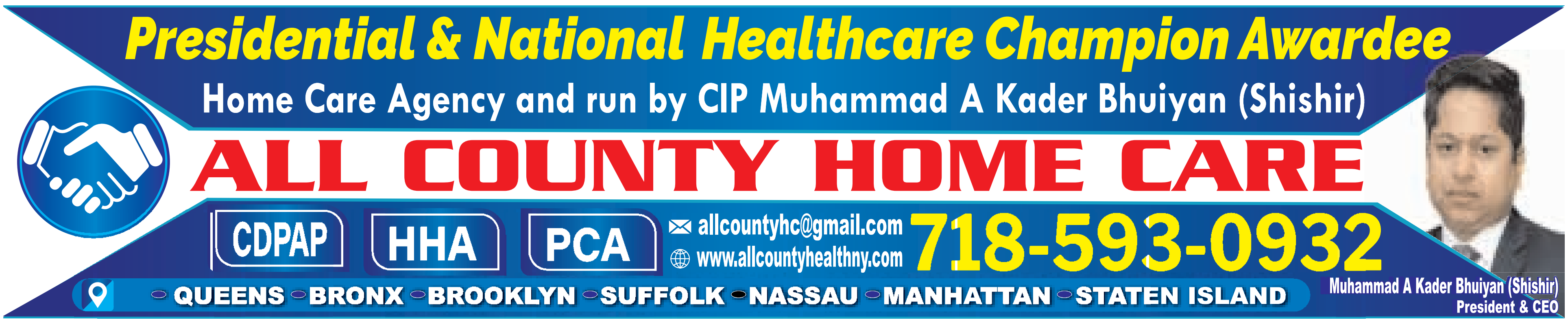

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

SECURITY
Tribune Training Academy
SECURITY GUARD & OSHA TRAINING
সিকিউরিটি গার্ড ও ওশা লাইসেন্স ট্রেনিং
Get Your License Today!
Contact Us
Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

One of the top immigration law firms in the USA
raju law
আপনি জানেন কি?
আমেরিকায় আসার এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় অ্যাসাইলাম আবেদন করতে পারবেন
Raju Mahajan, Esq.
Chelsea Smith, Esq.
Rachael Eva Warner Gilburd, Esq.
Ericline M. Williams, Esq
Stephanie Mazzotta, Esq.
John P. Yun, Esq.
Amanda V. Skiscim, Esq.
NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375
Head Office (Washington DC) 301-919-3610
Branch Offices
Los Angeles
323-499-5815
213-729-9345
GEORGIA
770-655-9166
458-272-5793
BANGLADESH
01602-270365
01760-697648 (F-1)
01728-383454 (F-1)
934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার
আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি
আমাদের সেবাসমূহ
যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।
আপনি জানেন কি?
বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।
মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com
Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন
74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432
TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911
•ইমিগ্রেশন •ব্যাংক্রাপসি •ক্রেডিট কার্ড মেটার •ডিভোর্স •সিটিজেনশিপ •চাইল্ড কাস্টডি
•চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন •সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ান্সি ভিসা প্রসেসিং
Do you want apply for a green card?
Are you being deported?
Are you having credit card problems?
Are you unable to pay your debts?
Has your bank account been sealed?
Are you getting harrassed by creditors?
WE ARE OPEN 7 DAYS a week
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME
CALL: 718-263-5999
•তুলনামূলকভাবে কম ফি •সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা বাংলায় কথা বলি
সুরাইয়া রহমান

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

খালেদা জিয়া

হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরলেন খালেদা জিয়া

ঢাকা অফিস

৯ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসায় তাঁকে আনা হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত ২৫ জুন খালেদা জিয়ার হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসানো হয়। সংক্রমণ এড়াতে খালেদা জিয়াকে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনা হয়েছে বলে জানান তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন। বাসাতেও খালেদা জিয়া মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। খালেদা জিয়াকে বাসায় আনার পর সাংবাদিকদের কাছে তিনি এসব কথা বলেন।

জাহিদ হোসেন বলেন, ‘এখন আগের চেয়ে সুস্থ আছেন। তবে সেটা পুরোপুরি সুস্থ না। কারণ তিনি বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত। এ অবস্থায় তাঁর হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসানো হয়েছে। পেসমেকার বসাতে অস্ত্রোপচার করায় সংগত কারণেই সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। আর যেহেতু তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত, এ অবস্থায় সংক্রমণ এড়াতে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনা হয়েছে।’

খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ থাকলেও মানসিকভাবে অত্যন্ত সবল ও সুস্থ আছেন বলেও জানান জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করছি উনি (খালেদা জিয়া) সুস্থ হয়ে উঠবেন।’ তিনি বলেন, ‘সব চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা আছে, যত দ্রুত সম্ভব এ রকম চিকিৎসাকেন্দ্রে তাঁকে নিতে হবে। চিকিৎসকেরা এবারও সেই সুপারিশ করেছেন।’

প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ‘অযোগ্য’ বাইডেনের বদলে মিশেল ওবামা!

ইমা এলিস

মিশেল ওবামা

আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচন উপলক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সিএনএন টেলিভিশনে বিতর্ক অনুষ্ঠানে বাইডেনের পারফরম্যান্সে ক্ষুব্ধ হয়ে এক শীর্ষ তহবিল যোগানদাতা বলেই ফেলেছেন, বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ‘অযোগ্য’ বলে জানিয়েছেন। আগস্টে দলের জাতীয় সম্মেলনের আগে বাইডনের ভোটের লড়াই থেকে সরে যেতে নতুন করে আহ্বান জানানো হবে বলে তিনি আশা করছেন। আর এ কারণে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের লড়াইয়ে তার থাকা না থাকা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

টেলিভিশনে বিতর্কে দুই প্রার্থীর কেউই চমক দেখাতে না পারলেও তুলনামূলকভাবে বেশি খারাপ করেছেন বাইডেন। তার দুর্বল পারফরমেন্স খবরের শিরোনাম হয়েছে। খোদ নিজের দলেই সমালোচনার শিকার হচ্ছেন বাইডেন। তার বিকল্প খুঁজছে ডেমোক্র্যাটরা।

এমন অবস্থায় প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় পর্ষদ এক বিবৃতিতে বলেছে, ট্রাম্প ও বাইডেনের যেসব ঘাটতি রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে ভোটারদেরকে বাধ্য করে দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলার কোনো কারণ নেই। আমেরিকানরা বাইডেনের বয়স এবং দুর্বলতাকে উপেক্ষা করবে বা ছাড় দেবে, এমন আশা করাটাও বড় ধরনের জুয়া হয়ে যাবে। এ কারণে ডেমোক্র্যাট নেতৃত্ব এখন ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য শক্ত এবং উদ্যোমী কাউকে খুঁজতে পারে।

এদিকে, বাইডেনের এক শীর্ষ তহবিল যোগানদাতা তো তার পারফরম্যান্সে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেই ফেলেছেন, প্রেসিডেন্ট ‘অযোগ্য’ প্রমাণিত হয়েছেন। আগস্টে দলের জাতীয় সম্মেলনের আগে বাইডনের ভোটের লড়াই থেকে সরে যেতে নতুন করে আহ্বান জানানো হবে বলে তিনি আশা করছেন।

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সম্ভাবনাময় তিন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ তিন উপদেষ্টা বলেছেন, বিতর্ক চলার পুরো সময়টাতেই তাদের কাছে টেক্সট মেসেজের বন্যা বয়ে গেছে। এক উপদেষ্টা বলেন, তারা তাদের প্রার্থীকে বাইডেনের বিকল্প হিসাবে সামনে আনার অসংখ্য অনুরোধ পেয়েছেন।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যেই ইতোমধ্যে দুই দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বাছাইয়ের ভোটাভুটি হয়েছে এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্যেই বাইডেন প্রায় তার সব প্রতিপক্ষকে হারিয়েছেন। তবে এরপরও বাইডেনকে যদি সরে দাঁড়াতে হয় তাহলে বাইডেনের জায়গায় কে আসবেন এ নিয়ে বড় সমস্যায় পড়তে হবে ডেমোক্র্যাটদের। আর ৮১ বছর বয়সী এ নেতা শেষ মুহূর্তে যদি সত্যিই বাদ পড়েন, তাহলে তার জায়গায় কে লড়বেন? কাকে দেখা যেতে পারে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে?

বেনজীর পরিবারের সম্পদের তথ্য চেয়ে নোটিশ

ঢাকা অফিস

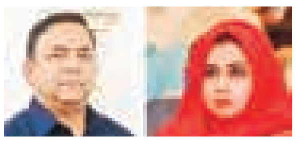

পুলিশের আলোচিত সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদ, তাঁর স্ত্রী এবং দুই কন্যার নামে থাকা স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের হিসাবের তথ্য চেয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। নোটিশে আগামী ২১ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পদ দাখিল করতে বলা হয়।

মঙ্গলবার দুদকের প্রধান কার্যালয় সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন দুদক সচিব খোরশেদা ইয়াসমিন।

তিনি বলেন, ‘দুদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে স্থির বিশ্বাস জন্মেছে-বেনজীর আহমেদ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত স্বনামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন। তাঁর নিজে ও তাঁর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তির নামে-বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, দায়দেনা, আয়ের উৎস ও তা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী কমিশনে দাখিল করতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।’

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

NYS
Department of
Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং বহুমাত্রিকতা

১৭৭৬ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল ধরে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ চলেছিল, যাকে আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধ বলেও বর্ণনা করা হয়। একসময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল আমেরিকা। ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব ছাড়া করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার ১৩টি কলোনি স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৭৭৬ সালের জুলাই মাসে। যদিও উভয় পক্ষের মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছিল ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে। টানা কয়েক বছর যুদ্ধের পর ফরাসি বাহিনী ও জর্জ ওয়াশিংটনের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা চার্লস কর্নওয়ালিস। তবে আমেরিকার যুদ্ধ শেষ হলেও আমেরিকার যুদ্ধ সমর্থনকারী দেশ ফ্রান্স, স্পেন ও তৎকালীন ডাচ রিপাবলিকের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ১৭৮৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ট্রিটি অব প্যারিসের মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার সার্বভৌমত্ব এবং সীমানা স্বীকার করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ওই চুক্তিটি ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে পৃথক কয়েকটি চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স, স্পেন ও ডাচ রিপাবলিকের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধের অবসান হয়।

প্রতি বছর ৪ জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে মার্কিনিরা। কিন্তু ৪ জুলাই কেন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস হলো?

২ জুলাইয়ে লেখা হয় আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রথম খসড়া। এই লেখনীটির প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও বাক্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরবর্তী দু'দিন ধরে নানা রকম মাজাঘষার (এডিটিং) পর, ৪ জুলাই কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস খসড়ার প্রতিটি শব্দকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে (অ্যাপ্রুভ্ড দি ফাইনাল ওয়ার্ডিং অব দি ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেনডেন্স)। সংশোধন ও পরিমার্জন করা এই খসড়াটি সঠিক ও চূড়ান্ত (কারেক্ট অ্যান্ড ফাইনাল) বলে গৃহীত হয় ৪ জুলাই। এবং এভাবে এই দিনটিকেই 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরে ১৭৭৬ সালের আগস্ট মাসে, এই ঘোষণাপত্রটির খুব সুন্দর করে হাতে লেখা একটি কপিতে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা সই করেন। এই দলিলটি এখন ওয়াশিংটন ডিসির জাতীয় সংরক্ষণশালায় প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। এই ৪ জুলাইতে ফিলাডেলফিয়ার জন ডানল্যাপ সাহেব 'ডিক্লেয়ার অব ইনডিপেনডেন্স' ঘোষণাপত্রটি প্রথমবারের মতো তার 'ডানল্যাপ ব্রডসাইড'-এ ছাপান। ব্রডসাইড হলো খবরে কাগজের মতো চওড়া একটা কাগজ, যা এক পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। অন্য পৃষ্ঠা খালি থাকে, যাতে এটাকে দেয়াল, বেড়া বা অন্য কোনো জায়গায় সটকানো বা জোড়া লাগানো (পেস্ট) করা যায়। এই অরিজিনাল প্রিন্টেড কপির এক একটা তখনকার দিনের সব তেরোটি স্টেটেই পাঠানো হয়, যাতে তারা সবাই ঘোষণাপত্রের পুরো কথাগুলো সরাসরি জানতে পারে। এই সব কারণে ৪ জুলাই অর্থাৎ আজকের দিনটিকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে মার্কিনিরা।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বিভিন্ন দেশের আরো অনেক সমশ্রেণীর দলিল প্রণয়নে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং এর ধারণাসমূহ পরবর্তী সময়ে ক্যারিবিয়ান, স্প্যানিশ আমেরিকা, বলকান, পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য ইউরোপসহ অন্যান্য দেশে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত অনুসৃত হয়। অন্যদিকে আমেরিকার ইতিহাস থেকে বিশ্বের অনেক দেশ নিজেদের শুধরে নিতে সক্ষম হয়েছে। ১৮৬৩ সালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বাতিল করেন, ১৮৭০ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার এবং ১৯২০ সালে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের দিকে কালো লোকদের ভাল স্কুলে যাওয়ার, ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়ার ও বাসে বসার অধিকার ছিল না। মার্টিন লুথার কিংয়ের আন্দোলনের ফলে তারা সব অধিকার লাভ করে। এসব ঘটনা বিশ্ববাসীকে মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করেছে।

২৪৪ বছরে উপনীত হয়ে স্বাধীনতা দিবসটি উদযাপনে বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য এসেছে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব জোয়ারে পুরানো অনেক কিছুই এখনো বহাল রয়েছে। সপ্তাহজুড়ে প্যারেডগুলো সম্পন্ন হয় সকালে, সন্ধ্যায় হয় আতশবাজি আর পারিবারিক পুনর্মিলনী; রাত্রি জেগে ওঠে সংগীতের মূর্ছনায়। কোনো কোনো শহরে সুউচ্চ টাওয়ার থেকে আলোককিরণ ছড়িয়ে পড়ে গ্রীষ্মের বাতাসে। দিবসটিতে আপনি শুনতে পাবেন দেশাত্মবোধক গান আর জাতীয় সংগীত, 'গড ব্লেস আমেরিকা', 'আমেরিকা বিউটিফুল', 'দিস ল্যান্ড ইজ ইয়োর ল্যান্ড' স্লোগান। কখনো বা প্রত্যন্ত অঙ্গরাজ্যের লোকায়ত সুরে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকালে ছিল ১৩টি রাষ্ট্র; বর্তমানে আমেরিকার স্টেট ৫০টি। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ; যার জনসংখ্যা ৩২ কোটি ৫০ লাখের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরপূর্ব, দক্ষিণ, মধ্যপশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলগুলোর রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য এবং রীতি। আর এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশগুলোর একটি। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে ইংরেজরা। ব্রিটিশরা ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলতে থাকে। এছাড়া স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রেড ইন্ডিয়ান), ল্যাটিন আমেরিকান, আফ্রিকান এবং এশিয়ানরাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে কেন্দ্র থেকে প্রতিটি প্রান্ত জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ জুড়ে থাকে ব্যস্ত। বছরের এ মাসে হয়ত একটানা তিনদিন ছুটি থাকে কিংবা গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়। ১৭৭৯ সালের ৪ জুলাই ছিল রবিবার। এজন্য ৫ জুলাই ছুটি দেয়া হয়। ১৭৮১ সালের সর্বপ্রথম দিবসটি সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যদিকে দিবসটিতে ১৭৮৩ সালে নর্থ ক্যারোলিনায় যে সংগীতানুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল তা এখন পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ১৮৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দিবসটিতে বিনাবেতনে ছুটি মঞ্জুর শুরু করলেও ১৯৩৮ সালে সেটি প্রত্যাহার করে বেতনসহ দিবসটিতে ছুটি কার্যকর করা হয়। স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে উৎসবের নানামাত্রা।

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসে স্মরণ রাখতে হবে ব্রিটিশদের কাছ থেকে শুধু ভৌগোলিক স্বাধীনতা নয়, সেদিন উৎপাটিত হয়েছিল সব পরাধীনতার শৃঙ্খল, বহাল হয়েছিল বাকস্বাধীনতা, পত্রিকা ও প্রকাশনার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, এমনকি কোনো আইন পরিবর্তনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার স্বাধীনতা পেয়েছিল সবাই, আমেরিকায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ। অর্থাৎ নিজেকে প্রকাশ করার যে স্বাধীনতা, সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশন তথা গোটা মিডিয়ার যে স্বাধীনতা তাও স্বীকৃতি পায়। সেদিন ব্যক্তি জেনেছিল ধর্ম পালনে রাষ্ট্র কাউকে বাধ্য বা নিষেধও করবে না। যে যার ধর্ম পালন করবে। সেদিন থেকে এখনো নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র শান্তির ভূমি। প্রায় আড়াই'শ বছর ধরে নানা ধর্ম-বর্ণের মানুষ সেখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত করে আসছে।

দুর্নীতিবাজদের একটি বিষচক্র গড়ে উঠেছে

বিভুরঞ্জন সরকার

দেশে এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় দুর্নীতি। মানুষের মুখে মুখে সরকারের আমলা, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি, সরকারদলীয় নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের কারও কারও বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ কান পাতলেই শোনা যায়। দুর্নীতির অভিযোগগুলো এত দিন সরকারবিরোধীদের অপপ্রচার বলে চালানো হলেও এখন বিষয়টি সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকের কাছেও অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। আগুনে ঘি ঢালার মতো কয়েকটি ঘটনার পর এখন এটা মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদ্য সাবেক সদস্য মো. মতিউর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতির নানা অভিযোগ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমে নিয়মিত খবর প্রকাশিত হচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চার মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকায় দেশে একদিকে যেমন দৃশ্যমান অনেক উন্নয়ন হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। অবশ্য কয়েক বছর ধরেই এটা বলা হচ্ছে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিলেও দুর্নীতি না কমে বাড়ছে কেন?

এ অবস্থাতেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার অভিযান শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, সে যে-ই হোক, দুর্নীতি করলে কারও রক্ষা নেই। যারাই দুর্নীতি করবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গত ২৯ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের এমন অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এরপর ১ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠক-পরবর্তী সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন জানিয়েছেন, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের প্রতি সরকার কোনো সহানুভূতি দেখাবে না এবং দেখানো হচ্ছেও না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছেন, 'দুর্নীতি তো সবাই করে না। যারা দুর্নীতি করছে, তারা সরকারের নজরে এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পরে সরকার কাউকে ছেড়ে দিয়েছে—এমন নজির নেই। প্রশাসনের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা দুর্নীতি করে, আর বাকি সবাই বিব্রত হয়।'

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় একজন কর্মকর্তার পুরো কার্যক্রম তদারকি করা যায়। সরকার সেভাবেই কাজ করছে। ১৫ বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সামনে আরও পরিবর্তন আসবে। রূপকল্প ২০৪১-এর মূল লক্ষ্য হলো—দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ জন্য সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে। নির্বাচনী ইশতেহারেও স্বচ্ছ ও জবাবদিহির কথা বলা হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা বলা হলেও সাধারণ মানুষ কি এসব কথায় খুব আস্থা রাখতে পারছে? মানুষ বহু বছর ধরেই শুনে আসছে, 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না', 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে' ইত্যাদি। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়েছে বলে কেউ মনে করে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশন বা দুদকের। কিন্তু দুদককে নখদন্তহীন বাঘ বলা হয়। দুদক কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে প্রশ্ন যেমন আছে, তেমনি দুদকের কর্মকর্তাদের সাহস ও সততা নিয়েও প্রশ্ন এবং সংশয় কম নেই। এরপরও দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সম্প্রতি বলেছেন, মন্ত্রণালয়গুলো দুর্নীতির দেরাজ খুলে বসেছে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব অবশ্য এমনটা মনে করেন না। তিনি বলেন, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে নানাভাবে তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস আছে। কেবল দুর্নীতি না, এর বাইরেরও অনেক বিষয়ের বিচার আমরা সেখানে করি। শৃঙ্খলাজনিত থাকে, নৈতিক স্খলনের বিষয় থাকে। দুর্নীতি তার একটি অংশ। আমার কাছে এ তথ্য নেই যে কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ রকম আমার নজরে এলে আমি আবার তদন্তের ব্যবস্থা করব। এর মধ্যে কিছু বিষয় হয়তোবা গণমাধ্যমে আসছে। তবে গণমাধ্যমের বাইরেও অনেক বিষয়ে তদন্ত হচ্ছে এবং তদন্ত অনুযায়ী শাস্তিও হচ্ছে।'

> গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্ত ভিত না পাওয়ায় এখানে অন্য সব ব্যবস্থাও নড়বড়ে। দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী ও সুযোগসন্ধানী সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বিষচক্র গড়ে উঠেছে। সবকিছুই এই চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এই যে সম্প্রতি দুর্নীতি নিয়ে এত কেচ্ছাকাহিনি, তারও নেপথ্যে ওই চক্রের কোনো ভূমিকা আছে কি না, কে বলতে পারে!

তবে আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিচারের প্রক্রিয়াটাই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি। মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিজেই বলেছেন, 'দুর্নীতির বিভিন্ন অংশের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান আছে। আলাদা এজেন্সি আছে। প্রত্যেকেই কাজ করছে। তাদের কাছে প্রমাণযোগ্য তথ্য এলে সিরিয়াসলি সেটা নিয়ে নামে। কাজের চাপ, লোকবলের অভাব ও রিসোর্সের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হয় যে কোন কাজটা আমি আগে করব। কারণ, দশটা অভিযোগ থাকলে আমাদের আগে নির্ধারণ করতে হয়, কোন কাজটা আমি আগে করব। দশটি কাজই তো আমরা একসঙ্গে করতে পারছি না।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে তদন্তে যখন দুর্নীতি হিসেবে সাব্যস্ত হয়, আমাকে তখন একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া মানতে হচ্ছে। আমি তো তাকে জেলে পাঠাই না। তাকে বরখাস্ত কিংবা চাকরিতে রেখে তার বিরুদ্ধে ডিপি (বিভাগীয় মামলা) চালু করি। ডিপি চালু আছে। প্রশ্ন ওঠে, সে এখনো চাকরি করছে? এটার জবাব আমি কীভাবে দেব? আমার বিধানই এমন। তাকে চাকরিতে রেখেই ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সাবেক সচিব এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার বলেছেন, কাগজে-কলমে সরকারের অনেক ভালো উদ্যোগ আছে। কিন্তু কার্যকর না হওয়ায় দুর্নীতি আগের চেয়ে বেড়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হলে সরকারের উচিত সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করা। তদন্তের ভিত্তিতে জবাবদিহির আওতায় আনা।

অর্থাৎ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আন্তরিক হলে আইন ও প্রক্রিয়ায় সংশোধন আনতে হবে। কেউ কেউ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে বিশেষ আইনে দ্রুত বিচারের পরামর্শও দিচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে সব বিষয়েই বলার লোক বেশি, করার লোক কম। এখানে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিও বক্তৃতা দেওয়ার সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্ত ভিত না পাওয়ায় এখানে অন্য সব ব্যবস্থাও নড়বড়ে। দুর্নীতিপরায়ণ রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী ও সুযোগসন্ধানী সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বিষচক্র গড়ে উঠেছে। সবকিছুই এই চক্রের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এই যে সম্প্রতি দুর্নীতি নিয়ে এত কেচ্ছাকাহিনি, তারও নেপথ্যে ওই চক্রের কোনো ভূমিকা আছে কি না, কে বলতে পারে!

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ টানা চার দফায় দাপটের সঙ্গেই সরকার চালাচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিও কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি করার মতো অবস্থানে নেই। কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য রাজনৈতিক বড় দুর্বলতা হচ্ছে দেশে বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে না পারা। এই দুর্বলতা কাটাতে 'উন্নয়নের গণতন্ত্রের' স্লোগান দিয়েছে আওয়ামী লীগ বা সরকার। দাতাদের সহায়তা ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে মানুষের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টা তাদের রয়েছে। কিন্তু সেই 'উন্নয়নের যাত্রা'তেও তারা ভাবমূর্তির সংকটে পড়েছে নিজেদের কিছু নেতা-কর্মীর কর্মকাণ্ডের জন্য।

আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ সহযোগী সংগঠনগুলোর কিছু নেতা 'দানবের মতো চেহারা' নিয়ে নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন, তা মানুষের মাঝে চাপা ক্ষোভ তৈরি করেছে এবং আওয়ামী লীগের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থায় চলে গেছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ক্যাসিনো-কাণ্ডের কথাও উল্লেখ করা যায়। অবৈধভাবে ক্যাসিনো পরিচালনা করা এবং টেন্ডারবাজিসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে ঢাকায় যুবলীগের দুজন নেতাসহ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। চাঁদাবাজির অভিযোগে ছাত্রলীগের শীর্ষ দুজন নেতাকে সরিয়ে দেওয়ার পর যুবলীগের অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। কিন্তু তারপর কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত? যে লাউ, সেই কদু। আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা যারা দুর্নীতি এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধে জড়িত, দলটি তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেও শেষে হাকিম ও হুকুম—দুটোই নড়ে। ফলে আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা বা মন্ত্রীরা দুর্নীতি বা সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানো হবে বলে নিজেরাই সেই সব অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। চোরাকারবারি সংসদ সদস্য হয় কীভাবে?

দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার তর্জন-গর্জন অনেকের কাছে নাটকীয় কৌতুক বলেই মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীরা ছাড়াও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিতরাও যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলেন, তখন 'কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না' বলাটা তামাশার মতোই শোনায়। দুর্নীতিবাজদের প্রতি কোনো সহানুভূতি না দেখানোর বিষয়টি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে, সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপরই নির্ভর করছে।

মাহাবুব আরিফ খোকা : এক অদম্য প্রাণের প্রতিচ্ছবি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

প্রথম পরিচয়েই যে ব্যক্তিত্বের স্রোতে সবাই মুগ্ধ হয়, তিনি হলেন মাহাবুব আরিফ খোকা। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক ক্রীড়াপ্রেমী পরিবারে, যেখানে খেলার মাঠে অর্জন ছিল মান-সম্মান ও গর্বের প্রতীক।

আরিফ মাহবুব খোকা একজন লেখক, ব্লগার এবং কলামিস্ট হিসেবে সুইডেন এবং বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেছেন। তার লেখায় বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং চিন্তা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তিনি সুইডেনের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতাগুলো বই আকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থার সাথে সরাসরি জড়িত আছেন।

একজন লেখক তার সৃষ্টিকর্মে সমাজের বিভিন্ন অসংগতি, নাস্তিক্য, আস্তিক্য, এবং সমালোচনা নিয়ে লিখতে পারেন। এ ধরনের লেখার উদ্দেশ্য সাধারণত সমাজকে সচেতন করা, বিতর্ক সৃষ্টি করা, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পাঠকদের চিন্তা করতে উৎসাহিত করা।তার লেখা তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়। বরং, লেখক তার সৃষ্টিকর্মে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও মতামত প্রকাশ করে থাকেন, যা তার পাঠকদের মনের দরজা খুলে দিতে এবং নতুন চিন্তাভাবনার উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়। লেখকের সৃষ্টিকর্ম এবং তার ব্যক্তিগত জীবন দুইটি পৃথক বিষয়, এবং উভয়কে আলাদা করে দেখাই শ্রেয়। লেখকের লেখাকে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা আচার-আচরণের সাথে মেলানো ভুল হবে। লেখক তার সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সমাজকে নতুনভাবে দেখতে ও ভাবতে সাহায্য করেন, কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন ও বিশ্বাস তার সৃষ্টিকর্মের বাহিরে থাকে। আরিফ মাহাবুব খোকা ভাইয়ের অনেক প্রবন্ধ, ভ্রমন কাহিনি ও গল্প পড়ার সুযোগ হয়েছে।সেই সুবাধে আমিও জানতাম যে, উনি একজন নাস্তিক মানুষ।কিন্তু উনার সাথে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম, উনি ব্যক্তিজীবনে সম্পুর্ন একজন ফরেজগার মানুষ। তাঁর পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস আছে।উনার ধারনা "নামাজ ও রোজা একান্তই ব্যক্তিগত এবং আত্মিক সাধনা, যা আমি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পালন করি, লোক দেখানোর জন্য নয়। এটি আমার অন্তরের অভ্যাস, একান্তই আমার এবং আল্লাহর মাঝে নিবেদিত।"

উনার পিতা মরহুম আরজু সাহেব, পাকিস্তান যুগে মোহামেডান এবং জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলেছিলেন। ক্রীড়া জগতে সেই সময় ক্রিকেটের তুলনায় ফুটবল ছিল শ্রেষ্ঠ। তারই ধারাবাহিকতায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফুটবলের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে বেড়ে উঠেছিলেন।

তবে খেলার মাঠে প্রতিভা থাকলেও, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে জাতীয় যুবদলে তার স্থান হয়নি। হতাশা নিয়ে, ১৯৮২ সালে তিনি সুইডেনে পাড়ি দেন। সেখানে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। শিক্ষা, সঙ্গীত এবং লেখালেখির মধ্য দিয়ে তিনি নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তোলেন। এই কঠিন সংগ্রামে তার মানসিক দৃঢ়তা ছিল অসাধারণ।

নিজ এলাকার মানুষদের সিটিজেন অব আগ্রাবাদ এর মাধ্যমে একত্রিত করেছেন, যা তাকে অনেকের হৃদয়ে আলাদা স্থান করে দিয়েছে।

> তার মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা তাকে নতুন পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। তিনি সুইডেনে থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং লেখক, ব্লগার, এবং কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলা ইংরেজি ও সুইডিশ ভাষায় লেখালেখি করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।যদিও তিনি প্রবাসে আছেন তবুও তার হৃদয়জুড়ে ছিল আগ্রাবাদ তথা বাংলাদেশ।

আগ্রাবাদ তথা দেশের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা অসীম, তাই তাদের প্রতি কিছু অভিমানও রয়েছে উনার? তিনি এক বিশাল পরিবারের সদস্য হিসেবে সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র।তিনি অতীতকে উপলব্ধি করেন, ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখেন এবং মানুষকে তাদের সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনে অনেক গুণী খেলোয়াড় জন্মগ্রহণ করেছেন, যারা তাদের অসামান্য কৃতিত্বের মাধ্যমে দেশের গর্বিত সম্পদ হয়ে উঠেছেন।

আরিফ মাহবুব খোকা এক সময়কার অসাধারণ ফুটবলার ছিলেন। তবে দুঃখজনকভাবে, জাতীয় যুব ফুটবল দলে জায়গা পাওয়ার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে তিনি সুযোগ পাননি। ১৯৮২ সালে, এই হতাশা নিয়ে তিনি সুইডেনে পাড়ি জমান। সুইডেনে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করেন, শিক্ষা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে লেখালেখির দিকে ঝুঁকেন। তার মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা তাকে নতুন পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন।তিনি সুইডেনে থেকে লেখালেখি শুরু করেন এবং লেখক, ব্লগার, এবং কলামিস্ট হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলা ইংরেজি ও সুইডিশ ভাষায় লেখালেখি করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।যদিও তিনি প্রবাসে আছেন তবুও তার হৃদয়জুড়ে ছিল আগ্রাবাদ তথা বাংলাদেশ। তার বিভিন্ন লেখায় বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা এবং তার দেশের মানুষের জন্য চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি সুইডেন এবং বাংলাদেশ উভয় জায়গায়ই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিয়ে বই প্রকাশ করেন এবং তার লেখার মাধ্যমে বহু মানুষের প্রিয় হয়ে ওঠেন।

আরিফ খোকা ছিলেন ক্রীড়াঙ্গন থেকে সংস্কৃতির পথে এক পথিকৃৎ।তাঁর জীবন এবং কাজের ধারা আমাদের সকলের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে॥

দুই মিথ্যুকের মধ্যে কাকে বেছে নেবে আমেরিকা

সেলিম খান

দুই বুড়োর মল্লযুদ্ধ। একজনের বয়স ৮১, অপরজনের ৭৮। ধুর, ওদের যা বয়স তাতে কী আর এটা মল্লযুদ্ধ থাকে! স্রেফ কাজিয়া। অতীতই যাদের সম্বল। ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। যারা ইতিমধ্যে আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। এমন দুইজনের মধ্যে একজনকে আমেরিকানরা বেছে নেবে। যিনি ২০২৫-২৮ সাল পর্যন্ত শুধু নিজের দেশেই নয় সারা বিশ্বে ছড়ি ঘোরাবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে বিতর্কের নামে যা হলো তাতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মাতব্বরের মুখ কতটা পুড়ল এ নিয়েই হিসেব-নিকেশ চলছে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে একজন বর্তমান (জো বাইডেন) ও আরেকজন সাবেকের (ডোনাল্ড ট্রাম্প) এই বিতর্ক আগে কখনো দেখেনি আমেরিকা। সে সুযোগই হয়নি। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু হওয়া এই টিভি বিতর্কে সব সময় নতুন মুখ থেকেছে। এবারই তার ব্যতিক্রম হলো। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়ার সময়ে তাঁরা বিশ্ব সংসারের দায়িত্ব প্রত্যাশী। এরচেয়ে উদ্বেগের কিছু আছে? এছাড়াও অনেক দিক দিয়েই বৃহস্পতিবার রাতের বিতর্ক ব্যতিক্রমী। বিশেষ করে মার্কিন রাজনীতির দেউলিয়াপনার ব্যাপারে।

বাইডেন ও ট্রাম্প রাজি হয়েছেন দু'বার বিতর্কে নামতে। এর প্রথমটির আয়োজন করে সিএনএন। আটলান্টায়। পরেরটির আয়োজক এবিসি টেলিভিশন। অন্যান্যবার তিন দফায় বিতর্ক চললেও এবার কমে এসেছে। কিন্তু প্রথম দফা নিয়ে কোনো ইতিবাচক কথা নেই। কোথাও। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে আমেরিকা বিশ্বজুড়ে একচেটিয়া রাজত্ব করে যাচ্ছে। চীন সেখানে কিঞ্চিৎ ভাগ বসানোর চেষ্টা করায় তাকে হাতে-ভাতে সর্বত্র মারার ব্যবস্থা চলছে। গত ৩০-৩৫ বছর ধরে আমেরিকা যা বলে তাই হয়। প্রতিবাদ তো দূরে থাক, কেউ রা কাড়তে পারে না। এই সময়কালে ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার শিশু-নারী-পুরুষ প্রাণ দিয়েছে ফিলিস্তিনে। আরও কত দেবে ঠিক নেই। এসবের পেছনে আছে আমেরিকার সিদ্ধান্ত। কখনো একক, কখনো গুটি কয়েক বন্ধু মিলে।

এ তো গেল যুদ্ধের, নরহত্যার ঘটনা। এর বাইরে অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, অভিবাসনসহ আরও কত শত বিষয় আছে। এর সবগুলোই নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা ও তার বন্ধুরা। এছাড়া আমেরিকার ভেতরে জিনিসপত্রের চড়া দাম, চাকরির বাজারে খরা, লাতিন আমেরিকা থেকে অভিবাসী জনস্রোত, নিরাময়হীন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব—আর না জানি কী আছে। দেশ ও দেশের বাইরে এতসব বিষয়ে যাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনিই হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। তাহলে তাঁকে কেমন হতে হবে বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতের বিতর্কে কী দেখা গেল, বাইডেনের গলা দিয়ে স্বরই বেরোচ্ছে না। যা-ও বা বেরোচ্ছে তা অতি ক্ষীণ। শরীরি ভাষায়ও নিস্তেজ। অন্যদিকে ট্রাম্পের অর্গলহীন মিথ্যার স্রোতে ভেসে গেছে রাজনীতির যত উপাচার। এটা ট্রাম্পের কাছে অপ্রত্যাশিত না। ২০১৭-২০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকার সময় বেচারা ট্রাম্পকে ৩০ হাজার ৫৭৩ বার মিথ্যা বলতে হয়েছে। এ হিসাব সে দেশের স্বনামধন্য পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের। এ হেন ট্রাম্পকে পরপর তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনিত করেছেন রিপাবলিকান পার্টির নেতা-কর্মীরা। ভাবতে অবাক লাগে ১৭০ বছরের পুরোনো এই দল যেখানে আব্রাহাম লিংকন, থিওডোর রুজভেল্ট, আইজেনহাওয়ারের মতো প্রেসিডেন্ট উপহার দিয়েছে তারাই গত ১২ বছর ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাইরে কাউকে খুঁজে পায়নি? যেখানে রাজনীতির সাথে সরাসরি পারিবারিক উত্তরাধিকারের যোগ নেই সেখানেও রাজনৈতিক দেউলিয়ত্ব কোথায় পৌঁছাতে পারে, এটা তার বড় উদাহরন। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে গবেষণার বড় সুযোগ পাবেন।

ট্রাম্পের বিষয়টা তো গেল। কিন্তু বাইডেনের কী হবে? প্রথম পরীক্ষায় এমন ডাহা ফেল করার পর কী করে মুখ দেখাবেন। বৃহস্পতিবারের বিতর্কের পর ট্রাম্প যেখানে ৬৭ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন, সেখানে বাইডেনের জুটেছে ৩৩। পার্থক্যই বলে দিচ্ছে ৫ নভেম্বরের ভোটের ফল কী হতে পারে।

আগামী কিছু দিনে এই পার্থক্য বাইডেন মুছে দিতে পারবেন, এমন আশা করাও কষ্টসাধ্য। ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাট দলের মধ্যে কথা উঠেছে বাইডেনকে বদলানোর। এ নিয়ে জোরেশোরে মাঠে নেমে পড়েছেন অনেক ডেমোক্র্যাট। এই তালিকায় বার্নি স্যান্ডার্স, মিশেল ওবামা, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম, মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার, মিনেসোটার সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার, নিউ জার্সির সিনেটর কোরি বুকারসহ আরও অনেকের নাম বিবেচিত হচ্ছে। বাইডেনের মতো তাঁর সঙ্গী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস গত চার বছরে কিছুই করতে পারেননি। ইউক্রেন যুদ্ধ আর ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধে মদদ দেওয়া ছাড়া দুজনের খাতা শূন্য। দেশের ভেতরে তাঁরা শুধু দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে গেছেন। ফলে বাইডেনের মতো তাঁর নাম নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা নেই।

জুলাইয়ে দলের চূড়ান্ত কাউন্সিলের আগে ৮১ বছরের অশক্ত, তোতলানো বাইডেনকে রাখবেন না হটাবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ডেমোক্র্যাটদের। সময় বড় কম। এমন সমস্যায় মনে হয় না আমেরিকার দুই বড় দল কখনো পড়েছে।

এতসবের পরেও দুই বৃদ্ধের বিতর্কের পর অনেকগুলো প্রশ্ন সামনে এসেছে। এক, আধিপত্যবাদী আমেরিকার শাসনভার ২০২৫-এ দুজনের মধ্যে এমন একজনের হাতে যেতে চলেছে যিনি বয়সের ভারে নুব্জ। দুই, বয়সের কারণে ভবিষ্যৎ নিয়ে যাদের কোনো চিন্তা নেই। তিন, আমেরিকার বড় দুই দলে নতুন প্রজন্মের নেতার অভাব। চার, প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনই মিথ্যেবাদী। সিএনএন-এর হিসেবে ট্রাম্প ৩০টি ও বাইডেন ৯টি মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন। দেড় ঘণ্টার এই বিতর্ক দেখেছেন পাঁচ কোটির বেশি দর্শক। ভবিষ্যতের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তাদের কাছে এবং সারা বিশ্বের কাছে কী বার্তা গেল? পাঁচ, ইসরায়েলের ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালানোর অধিকারের ব্যাপারে দুজনই একমত। এর বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠা মার্কিন শিক্ষিত তরুণদের প্রতিবাদের কোনো মূল্য নেই তাঁদের কাছে।

দুই বৃদ্ধের এই কাজিয়া দেখে কর্নেল ওয়েস্ট নামে একজন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, আমেরিকা কী আত্মঘাতী হওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে? আর রবার্ট গ্রিফিনের বক্তব্য, বাইডেন ও ট্রাম্পের বিতর্কের পর সারা দুনিয়া আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে। সত্যিই তো বিশ্বের অন্যান্য দেশকে নিয়ে হাসাহাসি, দাবড়ানোর অধিকার ও দায়িত্ব যাদের তাদের নিয়ে একই কাজ কেউ করলে গ্রিফিনরা তো দুঃখ পাবেনই। এ রকম হাজার মন্তব্যে ভরে গেছে সমাজমাধ্যম। তাহলে বুঝে দেখুন, আমেরিকার দুই বড় দল ও তাদের প্রার্থীরা দেশের মানুষের কাছে নিজেদের কোথায় নিয়ে গেছেন!

এই দুই বুড়োর ক্যাচালে মার্কিনিদের আশা দেখাচ্ছেন বিখ্যাত কেনেডি পরিবারের সদস্য রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়ার। ২০২৪-এর নির্বাচনে ট্রাম্প ও বাইডেনের বিকল্প তৃতীয় হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে চান রবার্ট। পেশায় আইনজীবী রবার্ট এজন্য অনেক আগেই ডেমোক্র্যাট দলের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে সমর্থন জোগাড়ে ব্যস্ত তিনি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে প্রয়োজনীয় সমর্থন তিনি জোগাড় করতে পারবেন।

কেনেডি জুনিয়ারের জন্য সমস্যা হলো ইতিহাস। আমেরিকায় বড় দুই দলের বাইরে সেখানে কারও জেতা প্রায় অসম্ভব। তবে কেনেডির জন্য ভরসার বিষয় হলো বিতর্কের পর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বাইডেন যেমন হাবুডুবু খাচ্ছেন, ট্রাম্পও তেমনি। এই সুযোগটা রবার্ট এফ কেনেডি নিতে পারেন কিনা বা মার্কিনিরা তাঁকে দেয় কিনা সেটা দেখার। আর এই লড়াই যদি বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে সীমিত থাকে তাহলে আমেরিকার পাশাপাশি সারা বিশ্বের জন্য এক অশনিসংকেত হয়ে উঠতে পারে।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

হাজার টাকার বাগান খাইল...

মহিউদ্দিন খান মোহন

'হাজার টাকার বাগান খাইল পাঁচ টাকার ছাগলে'—আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য। ছাগল একটি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। এমনিতে এটি একটি নিরীহ প্রাণী, 'সাত চড়ে রা নেই' ধরনের। তবে বুদ্ধিশুদ্ধি কম থাকায় এটা মাঝেমধ্যে মনিবের ক্ষতি করে ফেলে। অবলা প্রাণী, তার ওপর মাথায় মগজ কম।

তাই কখন যে মনিব বা অন্য কারও বাগানে ঢুকে গাছপালা উদরস্থ করে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। বোধকরি এ থেকেই উপরিউক্ত প্রবাদটির উৎপত্তি। আবার 'ছাগল' একটি প্রসিদ্ধ গালিও বটে। কেউ বোকার মতো কাজ করলে বা কথা বললে মানুষ তাকে 'ছাগলের মতো কাজ করলি' বা 'ছাগলের মতো কথা বলিস না' বলে তিরস্কার করে। যদিও ছাগল কথা বলে না। ছাগল কখনো আলোচনার বিষয় ছিল না।

অবশ্য কিছুদিন আগে ছাগল সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল 'দেশে ছাগলের সংখ্যা বেশি'—এই খবরে। গ্রামাঞ্চলের গেরস্তবাড়িতে দু-চারটা ছাগল পোষা হয়। আবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও ছাগল পালন করা হয়। কুষ্টিয়ার 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট' প্রজাতির ছাগল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

২০০১ থেকে ২০০৬ মেয়াদে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট' পালন প্রকল্পের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এর উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুখ্য সচিব ড. কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী। তবে সে প্রকল্পটি সফলতা পায়নি।

আমার আজকের রচনা কিন্তু ছাগল প্রকল্প নিয়ে নয়; বরং একটি দামি ছাগল কীভাবে দেশের একজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজের মুখোশ উন্মোচন করে দিল, তা নিয়েই কথা বলতে চাইছি। সে 'মহান ছাগলটির' কথা এখন আর কারও জানতে বাকি নেই। সদ্য উদ্‌যাপিত ঈদুল আজহা উপলক্ষে এক কিশোর ১২ লাখ টাকা দামের একটি ছাগল ক্রয় করেছিল। ছাগলের গলা জড়িয়ে ধরে ফটো তুলে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বাহবা কুড়াতে গিয়ে সে কুড়াল মারল তার পিতা ও পরিবারের পায়ে। সংগত কারণেই ১২ লাখের ছাগল চলে এল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সবাই জানতে ইচ্ছুক, কে এই ধনাঢ্য ক্রেতা যে ১২ লাখ টাকার ছাগল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোরবানি করার উদ্যোগ নিয়েছেন?

অবশেষে বেরিয়ে এল থলের বিড়াল। বলা যায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ। জানা গেল, সেই ছাগল ক্রেতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার কিশোর পুত্র! পুত্রের নাম মুশফিকুর রহমান ইফাত, আর তার পিতা মতিউর রহমান এনবিআরের 'কাস্টমস এক্সাইজ ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনালের' প্রেসিডেন্ট। সংবাদমাধ্যমে এ খবর বেরোনোর পর সবাই বিস্ময়ে হতভম্ব। প্রশ্ন উঠল, একজন সরকারি কর্মকর্তার কিশোর পুত্র ১২ লাখ টাকায় একটি ছাগল কেনার ক্ষমতা রাখলে তার পিতৃদেব কত টাকার মালিক?

জবাব পেতে বেশি দেরি হয়নি। পত্রিকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে মতিউর রহমানের অঢেল সম্পদের যে বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে সবাই একবাক্যে বলেছেন, এ যেন আরেক বেনজীর! খবরে বলা হয়েছে, চাকরিজীবনে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন মতিউর। মাত্র একটি ব্যাংকেই রয়েছে তাঁর ১১৭ কোটি টাকা। বসুন্ধরা, গুলশানের মতো অভিজাত আবাসিক এলাকায় রয়েছে বিলাসবহুল একাধিক বাড়ি, ফ্ল্যাট ও জমি। এ ছাড়া গাজীপুর, সাভার এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে রিসোর্টসহ বিপুল পরিমাণ জমি।

নরসিংদীতে মতিউরের যে রিসোর্টটি রয়েছে, তা তৈরি হয়েছে ৪০ বিঘা জমির ওপর। অর্থ-সম্পদের মতো মতিউর স্ত্রীর দিক দিয়েও সম্পদশালী। তাঁর দুই স্ত্রী। তাঁদের একজন আবার নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের নেত্রী এবং ওই জেলার রায়পুরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। মতিউর তাঁর মেয়েকে ১০ কোটি টাকা দিয়ে কানাডায় বাড়ি করে দিয়েছেন। ছোট বউকে এক দিনেই নাকি দান করেছেন ৩০০ কোটি টাকার সম্পদ। বিস্ময়করই বটে! একমাত্র আলাদিনের চেরাগ ছাড়া অদৃশ্য উৎস থেকে কেউ এমন বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে পারে না।

এমন বিত্তশালী পিতার পুত্র ১২ লাখ টাকায় ছাগল কিনবে না তো কে কিনবে? তারপরও সবাই অবাক হয়েছেন ভিন্ন একটি কারণে। মতিউর রহমান রাজস্ব বিভাগের একজন কর্মকর্তা হয়ে দিনের পর দিন অবৈধভাবে সম্পদের পরিমাণ-পরিধি বাড়িয়েছেন, তাঁর ব্যাংক-ব্যালেন্স ভরা ভাদরের নদীর মতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। অথচ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কোনো খবরই রাখল না! সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতিবছর আয়কর রিটার্নের সঙ্গে সম্পদ বিবরণীও জমা দিতে হয়। মতিউর কি তা দিয়েছেন? মনে হয় না। তবে দুর্ভাগ্য মতিউরের।

পুত্র ইফাত যদি ১২ লাখের ছাগলের সঙ্গে ছবির মাধ্যমে ভাইরাল না হতো, তাহলে মতিউরের অপকর্মের খবর কেউ জানতেই পারত না। বোধকরি একেই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। সন্দেহপ্রবণেরা বলছেন, এমন কতশত মতিউর সরকারি প্রশাসনের নানা স্তরে আসন গেড়ে বসে আছেন, তার হদিস কে রাখে? 'দৈব দুর্বিপাকে' যদি তাঁদের অপকর্মের খবর প্রকাশিত না হয়, তাহলে তাঁরা হয়তো 'সাধুসন্ত'র ছদ্মবেশে আমাদের সমাজে সম্মানের আসন অলংকৃত করতে থাকবেন।

'পুকুরচুরি' বলে একটি কথা চালু আছে আমাদের সমাজে। সাধারণত বড়সড় দুর্নীতি বা আত্মসাতের ক্ষেত্রে এ উপমাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাজস্বের মতিউর কিংবা সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ যা করেছেন, তাকে পুকুরচুরি না বলে 'পুকুর ডাকাতি' বলাই বোধকরি যুক্তিযুক্ত। এই পুকুর ডাকাতেরা এত দিন সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের সম্পদ-সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন।

দুর্ভাগ্য আমাদের, যাদের আমরা ভূত তাড়ানোর শর্ষে হিসেবে বিশ্বাস করি, তারা একেকজন ভূত সেজে বসে আছেন। যেভাবে একের পর এক ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির গোমর ফাঁস হচ্ছে, তাতে দেশে কজন সৎ কর্মকর্তা আছেন, সে ভাবনায় তালু গরম হওয়ার জোগাড়! দুর্নীতি আজ তার ডানায় গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঢেকে ফেলেছে। সরকারি প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, রাজস্ব বিভাগ, স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা বিভাগ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও দুর্নীতি তার থাবা বসিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলরের যেসব অনিয়ম-দুর্নীতির খবর এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তাতে অনুমান করা যায়, পচনের মাত্রা কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

সাবেক আইজিপি বেনজীরের পর পুলিশের আরেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ডিএমপির সাবেক কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার বিপুল অর্থ-সম্পদের খবর পাওয়া গেছে। তিনিও নামে-বেনামে গড়ে তুলেছেন সম্পদের রাজ্য। তাঁর এসব সম্পদের তথ্য নাকি গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জিসানুল হক অনলাইন মিডিয়ায় সরবরাহ করেছেন। সে জন্য তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কারও দুর্নীতির খবর ফাঁস করে দেওয়া বাংলাদেশের 'পেনাল কোডে'র কোন ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তা জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে। যেখানে একজন সরকারি কর্মকর্তার অবৈধ সম্পদ অর্জনের খবর ফাঁস করে দেওয়ায় এডিসি জিসানুলের পুরস্কৃত হওয়ার কথা, সেখানে তিনি হলেন তিরস্কৃত।

পৃথিবীর কোনো দেশে এমন নজির আছে বলে মনে হয় না। অপরদিকে পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতি দিয়ে পুলিশের দুর্নীতির খবর প্রকাশ করায় গণমাধ্যমের প্রতি গোস্‌সা প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে লেখক-গবেষক চিররঞ্জন সরকার তাঁর কলামে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা কি তাঁকে হেয় করা? অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরা কেন দুর্নীতিবাজদের দায় নিচ্ছেন? নাকি তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত?' (আজকের পত্রিকা, ২৫ জুন ২০২৪) চিন্তিত হওয়ারই কথা। কেননা, যেভাবে নানা ফাঁকফোকর দিয়ে বড় বড় কর্তার অবৈধ কায়কারবারের খবর বেরিয়ে আসছে, তাতে ভবিষ্যতে কার মুখে চুনকালি পড়ে কে জানে! মতিউরের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে ছাগলকাণ্ডে, ভবিষ্যতে হয়তো হোটেল কিংবা রিসোর্টকাণ্ডে কারও কারও মুখোশ খুলে যেতে পারে।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট

মোস্তফা তানিম

বৃহস্পতিবারের ডিবেটে কে জিতলো কে হারলো সেইটা জাতির কাছে বড় প্রশ্ন বলে মনে হয় না। বড় প্রশ্ন, এসব কী হচ্ছে? আমেরিকায় আর কোনও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী পাওয়া গেলো না ? একজন নানান অপকর্মের আসামি, আরেকজন এতোই রুগ্ন যে কথার খেই হারিয়ে ফেলছেন, এরা চালাবে দেশ? জনগন, যদি আপনি কট্টর ডেমোক্র্যাট অথবা কট্টর ট্রাম্প সাপোর্টার না হন, তাদের সামনে উপায় থাকলো কি? বেছে নেওয়ার মতো একজন তো থাকতে হবে?

ট্রাম্প নির্বাচনী ক্যাম্প উল্লাস করছে। বাইডেন ক্যাম্পও আশাবাদী। কিন্তু সবচেয়ে নিরাশ হয়েছে সাধারণ জনগণ। দায়ভার বেশি বর্তায় জো বাইডেনের উপরে, বাইডেনের নির্বাচনী ক্যাম্পের উপরে।

যেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট মানে জোর গলায় কথা বলা , যুক্তি উত্থাপন করা , প্রতিপক্ষের যুক্তি খন্ডন করা, দৃপ্ত কণ্ঠে মানুষের মনে নতুন দিনের আশার বাণী সঞ্চার করা, সেখানে প্রেসিডেন্ট প্রায় টলমল পায়ে স্টেজে এলেন। তারপর ফিস ফিস করে কথা বলা শুরু করলেন। সেই কথা বোঝা যায় কি যায় না, এমন অবস্থা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই কথার খেই হারানো শুরু করলেন। যেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মানে হচ্ছে ইস্পাতের মতো শক্ত স্নায়ু, সদা সতর্ক, অতি বিচক্ষণ, রাশিয়া, চীন, নর্থ কোরিয়া, ইরানকে সামাল দেওয়া, সেখানে মনে হলো হাসপাতালের বেড থেকে ডাক্তারের রিলিজ নি নিয়েই এক রোগীকে নিয়ে আসা হলো, মঞ্চে।

একটা বিষয়ে বলা শুরু করে তিনি শেষ করতে না পেরে একটা কিছু আন্দাজে জুড়ে দিচ্ছেন, এমনও হয়েছে। একবার খেই হারিয়ে বলেছেন, "we beat Medicare ." যার কোনোই মানে হয় না। একজন চিকিৎসক সংবাদ মাধ্যমকে বলছেন, জো বাইডেনের জন্যে এটা ডিবেট ছিল না, মানসিক ভারসাম্যের স্ট্রেস টেস্ট ছিল।

অন্ধ সাপোর্টার সব পার্টির মধ্যেই আছে। যদি না থাকে, তাহলে বাইডেন সাপোর্টাররা এখনও তাকে নিয়ে হুল্লোড় করছেন কেন? কেউ কেউ মনে করেন, বাইডেন জিততে পারবেন। তিনিই যোগ্য, ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সেরা ক্যান্ডিডেট। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন না। এখন রিপাবলিকানরা প্রশ্ন তুলেছে, তাহলেএই মুহূর্তে দেশ চালাচ্ছে কে? একজন রুগ্ন মানুষ বসে আছেন ওভাল অফিসে, শরীরের ঠিক নাই, মাথারও ঠিক আছে কি না, হোয়াইটহাউস কি এসব এতদিন ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল? কদ্দিন থেকে তার এই অবস্থা কে জানে। একটা সুপার পাওয়ারের প্রেসিডেন্টের এই দশা? বলা যায় কার্যত কোনও প্রেসিডেন্টই নেই।

তার এই ভগ্ন স্বাস্থ্যের সুযোগে ট্রাম্প সব মিথ্যাচার চালিয়ে গেলেন। এমন কি জানুয়ারি সিক্সের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপরে তার এবং তার লোকদের যে আক্রমন সেটাকে ডেমোক্র্যাটদের দোষ বলে চালিয়ে দিলেন। ন্যান্সি পেলোসি নাকি সব দোষ নিজ ঘাড়ে নিয়েছেন!

তিনি যে হোয়াইট হাউস থেকে মানুষকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, এমন কি যখন কংগ্রেসের জানালা ভাঙছে, পুলিশের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে খুঁজছে হত্যা করার জন্যে, তখনও। কিন্তু জো বাইডেন সেই চিত্রটি তুলে ধরতে পারলেন না। বাইডেন প্রায় কোনও ইস্যুই শক্ত করে তুলে ধরতে পারলেন না। তথ্য উপাত্ত বলতে গিয়ে হোঁচট খেলেন, পাঁচ হাজার বিলিয়নিয়ার বলতে গিয়ে প্রথমে বললেন, পাঁচ হাজার ট্রিলিয়নিয়ার।

কারও মনে সন্দেহ নেই যে বাইডেনের পারফরম্যান্স খুব খারাপ ছিল। এক কথায় বলা যায়, এ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে

> ▶ ডেমোক্রেটিক পার্টি বড় বড় কয়েকটি জরিপে হাত দিয়েছে। ডিবেটের পরে ভোটারদের আস্থা কতটুকু আছে বা কতটুকু নড়েছে, তা তারা বুঝতে চায়। অন্য প্রার্থী দিলে সেই প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা কতুটুকু হবে তাও বুঝতে চায়। কিন্তু জরিপের পরেও যে জো বাইডেন তার অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবেন তার কোনও নিশ্চয়তাই নেই।

কেউ কেউ, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম বলেছেন, "একটা পারফরম্যান্স খারাপ হলেই কি আমরা পিছু হাটবো?"

বারাক ওবামাও সেরকম বলছেন। তার প্রথম ডিবেটটিতেও তিনি ভালো করেন নি। কিন্তু তারপরেও জিতেছেন।

অবশ্য গভর্নর নিউসম নিজেই একজন সম্ভাব্য পদপ্রার্থী হিসাবে সামনে চলে আসতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। আবার কেউ এমন কি মিশেল ওবামার নামও বলছে। মিশিগান এবং কলোরেডোর ডেমোক্রেটিক গভর্নরদের নামও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রার্থী পরিবর্তন করা খুবই কঠিন এবং জটিল এক প্রক্রিয়া।

একটা বিষয় অনেকেই বুঝতে পারছেন না, এখানে ডিবেটে খারাপ করার যে কারণ, সেটা সেরে যাওয়ার নয়। সে কারণটা হলো বয়স এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভগ্ন দশা। কাজেই সেটা সেপেটম্বরে ভালো হয়ে যাবে এমনটা নয়, বরং দিনকে দিন খারাপ হবে। চার বছর দেশ চালানো তো দূরের কথা, তিনি এই মুহূর্তেই দেশ চালানোর যোগ্য কি না তাই নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে।

বৃহস্পতিবারের প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট ডেমোক্র্যাটদের ঘুম নষ্ট করে দিয়েছে। বড় বড় ডোনাররা শঙ্কিত। ডেমোক্রেটিক পার্টি শঙ্কিত। এখন প্রেসিডেন্টকে কে বোঝায়? যদিও সময় খুবই কম, মাত্র চার মাস বাকি, নতুন একজনকে খুঁজে এনে, তার ক্যাম্পেইনকে বেগবান করা, সে সময়ই বা কোথায়? নতুন একজনকে আবার নতুন করে ফান্ড রেইজ করতে হবে। অন্যদিকে জো বাইডেন থাকলে পরাজয় মনে হচ্ছে নিশ্চিত।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এখন পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। তিনি মনে করেন, ডিবেটে তিনি খারাপ করলেও মানুষ তাকেই ভোট দেবে। জরিপ নাকি বলছে, ডিবেটের পরে তার জনপ্রিয়তা কমে নি।

তাকে সরানোর অন্য তেমন কোনও উপায় নেই। প্রেসিডেন্ট প্রাথী হতে হলে যতজন ডেলিগেটের ভোট পেতে হয , তিনি ইতিমধ্যেই তার প্রায় দ্বিগুন ডেলিগেটদের ভোট সংগ্রহ করেছেন। এখন আর কারও কিছু করার নেই। একটাই উপায়, তিনি নিজেই যদি সরে দাঁড়ান। তখন ডেলিগেটরা নতুন প্রার্থীর জন্য ভোট দিতে পারবে। আগস্টে ডেমোক্রেটিক কনভেশন। তার আগেই, খুব দ্রুত একটা নতুন পথ উদ্ভাবন করে সেদিকে ডেমোক্র্যাটদের যেতে হবে। সেবিষয়ে সবাইকে একমত হতে হবে।

ডেমোক্রেটিক পার্টি বড় বড় কয়েকটি জরিপে হাত দিয়েছে। ডিবেটের পরে ভোটারদের আস্থা কতটুকু আছে বা কতটুকু নড়েছে, তা তারা বুঝতে চায়। অন্য প্রার্থী দিলে সেই প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা কতুটুকু হবে তাও বুঝতে চায়। কিন্তু জরিপের পরেও যে জো বাইডেন তার অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবেন তার কোনও নিশ্চয়তাই নেই।

নিশ্চয়ই বড় বড় নেতাদের দিয়ে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে। বা হচ্ছে। তার পক্ষের মানুষও অনেক। যারা বিষয়টি বুঝতে পারছেন না, অর্থাৎ অন্ধ সাপোর্টার। রিপাব্লিকানরা তো বটেই, অনেক ডেমোক্র্যাট শুভাকাংখীরাও বলছেন, এই যদি হয় প্রেসিডেন্টের ভগ্ন দশা, তাহলে হচ্ছেটা কি? নতুন প্রেসিডেন্ট আসা পর্যন্ত দেশ চালানোর ফিটনেস কি তার আছে? আমেরিকার বড় বড় প্রতিপক্ষরা যে এসব দুর্বলতা লক্ষ্য করছে! প্রাক্তন ডিফেন্স সেক্রেটারি মার্ক এস্পার সিএনএন এমনটাই বলেছেন।

একজন বলেছিল, আমেরিকা হলো "well-oiled machine ", এটা নিজেই চলে। প্রেসিডেন্ট কিছু না করলেও প্রতিটি ব্রাঞ্চ, প্রতিটি এজেন্সি তার কাজ করে যাচ্ছে। তারপরেও শক্ত একজন লিডার ছাড়া আমেরিকার মতো দেশ যে চলতে পারে সেটা কিছুতেই হতে পারে না।

এখন এই প্রায় নিরাময় অযোগ্য একটা সমস্যা নিয়ে গোটা ডেমোক্রেটিক পার্টি, তাদের ডোনাররা, তাদের সহযোগী শুভাকাঙ্খীরা গলদঘর্ম হচ্ছেন। ডিবেটে কেউ জেতে, কেউ হারে। আবার কখনও দু'দলই ঘোষণা দেয় তারা জিতেছে। এই ডিবেটে মানুষের মনে যা হয়েছে, তা হলো হতাশা। এখন সবার দৃষ্টি ডেমোক্রেটিক কনভেশনের দিকে। প্রার্থী কি পরিবর্তন হবে? হলে কবে হবে? কে হবে? সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। যা খুবই দুঃখজনক, এবং উদ্বেগজনক একটি পরিস্থিতি। যা আমেরিকার ইতিহাসে এর আগে কখনোই ঘটে নি।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্য

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে
আমাদের ক্লায়েন্টদের
জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন
ডলার আদায়
করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের
জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

তিস্তা প্রকল্পের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশকেই

ঢাকা অফিস

ইয়াও ওয়েন

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, তিস্তা বাংলাদেশের নদী এবং এখানে যে প্রকল্পই নেওয়া হোক না কেন সে বিষয়ে বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নেবে।

তিনি বলেন, 'তিস্তা নদী বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। তাই এটি আপনার নদী। তিস্তা নদী নিয়ে যে প্রকল্পই হোক না কেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের। সেই সিদ্ধান্তকে আমাদের সবার সম্মান করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে 'ডিসিএবি টক' অনুষ্ঠানে চীনা রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকে সামনে রেখে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ এ আলোচনার আয়োজন করে।

এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে চীন তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তারা এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

ভারত ও চীন যৌথভাবে তিস্তা প্রকল্পে কাজ করতে পারবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'চীন প্রস্তুত কিন্তু বাংলাদেশকেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' তিনি প্রকল্পটি নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে কোনো উত্তেজনা থাকার কথা অস্বীকার করেন।

বাইডেনকে পিছু না হটার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে হেরে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে নিজ দলের কাছেই এখন সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন মুল্লুকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এমনকি ৮১ বছর বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠ এ নেতাকে সরিয়ে অন্য কাউকে প্রার্থী করা যায় কি না, তা নিয়েও দলের ভেতরে চলছে আলোচনা। তবে রাজনীতির এমন টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাইডেন অবশ্য তার পরিবারকে ঠিকই পাশে পেয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরিবার চায়, বাইডেন যেন শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী লড়াইয়ে থাকেন। একইসঙ্গে তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ বিতর্কে খেই হারানোর জন্য বাইডেন নন বরং তার উপদেষ্টারাই দায়ী।

৩০ জুন রোববার ক্যাম্প ডেভিডে অনুষ্ঠিত এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাইডেনের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেন তার পরিবারের সদস্যরা। সদ্য হয়ে যাওয়া প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটের পর থেকেই এমন প্রশ্ন জেগেছে তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এসময় পরিবারের ওই অনুষ্ঠানে তার স্ত্রী, সন্তান ও তার নাতিরা উপস্থিত ছিলেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিবৃতি দিয়ে জানা যায়, তার পরিবারের সদস্যরা আগামী চার বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে বাইডেনের সক্ষমতার বিষয়ে এখনও পুরোপুরি আস্থাশীল।

এমনকি প্রথম বিতর্কে কীভাবে নাস্তানাবুদ হয়েছেন এ ডেমোক্র্যাট নেতা, সে বিষয়েও জানেন পরিবারের সদস্যরা। তা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস ট্রাম্পকে হারানোর জন্য এ মুহূর্তে বাইডেনই সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

বার্তা সংস্থা এপি'র খবরে বলা হয়েছে, নির্বাচনের মাঠে চাপ সামলে শেষ পর্যন্ত বাইডেনকে লড়াইয়ে টিকে থাকার বিষয়ে সবচেয়ে জোরালো সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন তার স্ত্রী জিল ও পুত্র হান্টার। অবশ্য প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠরা আরও দাবি করেন, বিতর্কের জন্য বাইডেনকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করেননি উপদেষ্টারা।

গত সপ্তাহে বিতর্কের সময় ট্রাম্পের ঝাঁঝালো আক্রমণের বিরুদ্ধে কর্কশ ও কম্পিত কণ্ঠে কথা বলতে শোনা যায় মার্কিন এ প্রেসিডেন্টকে। কিছু কিছু সময় পুরো বাক্যও শেষ করতে পারেননি তিনি। বিপরীতে ট্রাম্পের ধারাবাহিক মিথ্যা দাবির কাছে বাইডেনকে দেখা যায় বেশ অপ্রস্তুত। এসময় ট্রাম্প বলেন, ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনিই জিতেছিলেন। কিন্তু সেই ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া বা এমন দাবির বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ করতে পারেননি বয়োবৃদ্ধ বাইডেন।

বিকল্পহীনতার গ্যাঁড়াকলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রেষ্ঠ মনে করা, তথ্যহীন অসত্য প্রচারে বেপরোয়াত্বের কারণে বিরক্ত আমেরিকার বিপুল সংখ্যক লোকজন। রাজনীতির আলাপে এদের চোখে-মুখে এখন চরম হতাশা। কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে এসব ভোটারদেরও বলতে শুনা যায়, আই ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস !

যুক্তরাষ্ট্রের গত নির্বাচনে আমেরিকান মুসলমানরা বেশ জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। মিশিগানের মতো সুইং স্টেট বা অন্য যেসব রাজ্যে সামান্য ভোটে ট্রাম্প হেরেছিলেন, সেসব ক্ষেত্রে এ আমেরিকান মুসলমান ভোট পড়েছিল জো বাইডেনের বাক্সে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মুসলমানদের বৈরিতা স্পষ্ট। সেই ২০১৬ সাল থেকে মুসলমানদের ইমিগ্রেশন নিয়ে যেসব কথা বলেছেন, সরাসরি বা ইঙ্গিতে মুসলমানদের নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থান ও বক্তব্য একই। আসছে নির্বাচনে আমেরিকার মুসলমানরা কোন পক্ষে যাবে? ইসরাইল আর হামাসের লড়াইয়ে রক্তাক্ত গাজা নিয়ে আমেরিকান মুসলমানরা বাইডেন প্রশাসনের উপর চরম অসন্তোষ। ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরাইলের হামলা বন্ধে প্রেসিডেন্ট বাইডেন কিছু তো করেনই নি। উপরন্তু ইসরাইলের পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণা করেছেন, হামলার জন্য ব্যবহারের অস্ত্র পাঠিয়েছেন। এ নিয়ে আমেরিকার মুসলমানরা এখনো বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করছেন। আমেরিকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে জোরালো আন্দোলন এখনো চলমান। এমন বাস্তবতায় মুসলিম আমেরিকানদের অবস্থান প্রকাশ্যেই জো বাইডেনের বিপক্ষে। তাহলে তারা কি ভোট দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে? জিজ্ঞেস করা হলে মুসলিম আমেরিকানদের একটাই উত্তর, উই ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস!

ভোট কেন্দ্রে না যাওয়া বা ভোট প্রদান না করাও কোন চয়েস হতে পারে না। এ ভোটের মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে আমেরিকার আগামী দিনের সমাজ, অর্থনীতি। কাজকর্ম থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য , শিক্ষা , বাসস্থানের মতো মৌলিক বিষয়ে আমেরিকার চলমান নীতিমালার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এমন আবশ্যকীয় সময়ে দাঁড়িয়ে নাগরিক হিসেবে কেউ ঘরে বসে থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজের মতামতটাই অদেয় থেকে যাবে। গণতন্ত্রের মৌল ভাবাদর্শে কোন পক্ষে ভোট প্রদান না করাও একটা কৌশল হয়ে দাঁড়ায় অনেক সময়। যদিও এবারে যে পক্ষের ভোটার ভোট দানে বিরত থাকবেন, ফলাফল হবে অন্যপক্ষের লাভের। ফলে এবারের গুরুত্বপূর্ণ এ নির্বাচনে ভোট প্রদানে বিরত থাকাও কোনো বিকল্প হতে পারে না। যারা ভোট প্রদানে অনীহ , তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলেও একই উত্তর, ' উই ডোন্ট হ্যাভ এ চয়েস ! '

যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্নীতিতে এমন অচলায়তনের সৃষ্টি আর কখনো হয়নি। গত সপ্তাহের বিতর্কের পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে প্রার্থীতা থেকে সরে যাওয়া নিয়ে কথা উঠেছে। আমেরিকার রাজনৈতিক কাঠামোতে বিষয়টি প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। সমস্ত দেশ জুড়ে নতুন প্রার্থীর নির্বাচনি প্লাটফর্ম গড়ে তোলার এখন আর সময় নেই। নির্বাচনে প্রার্থিতার জন্য এখানে নির্বাচন কমিশনে আগে থেকেই ফাইল করতে হয়। রাজ্য ও ফেডারেল নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কঠোর আইনের কাঠামোতে পরিচালিত এখানকার প্রতিটি নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে এখন ডেমোক্র্যাট দল ইচ্ছে করলেই প্রার্থী পরিবর্তন করতে পারবে না। জো বাইডেন সরে দাঁড়ালে বিকল্প হিসেবেও কে আসতে পারেন? ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে আমেরিকার লোকজন গ্রহণ করেনি। তিনি না সমর্থন পেয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গদের, না পেয়েছেন ভারতীয়দের। আমেরিকার সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে অজনপ্রিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি শুধু প্রেসিডেন্ট বাইডেনের একান্ত বিশ্বস্ত সহকারী হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

বিকল্পহীন এমন ত্রাহি বাস্তবতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে নজিরবিহীন আর কী ঘটতে পারে তা দেখার অপেক্ষায় শুধু আমেরিকান নয়, সারা বিশ্বের মানুষ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাতে আরেকদফা আমেরিকা কেমন হবে , এ নিয়েও কথা চলমান রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে।

ভারতকে ট্রানজিট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হচ্ছে? বরং আমরা রাস্তার ভাড়া পাচ্ছি। সুবিধা পাচ্ছে দেশের মানুষ। আমরা কিছু অর্থ উপার্জন করছি।'

গতকাল বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া নিয়ে আপত্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'আসামের রুমালীগড় হয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে পার্বতীপুরে ডিপোতে তেল আসছে। সেটা নাটোর পর্যন্ত আনব। ক্ষতিটা কী হয়েছে? বরং আমরা তেলটা সস্তায় কিনতে পারছি।'

বাংলাদেশ কেন বিচ্ছিন্ন থাকবে—এমন প্রশ্ন রেখে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভুটান থেকে মিয়ানমার হয়ে থাইল্যান্ড পর্যন্ত একটি রাস্তা যাচ্ছে। সেই রাস্তাটা যাচ্ছে বাংলাদেশকে বাইপাস করে। বিশ্বব্যাপী রোড হচ্ছে, সেটা থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ। কেন বিচ্ছিন্ন থাকব? ভারত চাচ্ছিল এ রাস্তাটা ভুটান থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারত ও মিয়ানমার হয়ে থাইল্যান্ডে যাবে। এটা হলে আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে কত সুবিধা হতো! সেটাও খালেদা জিয়া নাকচ করে দিয়েছিল। আমরা চারদিকে বন্ধ হয়ে থাকব। এই হলো তাদের (বিএনপির) অবস্থা।'

বাংলাদেশকে ট্রান্স এশিয়া রেলওয়ে ও হাইওয়েতে যুক্ত হতে হবে বলেও এ সময় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সরকারপ্রধান বলেন, 'আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। আজকে পৃথিবীটা হচ্ছে গ্লোবাল ভিলেজ। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগের দরজা বন্ধ করে থাকা যায় না। কী সর্বনাশ করেছে দেশের; মিয়ানমারের গ্যাসক্ষেত্রে ভারত, চীন, জাপানের বিনিয়োগ ছিল, ওই গ্যাসটা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারত নিয়ে যাবে, নিয়ে যাওয়ার সময় আমরা একটা ভাগ নেব। এটা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্যাসের কোনো অভাব হতো না। খালেদা জিয়া সেটা হতে দেয়নি। সেই গ্যাস নিয়ে গেছে চীন। আর কোনো দেশ তো নিতে পারছে না। অথচ আমরা সেটা থেকে পেতাম। আমি সরকারে আসার পর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না।'

জিয়া-এরশাদ-খালেদা দেশ বিক্রি করেছে

প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়ে বিভিন্ন মহলের সমালোচনা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি, কিছু লোক আমার ভারত সফর নিয়ে নানা রকম কথা তুলেছে। ১৯৮১ সালে ছয় বছর পরে দেশে ফিরে আসার পর তখন এই একই কথা শুনতে হয়েছে (ভারতের কাছে দেশ বিক্রি)। এখন জানি না, এখন কেন সেই ভাঙা রেকর্ড বাজাতে শুরু করল।'

২০০১ সালে ক্ষমতায় আসতে না পারার কারণ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা গ্যাস বিক্রি করতে চাইনি বলে ভোট বেশি পেলেও ২০০১ সালে সিট বেশি পাইনি। এ জন্য সরকার গঠন করতে পারলাম না। কারণ, আমি গ্যাস বিক্রি করতে চাইনি। তো বিক্রিটা করে কে দেশকে? করে গেছে তো খালেদা জিয়া, করেছে এরশাদ সাহেব। করেছে জিয়াউর রহমান।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরেই গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের হাতে ফিরেছে। জনগণ আমাদের ভোট দিচ্ছে, আমরা জয়ী হচ্ছি। অত্যাচার-নির্যাতনের কথা শুনি। আমাদের কোন নেতা-কর্মী বাকি ছিল নির্যাতনের হাত থেকে জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে?'

কোটাবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংসদ সন্তান কমান্ডসহ আরও কয়েকটি সংগঠন।

কোটা পুনর্বহাল না হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। এমন প্রেক্ষাপটে সরকারি চাকরিতে কোটাপদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকবে কি না, এ বিষয়ে আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

কোটা বাতিলসহ চার দাবিতে গতকাল বুধবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থান নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীরা। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে জড়ো হন তাঁরা। সেখান থেকে মিছিল করে শাহবাগে এসে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের অবস্থানের ফলে ভোগান্তিতে পড়ে হাজারো মানুষ।

শাহবাগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'আমাদের আন্দোলন সকল প্রকার অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে। আগামীকাল (আজ) হাইকোর্টের রায় রয়েছে; আমাদের আশা থাকবে, এ রায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে যাবে।'

এদিকে গতকাল দুপুরে ক্যাম্পাস থেকে মিছিল করে তাঁতীবাজার মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে গুলিস্তান এবং বাবুবাজার সেতু থেকে তাঁতীবাজার মোড় পর্যন্ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জসিম উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'দাবি না মানা পর্যন্ত আমাদের লাগাতার রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি চলবে।'

রাজধানীর বাইরেও চট্টগ্রাম, বরিশাল ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে অবস্থান ও অবরোধ করেছেন। গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর ১ নম্বর গেট এলাকার চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মহাসড়ক অবরোধ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ৭ কিলোমিটারের বেশি যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধে ক্ষোভ জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান বলেন, 'মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাহলে আমাদের সঙ্গে কেন বৈষম্য করা হচ্ছে?'

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে মানববন্ধন শেষে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় অনেক শিক্ষার্থীকে কাফনের কাপড় পরে উপস্থিত হতে দেখা গেছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, 'আন্দোলনের মুখে সরকার যেখানে কোটাপদ্ধতি বাতিল করেছিল, হাইকোর্ট কেন সেই কোটাকে আবার পুনর্বহাল করলেন, আমরা জানি না।'

কোটা বাতিলের দাবিতে গতকাল দুপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শেষে জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। এ সময় মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেন প্রায় ১ ঘণ্টা আটকা থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইরান মিয়া বলেন, কোটাপদ্ধতি চাকরিতে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

মহুয়া কমিউটার ট্রেনের সুপারভাইজার সারোয়ার হোসেন জানান, শিক্ষার্থীরা লাল কাপড় টাঙিয়ে ট্রেন থামাতে বাধ্য করেন। ময়মনসিংহ রেলওয়ের উপরিদর্শক দীপক পাল বলেন, শিক্ষার্থীরা আন্দোলন তুলে নিলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ট্রেন আটকে থাকায় সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে।

অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালসহ ৭ দাবিতে 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহাল আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলনে নেমেছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চসহ বেশ কয়েকটি সংগঠন। বেলা ৩টায় রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে সমাবেশ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেছে তারা।

সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রাশিদ শাহরিয়ার উদয় বলেন, 'সরকারের কাছে দাবি, অবিলম্বে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুনর্বহালের রায় দ্রুত কার্যকর করে নতুন পরিপত্র জারিসহ সাত দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্মরা দেশব্যাপী কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হবে।'

কোটা পুনর্বহালের দাবিতে গতকাল দুপুরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেছে 'মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম'। এ সময় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম রাবি শাখার সহসভাপতি হাবিবুর রহমান বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা যাতে ভালো পোস্টে প্রবেশ না করতে পারে এবং জামায়াতসংশ্লিষ্টরা সেই জায়গায় প্রবেশ করতে পারে, সুকৌশলে তারই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

কোটা বাতিল ও পুনর্বহালের দাবিতে মুখোমুখি এমন অবস্থানের মধ্যে আজ সরকারি চাকরিতে কোটাপদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় বহাল থাকবে কি না, এ বিষয়ে আপিল বিভাগ চূড়ান্ত শুনানি করবেন। এর আগে গত ৫ জুন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটাপদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। ২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগে বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি তুলে দিয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে পরিপত্র জারি করা হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে উচ্ছ্বসিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও গণতন্ত্রের জয় বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

১ জুলাই সোমবার রায় ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেন, 'এই রায় আমাদের সংবিধান এবং গণতন্ত্রের জন্য বিশাল এক জয়। একজন আমেরিকান হিসেবে আমি গর্বিত।'

২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি, পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ঘুষ প্রদান, কর ফাঁকি এবং রাষ্ট্রের গোপন নথি সরানোর অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে বেশ কয়েকটি মামলা চলছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। এছাড়া কর ফাঁকি, সম্পদের তথ্য গোপন ও ২০১৫ সালের নির্বাচনের আগে পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ প্রদানের ঘটনায় নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের জেলা আদালতে ইতোমধ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ৩৪টি অভিযোগ আনা হয়েছে। সেসব অভিযোগের বিচারকাজও চলছে।

সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের নেতৃত্বে ৬ জন বিচারপতির একটি বেঞ্চ যে রায় ঘোষণা করেছেন—তাতে বলা হয়েছে দেশের প্রেসিডেন্টের পদে থাকা অবস্থায় যেসব দাপ্তরিক অপরাধমূলক পদক্ষেপ ট্রাম্প নিয়েছেন, সেসবের ক্ষেত্রে দায়মুক্তি ভোগ করবেন তিনি।

তবে প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে যেসব অপতৎপরতায় সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে, সেসবের জন্য বিচারের মুখোমুখী হতে হবে ট্রাম্পকে। এক্ষেত্রে কোনো সুবিধা তিনি পাবেন না।

এ রায়ের ফলে ২০২০ সালের নির্বাচনের ফলাফল উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্টতা, ক্যাপিটল হিলে হামলার উসকানি দেওয়া এবং রাষ্ট্রের গোপন তথ্য সরানোর অভিযোগ সংক্রান্ত যেসব মামলার বিচারকাজ বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চলমান রয়েছে, সেসব এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফের নিম্ন আদালতে চলে যাবে।

এতে এসব মামলার বিচার প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে পড়বে এবং তা রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হবে ট্রাম্পের জন্য। কারণ আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বচন হবে। সেই নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাম্প। যদি নির্বাচনের আগেই এসব মামলার রায় ঘোষিত হতো, তাহলে তা নির্বাচনে ট্রাম্পের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতো।

সুপ্রিম কোর্টের যে ৬ সদস্যের বেঞ্চ রায় ঘোষনা করেছেন, তাদের মধ্যে ৩ জন রায়ে সমর্থন জানানো থেকে বিরত ছিলেন। এই তিনজনের মধ্যে অন্যতম বিচারপতি সোনিয়া সোটোমেয়র এএফপিকে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট পদে থাকার কারণে কোনো ব্যক্তি অপরাধ থেকে দায়মুক্তি পাচ্ছেন— এমনটা এই দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনও ঘটেনি। আমার মনে হয়েছে—এই রায় দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপন্থি। তাই আমি এতে সমর্থন জানাইনি।'

প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসসহ বর্তমানে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে যেসব বিচারপতি রয়েছেন, তাদের অর্ধেকই নিয়োগ পেয়েছিলেন ট্রাম্পের আমলে। জন রবার্টসকেও প্রধান বিচারপতি করেছিল ট্রাম্প প্রশাসনই।

নিউইয়র্কের যে আদালতে ট্রাম্পের ৩৪টি অভিযোগের বিচার চলছে, সেসব অভিযোগের রায় আগামী ১১ জুলাই ঘোষণা করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা কোটা স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে

সংসদে জিএম কাদের

বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় তথা বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এ কথা বলেন জিএম কাদের।

জিএম কাদের

ঢাকা অফিস

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধী দলীয় নেতা গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের বলেছেন, 'আমার ব্যক্তিগত মত হলো, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের চাকরির জন্য বড় অংশের কোটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্বাধীনতার চেতনার নামে স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য— বৈষম্যহীন ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গঠন— এই মূল উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করে।'

বুধবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদের তৃতীয় তথা বাজেট অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে এসব কথা বলেন জিএম কাদের।

জিএম কাদের বলেন, 'আগে নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ কোটা ছিল। ৪৪ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে হতো। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে দাবি ছিল ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল কার হোক। মেধাভিত্তিক সমাজ হচ্ছে না। মেধাকে দাম দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা দাম দেব। কিন্তু তাঁদের বংশপরম্পরায় তাঁদের নাতি-নাতনিসহ সবাইকে দিতে হবে— বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রদের মধ্যে দ্বিমত আছে। তাঁরা এর সঙ্গে একমত হতে পারছে না।'

আন্দোলনের মুখে ২০১৮ সালে কোটা বাতিলের বিষয়টি উল্লেখ করে বিরোধী দলীয় নেতা বলেন, 'এটা দাবি ছিল না। দাবি ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল, বাকিগুলো থাকবে। হঠাৎ করে ২০২১ সালে করা মামলার রায়ে বলা হয়েছে, কোটা আগের মতো থাকবে। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে আবার সমস্যা সামনে আসছে।'

জিএম কাদের বলেন, 'সংবিধানে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্যের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে বলা আছে, নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জন্মস্থানের কারণে কাউকে প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োগে অযোগ্য হবেন না। সরকারকে অথোরিটি দেওয়া হয়েছে, নাগরিকদের অনগ্রসর অংশের জন্য, অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন সে জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা যাবে। অনগ্রসর যারা নৃগোষ্ঠীকে দিতে পারি, সংখ্যালঘুকে দিতে পারি।'

জিএম কাদের বলেন, 'কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্ম যারা থাকবেন, তাঁরা সবাই অনগ্রসর, এটা আমি মানতে রাজি না। সংবিধানকে যদি মানতে হয়, তাহলে মানতে হবে, অনগ্রসর যারা নন, মুক্তিযোদ্ধা সবাই অনগ্রসর বা এ রকম পিছিয়ে পড়া অবস্থানে নেই। কাজেই তার বিষয়টি ওইভাবে দেখাটা সংবিধানসম্মত নয়।'

জিএম কাদের বলেন, 'আমাদের প্রথমে দরকার মেধা। দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। সামনের বিশ্ব আমাদের সেন্টিমেন্টের ওপর থাকবে না। আমাদের কমপিটিশন করতে হবে। সেখানে মেধাকে প্রাধান্য না দিলে তাহলে প্রতিযোগিতা করব কিসের বেসিসে।'

সর্বজনীন পেনশন স্কিম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে জিএম কাদের বলেন, 'আগে যেটা সর্বজনীন পেনশন স্কিম দেওয়া হয়েছিল সেটাতে খুব একটা সাড়া আসেনি যেকোনো কারণেই হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা বেশির ভাগ সরকারের সমর্থক। সরকারের কাছের লোক। তাঁরা মানতে চাইছেন না। অনেকে মনে করছেন সুযোগ-সুবিধা আগের চেয়ে কম। অনেকে এটাও মনে করছেন না। তারপরও মানছেন না।'

তিনি বলেন, 'বললে খারাপ শুনায় সেটা হলো মানুষের আস্থাহীনতা হচ্ছে যে, সরকার যেটা কমিটি করছে, আল্টিমেটলি সেটা দিতে পারবে কি না, দেবে কি না, মানুষ পাবে কি না। এটা বড় ধরনের একটা আস্থাহীনতা।'

'শ্রম অধিকার' সম্পর্কে জানানো বাধ্যতামূলক করলো নিউইয়র্ক

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কে কর্মীদের 'শ্রম অধিকার' সম্পর্কে জানানো বাধ্যতামূলক করেছে ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ। একাধিক ভাষায় জুলাই থেকে এই বিধান জারি করেছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

স্থানীয় এক অধ্যদেশের আওতায় জুলাই থেকে চাকুরিতে নিয়োগকর্তাদের জন্য এই বিধান করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় ভোক্তা ও কর্মী সুরক্ষা বিভাগ।

'কর্মে আপনার অধিকার জানুন' স্থানীয় আইনে বলা হয়, নিয়োগকর্তাদের এখন থেকে কর্মীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাদের সেসব বিষয়ে জানাতে আইনগত বাধ্য।

আর এই আইন বাস্তবায়নে ১ জুলাই থেকে প্রতিটি কর্মচারীকে তার অধিকার সংক্রান্ত একটি কপি প্রদান করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে।

সেইসাথে নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে বহুভাষিক 'কর্মে আপনার অধিকার জানুন' পোস্টার পোস্ট করতে হবে। লক্ষ্য করতে হবে কর্মীরা যাতে সহজেই এটি দেখতে পান। এছাড়া শ্রমিকদের সুবিধার জন্য অনলাইনে এই ছড়িয়ে দিতে হবে।

নিউইয়র্কে শ্রমিকদের কিছু অধিকার

নিউইয়র্কে শ্রমিকদের প্রধান অধিকারগুলোর মধ্যে একটি হলো- শ্রমিকরা তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে চাইলে নিয়োগকর্তারা কোন নেতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না।

অন্যান্য অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে-নির্দিষ্ট সময়, অসুস্থ দিনগুলোর সাথে একটি ন্যায্য মজুরির সুরক্ষা, নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ইভেন্টের জন্য প্রতি বছর দুই ব্যবসায়িক দিন পর্যন্ত অস্থায়ী সময়সূচি পরিবর্তনের অধিকার এবং অন্যদের মধ্যে অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার অধিকার।

এছাড়া ফাস্ট ফুড প্রতিষ্ঠান, খুচরা নিরাপত্তা এবং ইউটিলিটি, ডেলিভারি কর্মী, স্বাধীন ঠিকাদার এবং মুদি দোকানের কর্মচারীদের জন্য স্পেসিফিকেশন যোগ করা হয়েছে।

কর্মীদের যদি কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকে, তাহলে ৩১১ নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে পারবেন বলেও কর্মী সুরক্ষা আইনে উল্লেখ করা হয়।

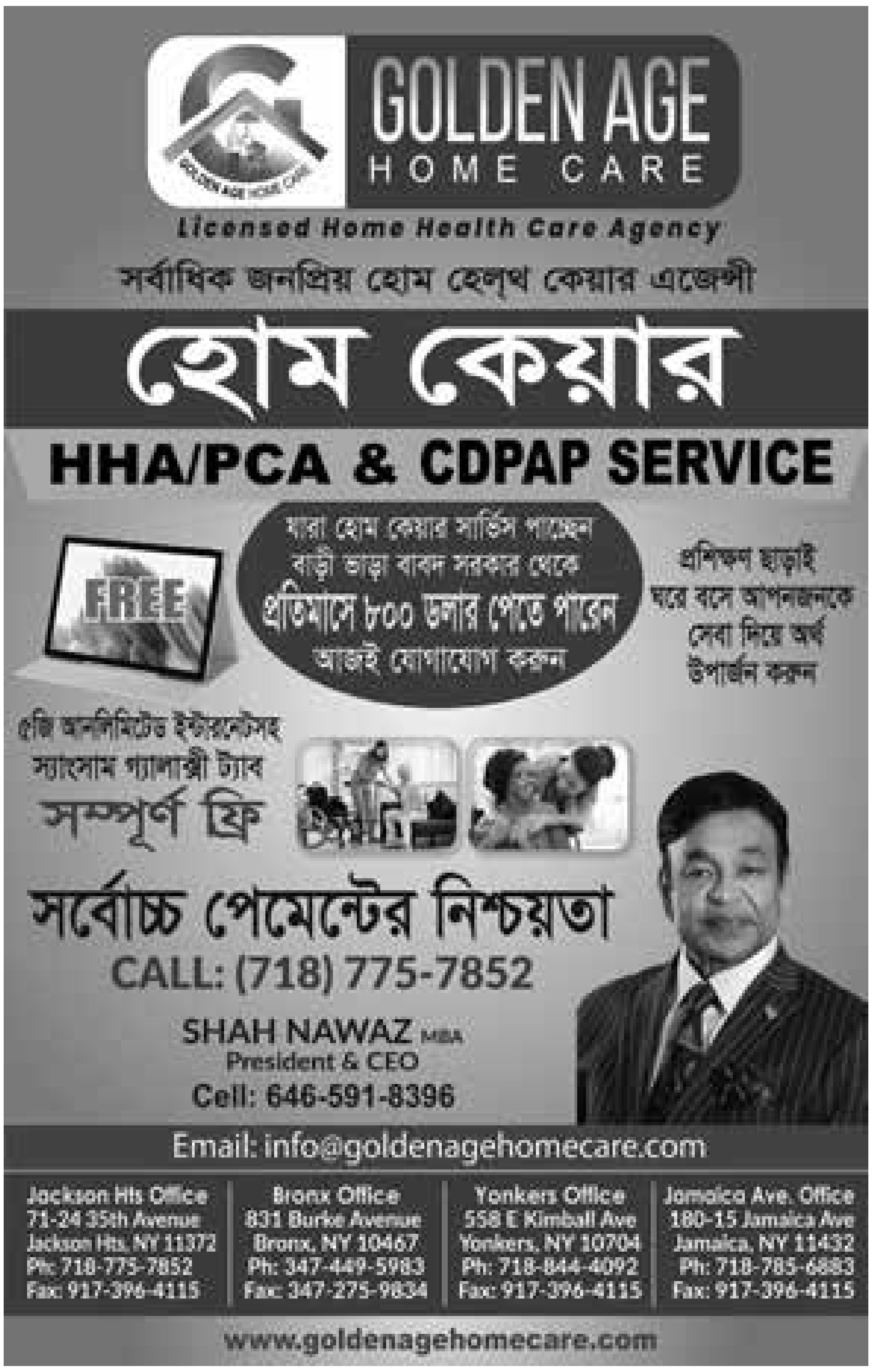

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণে উৎসর্গ বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করুন এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!

ব্রুকস এলাকায় দুই ফ্যামেলী বাড়ি বিক্রয় করা হবে।

লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরেগা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :
আলি: 917-442-8648

যুক্তরাষ্ট্রের ৫ নেতা অন্তর্ভূক্ত বিএনপির কেন্দ্রীয় ফোরামে

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের আরও ৫ নেতাকে বিএনপির কেন্দ্রীয় ফোরামে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী কর্তৃক ২৪ জুন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

বিএনপির চেয়ারপার্সনের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটিতে চেয়ারপার্সনের বিশেষ সহকারির দায়িত্বপ্রাপ্ত এই কর্মকর্তারা হলেন- নিউইয়র্কের গোলাম ফারুক শাহীন, ওয়াশিংটন ডিসির হাফিজ খান সোহায়েল, পেনসিলভেনিয়ার এ এস এম জি শাহ ফরিদ, ক্যালিফোর্নিয়ার বদরুল ইসলাম শিপলু এবং জর্জিয়ার নাহিদ খান। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাহিদখানের জন্য এটি হচ্ছে দ্বিতীয় দায়িত্ব।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা হিসেবে বেবী নাজনীনকে নিয়োগ করা হয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বেবী নাজনীনের এটি হচ্ছে দ্বিতীয় দায়িত্ব। তারও আগে কেন্দ্রীয় নিবাহী কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল লতিফ সম্রাট, অন্যতম সহ-সভাপতি গিয়াস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মিজানুর রহমান ভূইয়া মিল্টন।

বিশ্বব্যাংক থেকে ৯০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ পেল বাংলাদেশ

ঢাকা অফিস

জলবায়ু সহিষ্ণু ও টেকসই প্রবৃদ্ধি, শহরাঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক খাতে নীতিমালা জোরালো করতে বিশ্বব্যাংক থেকে দুই প্রকল্পে ৯০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকদের বোর্ড ২১ জুন শুক্রবার এ ঋণের অনুমোদন দেয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।

মির্জা আজমের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাবেক নেতা-কর্মীরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম এমপি'র যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কে এক সমাবেশ আয়োজন করেছে। ব্রঙ্কসের আল আকসা পার্টি সেন্টারে ১ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী যোগ দেন।

সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য দেন যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি মিসবাহ আহমেদ এবং সঞ্চালনা করেন বিলুপ্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আলম ও যুবলীগ নেতা শেখ জামাল হুসেন। অন্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহিম বাদশা, মহিউদ্দিন দেওয়ান, হাজী এনাম, রেজাউল করিম, এমএ করিম জাহাঙ্গির, শেখ আতিক, শাহাদাত হোসেন, নাজমুল হক, জিল্লুর রহমান, সাইদুর রহমান শেলী, নুরুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, হেলিম উদ্দিন প্রমুখ।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন, ৫৪ বছরের বাংলাদেশের ৩০ বছরের অধিক সময় ছিল জামাত-বিএনপি-স্বৈরাচারের সরকার। বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে একাত্তরের রাজাকারদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করার জন্যে তারেক রহমান লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন। দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক

> মির্জা আজম বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানদের বলেছিলেন যে, উন্নয়ন করতে হলে বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে ফলো করুন।

সম্পাদক মির্জা আজম বলেন, গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। টানা চার মেয়াদে শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে লাখ লাখ কিলোমিটার পাকা রাস্তা ও ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১০-১৫ বছর আগে ছনের ঘরে থাকা মানুষগুলো এখন আধুনিক ঘরে বসবাস করছেন।

মির্জা আজম আরও বলেন, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানদের বলেছিলেন যে, উন্নয়ন করতে হলে বাংলাদেশের শেখ হাসিনাকে ফলো করুন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বগুণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে।

নেতা-কর্মীদের দাবির প্রেক্ষিতে মির্জা আজম দ্রুত যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নতুন কমিটি গঠন করার জন্য যুবলীগ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানোর আশ্বাস দেন। সভায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগেরও নতুন কমিটির দাবি জানানো হয়।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES
সরকারি জব — ১. পোস্টাল জব, ২. সিটি জব, ৩.সিভিল সার্ভিস জব, ৪.ইউ.এস.এ জব, ৫.এম.টি.এ জব, ৬. আই.টি ইঞ্জিনিয়ার
বেসরকারি জব — ১.কাস্টমার সার্ভিস, ২.অফিস অ্যাডমিন, ৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব, ৪. ডেলিভারি জব, ৫. রেস্টুরেন্ট জব, ৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব
এপ্লিকেশন প্রসেসিং — ১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন, ২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ, ৩.পাসপোর্ট কারেকশন, ৪. ফুড স্ট্যাম্প, ৫.NYC হাউজিং/এফোর্ডএবল, ৬. মেইক রেজুমি/কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)—(শনিবার—বৃহস্পতিবার)———(স:১০টা -বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন.এজেন্ট ———রবিবার ———(বি: ২টা -বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট ———মঙ্গলবার ———(দু:১২টা -বি: ২টা)
৪ ।বেসিক কম্পিউটার ———শনিবার———(বি:৩ টা —বি: ৫টা
৫।৬ঘন্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)———(স: ১০টা -বি: ৬টা)
৬।ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(বোস্টন/ফ্লোরিডা/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।
POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘণ্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর ,উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য "জব হেল্প" সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়. ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সেপ্ট/ডিক্লাইন , ব্যাক-গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।
Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে জোট

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক শহরের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে একটি নতুন জোট গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত এই জোট শহরের পরিচ্ছন্নতা, আইন-শৃঙ্খলা দেখাশোনা করবে।

২ জুলাই মঙ্গলবার নিউইয়র্ক শহরের কর্মকর্তারা মিডটাউন কমিউনিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোয়ালিশন নামের এই জোটের কার্যক্রম শুরু করেন। এটি একটি মাল্টি এজেন্সি জোট। যার লক্ষ্য ম্যানহাটনের কেন্দ্রস্থলে একটি পরিষ্কার ও নিরাপদ ব্যবসায়িক জোন তৈরি করা।

জানা যায়, জোটটি ৩৪ ও ৪৫ তম রাস্তার মধ্যে অবস্থিত সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অ্যাভিনিউতে নিয়োজিত থাকবে। এসব জায়গায় জোটের পক্ষ থেকে নিয়মিত হাঁটার জন্য দল মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি জোটের নিয়োজিত সদস্যরা ক্ষতিকর পদার্থের অপব্যবহার, চুরিসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের দিকে নজর রাখবে। নিউইয়র্কবাসীদের জীবন, সম্পদ ও পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য মেয়র এরিক অ্যাডামস এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কারণ পর্যটকদের ডলার গুরুত্বপূর্ণ।

একজন পর্যটক জানান, প্রথম দিন আমি একজন গৃহহীনকে অনুসরণ করেছিলাম। সে আমাকে খারাপ কথা বলেছিল। আমাকে বলা হয়েছিল যে আপনি অবশ্যই তাদের দিকে মনোযোগ দেবেন না। এটি আমার কাছে এক ধরণের ভীতিকর ছিল।

এদিকে টাইমস স্কয়ারে গত বছরের তুলনায় এ বছর অপরাধের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু অপরাধের বর্তমান যে পরিসংখ্যান রয়েছে তা পর্যটনকে উৎসাহিত করে না। যদিও পর্যটকদের অভিজ্ঞতা অনেকটাই আলাদা হয়।

মেয়র অ্যাডামস বলেন, আপনি শুধু কাউকে তুলে নিতে পারবেন না। কারণ তারা মাথা নাড়াচ্ছে, তারা মাদকে অভ্যস্ত। আপনি তাদের গ্রেপ্তারও করতে পারবেন না।

মেয়র আরও বলেন, আমি টাইমস স্কোয়ার পরিষ্কার করার জন্য বেশ কয়েকটি এজেন্সি ও নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সদস্য পেয়েছি। কিন্তু এলাকার ব্যবসাগুলি যেমন বলবে, তারা তেমন কাজ করবে।

> জোটটি ৩৪ ও ৪৫ তম রাস্তার মধ্যে অবস্থিত সপ্তম, অষ্টম এবং নবম অ্যাভিনিউতে নিয়োজিত থাকবে। এসব জায়গায় নিয়মিত হাঁটার জন্য দল মোতায়েন করা হবে।

গার্মেন্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যালায়েন্সের কেভিন ম্যাকগিন বলেন, ওপেন এয়ার ড্রাগ ব্যবহার কাউকে সাহায্য করছে না। আমাদের এই এলাকায় ৫৭ টি হোটেল আছে। এখানে বছরে ৩ মিলিয়নেরও বেশি পর্যটক আসে। আমরা হোটেলগুলো থেকে অভিযোগ পেয়েছি যে লোকেরা রাস্তায় হাঁটলে ভয় পায়। তারা পাশে সূঁচ বিছিয়ে থাকা লোকদের দেখে।

ম্যাকগিন আরও বলেন, মেয়র গত কয়েক মাসে এই পরিস্থিতির অগ্রগতি করেছেন। কাছাকাছি বিকশিত হট স্পটগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। মেয়র একটি মৌলিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতি থেকে এটা শুরু করেছেন।

ম্যাকগিন জোর দিয়ে বলেন, এটি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। এটি অবশ্যই নিরাপদ হতে হবে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এলাকায় যে কেউ উপযুক্ত নিয়ম অনুসরণ করছে।

‘বাংলাদেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সন্তোষজনক’

ঢাকা অফিস

তাজুল ইসলাম

এশিয়ার যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত ‘ডেঙ্গুসহ মশকবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি’র ২০২৪ সালের দ্বিতীয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন দেশে মশাবাহিত এ রোগীর সংখ্যার তথ্য তুলে ধরেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, ‘২০২৪ সালে বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। যদিও আমরা চাই, ডেঙ্গু পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকুক। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু প্রত্যাশা করি না। কিন্তু পরিসংখ্যান বিবেচনায় আমরা এখনো ভালো অবস্থায় আছি।’

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ‘ভারত, বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতির সর্বশেষ তথ্যচিত্র যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে দেখা যায়, ২ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৩ হাজার ৭৫১ জন, এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের। অন্যদিকে ভারতে চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১৯ হাজার ৪৪৭ জন, শ্রীলঙ্কায় তা ২৩ হাজার ৯৩১ জন, মালয়েশিয়ায় তা ৫০ হাজার ৬৫০ জন এবং ইন্দোনেশিয়ায় তা ৮৮ হাজার ৫৯৩ জন। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশেও গত ২৭ জুন পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৬২ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে। থাইল্যান্ডে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৩ হাজার।’

তিনি বলেন, ‘বিগত বছরগুলোর চেয়ে এ বছর ঢাকা শহরের মানুষকে অধিক সচেতন করতে পেরেছি। জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সিটি করপোরেশন থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত সকলে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বের সাশ্রয়ী ১০০ শহরের মধ্যে নিউইয়র্কের অবস্থান ৭৭

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

চলতি বছরের বিশ্বের সবচেয়ে সাশ্রয়ী শহরের তালিকা প্রকাশ করেছে ‘ডেমোগ্রাফিয়া ইন্টারন্যাশনাল হাউজিং অ্যাফরডেবিলিটি’। এতে সেরা দশটি শহরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহর স্থান করে নিয়েছে। তবে নিউইয়র্ক রাজ্যের কোন শহরই তালিকার শুরুর দিকে জায়গা পায়নি।

চ্যাপম্যান ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর ডেমোগ্রাফিকস অ্যান্ড পলিসি এবং ফ্রন্টিয়ার সেন্টার ফর পাবলিক পলিসির যৌথভাবে এই তালিকা প্রণয়ন করেছে। প্রতিষ্ঠান দুইটি আটটি দেশের ৯৪টি নগরীর ওপর জরিপ চালিয়েছে।

আটটি দেশ হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চীন, আয়ারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর।

তালিকা প্রণয়নে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান দুইটি গড় বাড়ির মূল্যকে গড় পারিবারিক আয় দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত প্রাইস-টু-ইনকামকে ভিত্তি ধরেছে।

সাশ্রয়ের দিক থেকে অবশ্য পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গের কাছে সবচেয়ে সাশ্রয়ী নগরীর মুকুটটি হারিয়েছে। পিটসবার্গই হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সাশ্রয়ী নগরী। তালিকার পঞ্চম স্থানে আছে বাফেলো সিটি। যার বর্তমান লিস্টিং প্রাইস হচ্ছে ২ লাখ ১৫ হাজার ডলার।

এদিকে নিউইয়র্ক রাজ্যের কোনো শহরই সবচেযে সাশ্রয়ী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়নি। যে ৯৪টি নগরীকে জরিপের আওতায় আনা হয়েছে, তার মধ্যে সাশ্রয়ের দিক থেকে নিউইয়র্কের অবস্থান ৭৭। যদিও ক্যালিফোর্নিয়ার তিনটি নগরী (সান জোসে, লস অ্যাঞ্জেলস, সান ফ্রানসিসকো ও সান ডিয়েগো) অবস্থান আরও তলানিতে।

অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে অসাশ্রয়ী নগরী হলো হংকং। তারপর রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাড়ি নির্মাণের দামের কারণেই মধ্যবিত্ত লোকদের বসবাসের ব্যয় সবচেয়ে বেশি বাড়ছে।

তাদের মতে, অনেক বছর ধরে সাধারণভাবে আয়ের সাথে তাল মিলিয়ে বাড়ির দাম বাড়ছিল। ফলে বাড়ির মালিক হওয়ার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাড়ির দাম আয় প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে স্বচ্ছন্দ বিলীন হয়ে গেছে।

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা স্বপন তালুকদারের সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রঙ্কসের প্রিয়মুখ, সুন্দরবন গ্রোসারীর স্বত্বাধিকারী স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা স্বপন তালুকদারকে ফুলেল সংবর্ধনা দিয়েছে তার বন্ধুমহল । ১ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় খলিল বিরিয়ানী হাউসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, আগামী তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার আংশিক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ । এই কমিটিতে ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্হাপনা বিষয়ক সম্পাদক পদে দ্বায়িত্ব পেয়েছেন ব্রঙ্কসের প্রিয়মুখ স্বপন তালুকদার ।

অনুষ্ঠানে স্বপনের বন্ধু বান্ধব ছাড়াও সংগঠনের সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান উপস্হিত ছিলেন।

জ্যাকসন হাইটসের মেরিট কাবাবে আগুন

ক্ষতিগ্রস্ত মুক্তধারা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। ২৬ জুন বুধবার রাতে ডাইভারসিটি প্লাজার কাছে ৭৪ স্ট্রীটে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশী মালিকানাধীন মেরিট কাবাব থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছিল বলে জানা গেছে। পরে তা আশপাশের দোকানপাটে ছড়িয়ে পড়ে । অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ টি গাড়ি উপস্থিত হয়ে দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অগ্নিকাণ্ডের সময় প্রচন্ড বাতাস থাকায় আগুন দ্রুত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। তবে কী কারণে আগুন সেটা ঠিক জানানো হয়নি।

এদিকে অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনায় মুক্তধারা নিউইয়র্কের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহা বলেছেন, সেদিন রাত ১১টার দিকে দোকান বন্ধ করে চলে যাবার পর এক বন্ধুর মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা জানতে পারেন তিনি। এরপর ছুটে এসে দেখেন আগুনের লেলিহান শিখা উড়ছে। চারিদিকে অন্ধকার। ফায়ার সার্ভিসের নিয়োজিত কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টায় ছিল বলে সেভেন ট্রেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। চারপাশে ব্যারিকেড দেয়া হয়। আর এ কারণে মুক্তধারায় যেতে পারেননি তিনি।

বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ দমকল বাহিনীর অনুমতি নিয়ে দোকানে গেলেও তীব্র ধোঁয়া আর পানির কারণে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি জানা যায়নি। এসময়, ফায়ার সার্ভিস ধোঁয়া বের করার জন্য মুক্তধারার জানালা কেটে ফেলে। গেল ৩০ বছরের ছাপানো দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য সব বই নষ্ট হয়ে গেছে। এটা বড় ধরনের ক্ষতি। টাকার অঙ্কে কত লোকসান হলো সেটি বলতে পারবো না এখনও। তবে এতটুকু বলতে পারি সারা আমেরিকায় মুক্তধারা একটি প্রতিষ্ঠান যারা কিনা বাংলা সাহিত্য, বাংলা বই নিয়ে কাজ করে। বাংলাদেশ-পশ্চিম বাংলার অনেক দুর্লভ বই ছিল।

চার বছর আগেও মেরিট কাবাবে আগুনের ঘটনা ঘটে।

তিস্তার পানি দিতে মমতাকে রাজি করাতে হবে

বললেন ওবায়দুল কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির রাজ্য সরকার রাজি না থাকায় তিস্তা পানি চুক্তি করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, মমতাকে রাজি করাতে হবে।

সোমবার বিকেলে তেজগাঁও জেলা আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্লাটিনাম জয়ন্তী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, তিস্তা পানির জন্য মূল সমস্যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জির সরকার। যখন শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা চলছিল, তখনই গর্জে উঠেছিলেন মমতা। তিনি বলেছিলেন, এই পানি আমরা দেব না। কোনো দিনও বাংলাদেশকে পানি দেব না, এটা আমরা দিতে পারি না।

ওবায়দুল কাদের আরও বলেন, মমতাকে রাজি করাতে হবে। তিনি এত দিন না বলে আসছেন। তাঁকে হ্যাঁ করাতে হবে। না হলে ভারতের সংবিধান এটি এলাও করে না। তাদের রাজ্যকে বাদ দিয়ে ভারত সরকারের এই চুক্তি করার সুযোগ নেই।

বিভ্রান্তি না ছড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের উদ্দেশে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, এবার কিন্তু ভারতের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয়নি। মির্জা ফখরুল, সমঝোতা স্মারক আর চুক্তি কি এক? পড়াশোনা করেন না? ডিপ্লোমেসির ভাষা জানেন না?

বিএনপির সমালোচনা করে এ সময় কাদের আরও বলেন, মির্জা ফখরুলের মনে অশান্তির আগুন। গতকাল রাতে লন্ডন থেকে ফরমান এসেছে। অমুক আউট, অমুক ইন। এখন ইন-আউট চলছে বিএনপিতে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এখন অবিশ্বাস। বিএনপিতে একজন আরেকজনকে বলে সরকারের এজেন্ট। আন্দোলন তাহলে কারা করবে? বিএনপির কর্মসূচি ভুয়া।

সাগর–রুনি হত্যার তদন্ত শেষ না হওয়া ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে উপহাস

হাইকোর্টের মন্তব্য

ঢাকা অফিস

দীর্ঘ ১২ বছরেও সাংবাদিক দম্পতি সাগর–রুনি হত্যার তদন্ত শেষ না হওয়ায় এটি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে উপহাস বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট। আসামিদের কনডেম সেলে রাখার বিধান চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিটের পূর্ণাঙ্গ রায়ে এমন পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মো. বজলুর রহমানের বেঞ্চ।

গত ১৩ মে দেওয়া ওই রায়ের ৬৫ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি আজ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। হাইকোর্ট রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেন, '১২ বছরেও সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ করতে না পারা আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমাগত উপহাস। সে কারণে এটি এখনো বিচারের আলো দেখতে পারেনি। এটি বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।'

রায়ে বলা হয়, 'আমাদের দেশে হত্যার বিচার হতে কখনো কখনো ২০ বছরের বেশি সময় লাগে। এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে যদি কোনো রাজনৈতিক রং দেওয়া হয়, তাহলে এর চেয়েও বেশি সময় লাগতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার এফআইআর দায়ের করা যায়নি ২১ বছরের বেশি সময় ধরে।'

রায়ে হাইকোর্ট কারাগারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে কনডেম সেল থেকে বন্দীদের সাধারণ কারাগারে স্থানান্তরের জন্য শিগগির ব্যবস্থা নেওয়ার এবং দুই বছরের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন।

এর আগে তিন আসামির করা রিটের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত হওয়ার আগেই আসামিদের কনডেম সেলে রাখা যাবে না বলে গত ১৩ মে রায় দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড চূড়ান্ত হওয়ার আগেই নির্জন কারাগারে দীর্ঘদিন রাখা ডাবল সাজা। এটি সংবিধান ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অনুমোদন করে না। তাই বর্তমানে কনডেম সেলে থাকা আসামিদের দুই বছরের মধ্যে সাধারণ কয়েদিদের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু যাদের সংক্রামক বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা আছে তাঁদের ব্যতীত। তবে এদেরকে বিশেষভাবে পৃথক রাখতে হলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের জামিন আবেদন হাইকোর্ট বিভাগকে অন্য আবেদনের মতো বিবেচনা করতে বলা হয়েছে রায়ে।

ব্যারিস্টার সুমনকে হত্যার হুমকি, থানায় জিডি

ঢাকা অফিস

হত্যার হুমকি পেয়ে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন হবিগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক (সুমন)। শনিবার (২৯ জুন) রাতে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তিনি।

জিডিতে ব্যারিস্টার সুমন উল্লেখ করেন, 'গত ২৭ জুন ঢাকায় অবস্থানকালে রাত আনুমানিক ২টার সময় আমার নির্বাচনী এলাকার চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার সরকারী মোবাইল থেকে আমার হোয়াটসঅ্যাপে ফোন করে জানান যে, 'আপনাকে হত্যার জন্য অজ্ঞাতনামা একটি শক্তিশালী মহল গত তিন দিন আগে ৪-৫ জনের একটি টিম নিয়ে মাঠে নেমেছে। আপনি রাতে বাইরে বের হবেন না এবং সাবধানে থাকবেন।'

জিডির কপিটি তাঁর ভ্যারিফাইড ফেসবুকের এক স্ট্যাটাসে লিখেন, 'ভয়টা মৃত্যুর নয়, ভয়টা আমার এলাকার মানুষের জন্য! কি হবে যদি বেঁচে না থাকি।'

নিউইয়র্কে বৃষ্টিতেও জমে উঠে শেরপুর জেলা সমিতির বনভোজন

ইমা এলিস

৩০ জুন রোববার সকাল থেকেই ছুটোছুটি শুরু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে প্রবাসী শেরপুরবাসীদের। নিজ জেলার ঐতিহ্যবাহী বনভোজন বলে কথা। কেমন হবে আর কত মানুষ হবে এমন হিসাব মেলাতেই শনিবার রাত পার করেছেন বনভোজন উদযাপন কমিটি। কর্মীরা খুবই কর্মঠ। বনভোজনের সবই ঠিক ছিল কিন্তু পড়ন্ত বিকেলে এলো এক পশলা বৃষ্টি। কখনো থামে আবার বারে। এতে মন ভেঙ্গে যায় কর্মীদের। কিন্তু কেউই হাল ছাড়লেন না। বৃষ্টি থেকে শরীর বাঁচাতে সবাই ছুতে গেলেন ছোট্ট প্যাভিলয়নে। অনেকেই আশ্রয় নিলেন নিজ নিজ গাড়িতে। ৩০/৪০ মিনিট পর থেমে গেলো মুষলধারার বৃষ্টি। আবার হই হই করে সবাই ছুটে গেলো মাঠে। শুরু হলো বন্ধ খেলাধুলা। সে কী আনন্দ।

রোববার (৩০ জুন) নিউ ইয়র্কস্থ প্রবাসী শেরপুর জেলা সমিতি আয়োজিত বনভোজনে শতশত প্রবাসী শেরপুরবাসীসহ তাদের শুভাকাংখী ও বিভিন্ন জেলার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরাও অংশ নেন। দুপুর ১২টার দিকে বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন ঘোষনা করেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও শেরপুরের কৃতিসন্তান সাংবাদিক মো: আবুল কাশেম।

নিউ ইয়র্কের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌর্দয়ের সজ্জিত এফডিআর স্টেট পার্কে দিনব্যাপী উক্ত বনভোজনে ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র‍্যাফেল ড্র। বৈরি আবহাওয়ার ফলে আশানুরুপ মানুষ উপস্থিতি না হলেও আনন্দের কোন ঘাটতি দেখা যায়নি বনভোজনে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বেঙ্গল হোম কেয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এইচ এম জামিল বলেন, শেরপুরবাসীর আমন্ত্রণ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আপানাদের আনন্দঘন মূহূর্তে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বৈরি আবহাওয়ায় আপনাদের মত আমিও মর্মাহত কারণ সবাইকে সাথে নিয়েই আনন্দ ভাগাভাগি করার যে বাসনা নিয়ে এসেছিলাম তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হলো না। আগামী বছর নিশ্চয় সেটা পুষিয়ে নেবো।

তিনি বলেন, যেহেতু আমরা হোম কেয়ারের ব্যবসায় সম্পৃক্ত সেহেতু সবার আমন্ত্রণেই ছুটে যেতে হয়। আপনাদের ঘরে বয়স্ক ব্যক্তি থাকলে তাদের যত্ন সেবার দায়িত্ব আমরা নেবো। প্রয়োজন হলে সরাসরি যোগাযোগ করবেন কোন তৃতীয় পক্ষ বা ভায়া নিয়ে কাজ করবেন না।

প্রধান উপদেষ্টা সাংবাদিক মো: আবুল কাশেম বলেন, বৈরি আবহাওয়ায় কারও হাত নেই। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা থাকবে বনভোজনে আগত অতিথিদের সেবা ও আপ্যায়নে যেন কোন ত্রুটি না ঘটে। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে এই একটি মাত্র দিনেই আমরা একত্রিত হয়ে থাকি, আনন্দ করে থাকি। আজকে আবহাওয়ার কারণে আনন্দ না হয় একটু কমই হলো, তাতে কি, বেঁচে থাকলে আগামী বছর আনন্দ হবে।

তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে শেরপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরার তাগিদে আমরা শুধু বনভোজনেই করে থাকি তা নয়। দেশীয় সকল সংস্কৃতির সাথে আমরা সংযুক্ত থাকারও চেষ্টা করি। আর এ জন্য শেরপুর জেলার ইতিহাস প্রচার ও উন্নয়নের জন্যও প্রবাসী শেরপুরবাসীকে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহবান জানান তিনি।

Alpha-i
CHORKI
SVF
USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
For Updates :
Follow
Bioskope Films
Facebook Page
@bioskopefilms
MIMI CHAKRABORTY
MEGASTAR
SHAKIB KHAN
NABILA
TOOFAN
THE FILM BY RAIHAN RAFI
তুফান
মহাসমারোহে ২য় সপ্তাহে
QUEENS, NY
KEW GARDEN CINEMAS
8105 LEFFERTS BLVD., QUEENS, NY-11415.
THU JULY 4 @ 1:00 PM, 4:15 PM & 7:30 PM
FRI JULY 5 @ 1:30 PM, 5:00 PM & 8:30 PM
SAT JULY 6 @ 1:30 PM, 5:00 PM & 8:30 PM
SUN JULY 7 @ 1:30 PM, 4:30 PM & 8:00 PM
MON JULY 8 @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
TUE JULY 9 @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
WED JULY 10 @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
THU JULY 11 @ 1:30 PM, 4:45 PM & 8:00 PM
ADVANCE TICKETS ON SALE
Tickets on Theater Website and Box Office

২৭ শিল্পী ও কলা-কুশলী পেলেন ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড

ইমা এলিস

নিউ ইয়র্কে দেশ ও প্রবাসের শিল্পী ও কলা-কুশলীসহ ২৭ জনের ভাগ্যে জুটেছে এবারের ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস। স্থানীয় সময় ৩০ জুন রোববার রাতে কুইন্সের জ্যামাইকার অ্যামাজুরা'র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২২তম আসরে নিউ ইয়র্কের শো টাইম মিউজিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর খান আলম শিল্পী ও কলা-কুশলীসহ ২৭ জনের ভাগ্যবানের নাম ঘোষনা করেন। বাংলাদেশি কণ্ঠশিল্পী অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসের উদীয়মান শিল্পী, কলা-কুশলী ও ব্যবসায়ী পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরুস্কার।

বাবু জামান ও কণ্ঠশিল্পী জিনাত জাহান মুন্নির যৌথ সঞ্চালনায় এবারে নিউ ইয়র্ক তথা বহির্বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয় বিনোদমূলক অনুষ্ঠান ঢালিউড মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস যারা পেয়েছেন তারা হলেন-সেরা গায়ক (পুরুষ) তাহসান, সেরা গায়িকা (মহিলা) আতিয়া আনিশা, শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা নজরুল

ইসলাম, সেরা টিভি অভিনেত্রী মেহজাবিন চৌধুরী, ওটিটি ওয়েব সিরিজ-দ্য সাইলেন্সের তাসনিয়া ফারিন, ওটিটি ওয়েব ফিল্ম নিকোশের তানজিন তিশা, বিশেষ পুরস্কার দর্শনা বণিক,সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী (জনপ্রিয়) মন্দিরা চক্রবর্তী, সেরা টিভি অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী. বিশেষ পুরস্কার জায়েদ খান, লোকসঙ্গীত গায়িকা বিন্দু কণা, সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেতা শাকিব খান (প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী তমা মির্জা (সুরঙ্গ), সেরা পরিচালক রায়হান রাফি (সুরঙ্গ), সেরা পরিচালক হিমেল আশরাফ (প্রিয়তমা), সেরা সঙ্গীত পরিচালক ও গীতিকার কবির বকুল, প্রবাসের উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নিপা জামান, রানো নওয়াজ ও অনিক রাজ, ইয়ং স্টার ইউটিউবার প্রিসিলা, সেরা নারী উদ্যোক্তা অনুভা শাহীন হোসেন, সেরা উদ্যোক্তা শাহ নেওয়াজ (সিইও, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ার), উদ্যোক্তা রুহিন হোসেন (সিইও, রিভারটেল), উদ্যোক্তা নাসির সবুজ (সিইও, এসএনএস হোম লোন), আহমদ শরীফ (আজীবন সম্মাননা) ও তরিকুল ইসলাম মিতু (যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী অভিনেতা)। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে চলে নাচ, গান ও কৌতুক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পুরুস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীরা এবং নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।

শো টাইম মিউজিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর খান আলম জানান, একটানা ২২ বছর ধরে একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করা সহজ কাজ নয়। তবুও সকল চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমরা তা করতে পেরেছি। শুধুমাত্র একটি বর্ষসেরা অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রস্তুতির জন্য একবছর ধরে টিম ওয়ার্ক করতে হয়। শো টাইম মিউজিকের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ঢালিউডের ২২তম আসর আশানুরুপভাবে সাফল্য করতে সক্ষম হয়েছি।

যুদ্ধে বাস্তুচ্যুত গাজার ৯০ শতাংশ মানুষ: জাতিসংঘ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গত বছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত গাজা উপত্যকার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ অন্তত একবারের জন্য হলেও বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সংস্থা এ তথ্য জানিয়েছে।

জাতিসংঘের মানবিক কার্যক্রমবিষয়ক সমন্বয় দপ্তরের (ওসিএইচএ) ফিলিস্তিন অঞ্চলের প্রধান আন্দ্রেয়া ডি ডোমিনিকো গতকাল বুধবার বলেন, গাজার প্রায় ১৯ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ডোমিনিকো সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের অনুমান, অক্টোবরের পর থেকে দুর্ভাগ্যবশত গাজা উপত্যকার প্রতি ১০ জন বাসিন্দার ৯ জনই অন্তত একবারের জন্য বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কেউ কেউ ১০ বার পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।'

বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে জাতিসংঘের ওই কর্মকর্তা বলেন, 'ধারণা করা হচ্ছিল, আগে গাজায় বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৭ লাখ। পরে আমরা রাফায় (গাজার দক্ষিণের শহর) আক্রমণ হতে দেখেছি। সেখান থেকে আরও মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এরপর উত্তরাঞ্চলেও হামলা হয়েছে। এ অঞ্চল থেকেও মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।'

ইসরায়েলের হামলা বারবারই গাজার লোকজনকে তাঁদের বাসস্থান বদলাতে বাধ্য করেছে বলে উল্লেখ করেন ডোমিনিকো। তিনি আরও বলেন, গাজায় বাস্তুচ্যুত হওয়া ১৯ লাখ মানুষের বাইরেও অনেকে আছেন, যাঁরা নানা ধরনের ভয়-আতঙ্ক ও দুর্দশার মধ্যে কাটাচ্ছেন। প্রতিদিনই তাঁরা স্বপ্ন ও আশাহীন হয়ে পড়ছেন।

ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানের মুখে গাজা উপত্যকা কার্যত দুই ভাগে (অবরুদ্ধ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল) ভাগ হয়ে গেছে।

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ন ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দরকার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
842 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS

বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care

HALAL FOOD حلال HALAL FOOD

Munmun Hosina Bari
Chairman
Bari Supermarket

WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি

ria Money Transfer

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

- নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।
- আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।
- হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
- বেনিফিসিয়ারীরা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড সিক পেয়ে থাকেন
- আমরা মেডিকেইড/ চ্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য ব্যবস্থা করে থাকি।

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI BARI · BARI

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

Jackson Heights Office:	Jamaica Office:	Bronx Office:	Buffalo Office
37-16 73rd St, 4th Fl. Suite 401 Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-898-7100	169-06 Hillside Ave. 2nd Fl. Jamaica, NY 11432 Tel: 718-291-4163	2113 Starling Ave. 2nd Fl, Suite 201 Bronx, NY 10462 Tel: 718-319-1000	077 Sycamore St 2nd Floor, Buffalo, NY 14212 Tel: 347-272-3973
Long Island Office: 469 Donald Blvd. Holbrook, NY 11741 Tel: 631-428-1901	**Ozone Park Office:** 33 101 Ave. Brooklyn, NY 11208 Tel: 718-942-5554	**Brooklyn Office:** 509 Mcdonald Ave. Brooklyn, NY 11218 Tel: 347-240-6566 Cell: 347-777-7200	**Buffalo Office:** 59 Walden Ave. Buffalo, NY 14211 Tel: 716-891-9000 716-400-8711

Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504
Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 05 - 11, 2024) | Promo Code : PSP80
Breakstone's UNSALTED BUTTER
$50 PURCHASE
1 BREAKSTONE'S BUTTER (8 OZ) FREE
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $2.49/LB ZABIHA HALAL REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $13.99/EA 20 LB JUBILEE WHEAT FLOUR
SALE $14.99/EA 3 KG ROHU
SALE $3.99/LB 1 KG KORAL
SALE 2/$4.99 250 GM CROWN FARMS BAILA GURA
SALE $4.99/LB POA LOOSE
SALE $15.99/EA 5 LTR MAIZO CORN OIL
SALE $10.99/EA 1 KG RED LAVEL TEA LOOSE
SALE 3/$5.00 SHAHI DALPURI / ALU PURI
SALE 3/$5.00 300 GM SHAHI KOCHUR LOTI
SALE 2/$5.00 300 GM CROWN SEEM BICHI
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372.......... 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.
ADI'S The Halal Supermarket
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (July 05 - 11, 2024) | Promo Code : PSP38
EVERY $100 PURCHASE ONE BIRYANI FREE
WE ACCEPT EBT & OTC
SALE $3.49/LB PRECUT ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE $2.49/LB ZABIHA HALAL REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE 89¢/LB MINIMUM PURCHASE OF 10 LB NO CLEAN NO CUT ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG
SALE $4.99/EA 500 GM BAILA LOOSE
SALE $19.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE $18.99/EA 4 KG ROHU
SALE $24.99/EA 4 KG MRIGAL
SALE $10.99/EA 16/20-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $3.99/EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARM CHAPILA BLOCK
SALE $3.99/EA 500 GM HAOR BRAND ROHU BLOCK
SALE $4.99/EA 500 GM CK BRAND MENI BLOCK
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $28.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $9.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $10.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE 2/$5.99 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE 2/$13.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 2/$4.00 180 G LEXUS BISCUIT
SALE 2/$5.00 ONE DOZEN MEDIUM BROWN EGGS
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

PG HOME CARE INC.
PRESENTS
INTERNATIONAL
FOLK FESTIVAL 2024
NEW YORK, USA
14TH JULY 2024.
Jackson Heights, Diversity Plaza, New York ,USA
INAUGURATE
Dr. Provat Das and Sabita Das
U.S.A
HASAN BKAR
NEPAL
SANGITA THAPA
U.S.A
MICHELLE DELLAFAVE
BANGLADESH
BAUL SHAFI MONDAL
AZERBAIJAN
TURKEY
TURKISH FOLK GROUP
THAILAND
SURIYA & GROUP
INDIA
SREETHULASI
U.S.A
PAPI MONA
GHANA
DEBORA DERRY
CHINA
XI WANG
EMILY
GUOSHENG
UZBEKISTAN
ENGLAND
SHAMS TIMANNA
GUYANA
RANI & MANJU
JAPAN
MAMI MARIYAMA
SOUTH AFRICA
GUGU MAKHARI
WEST AFRICA
WAZUMBIANS
Convener: Sushil Sinha
Join Convener: Sanjit Kumar Ghosh, Pronab Roy Roni
Member Secretary: Indrajit Sarkar
Overall Supervisor & Finance: Dinesh Chondra Mojumder
Chief Coordinator: Swapan Dutta, Subal Debnath, Tanvir Kaiser
Coordinators: Dr. Ruma Chowdhury, Somnath Ghimire, Dilip Thankappan, Ganesh Kirtania, Nirjhar Das, Taposh Saha, Rupak Nandi, Mohammed Mohiuddin
ORGANIZED BY BENGALI CLUB USA
SUPPORTED BY
SOUND BY
PINK NOIZE
PRODUCTIONS
MUSIC BY
MATI BAND
PROUD SPONSORS
Mahfujar Rahman
347-567-4350
RE/MAX
LuXe
AR TV
NETWORK
MEDIA PARTNER
MC MEDICAL CARE, PLLC
TAX
Please Contact : +1 347 - 282 - 8971 +1 (917) 932-7044, +1 (347) 887-3851, (347) 570- 7426, email: bclubusa@gmail.com Visit : www. bengaliclubusa.org

তুফান-তাণ্ডবে টিকিট সংকট সিনেমা হলগুলোতে

রোকেয়া দীপা

'ওই তুই কিডারে'- জনপ্রিয় অভিনেতা সালাউদ্দিন লাভলুর এই ছবির ডায়লগ যা করা হয়েছিল সাকিব খানকে। সত্যিই যেনো তাই, এত বছর পর পুরানো শাকিব খানকে যেনো কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার অভিনয়, বডি ল্যাংগুয়েজ, পোশাক সব কিছু মিলিয়ে অসাধারণ একজন সুপার স্টারকে পর্দায় দেখা যাচ্ছিল কিউ গার্ডেন ছিনেমা হলে।

শাকিব খান নিজেকে যেনো ভেঙেচুরে নতুন করে চেনাচ্ছেন দর্শকদের। 'তুফান' সিনেমার গল্পও গড়ে উঠেছে সেই ৯০ দশকের আন্ডারওয়ার্ল্ডের এক ডনকে ঘিরে। নিখুঁত অভিনয় ছিলো সাকিব খানের,ভেতরের অভিনয় সত্ত্বা বার করে আনার কৃতিত্ব ছিলো রায়হান রাফীর। 'তুফান' সিমেনায় শাকিবের অভিনয় সব কিছু ওলটপালট করে দিয়েছে। সিনেমায় তার 'লুক' ছিল অন্য মাত্রার। নায়কের এমন মেকআপ-গেটআপ আমরা ভারতের সিনেমায় দেখে অভ্যস্ত। এছাড়া

'তুফান'র প্রধান নারী চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী এক কথায় বাজিমাত করেছে। নিজেকে গর্জিয়াস ভাবে হাজির করেছে। আইটেম গানে তার 'তুফানী'তাণ্ডব দর্শক দেখেছে, সিনেমা হলে যা ছিলো আরো আকর্ষনীয়। মিমি তার অভিনয় দক্ষতা দিয়ে গল্পটিকে আরো জমিয়ে দিয়েছিল। শাকিব খানের বিপরীতে মিমি চক্রবর্তী কে ভীষণ ভালো লেগেছে।

চঞ্চল চৌধুরী সিনেমা জগতের একজন নক্ষত্র। তিনি আকরাম নামের পুলিশের কর্মকর্তার চরিত্রে ছিলেন তবে একটু ব্যতিক্রম ভাবে।তুফানকে ধরার জন্য তিনি তার মত করেই প্ল্যান বানিয়েছেন তবে সেটা মাথা দিয়ে খেলে।সিনেমাটিতে তার দুর্দান্ত অভিনয় ছিলো। কমেডি রিলিফও করেছেন। তাকে যে চরিত্র ভাবা হবে তিনি সেটাই করে দেখান।

গাজী রাকায়েত বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম একজন গুণী অভিনেতা ।তিনি ছিলেন 'তুফান' কে 'তুফান' হিসেবে পরিচিতি দেবার অন্যতম কারিগর। প্রথম দিনে সব হল হাউসফুল বাংলাদেশের দর্শকের মন জয় করে যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ জুন শুরু হয়েছে 'তুফান' সিনেমার প্রদর্শনী। নিউইয়র্কে দুটি সিনেমা হলসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি অঙ্গরাজ্যের ২২টি হলে সপ্তাহব্যাপী চলবে শাকিব খান অভিনীত সিনেমাটি। সিনেমা শুরুর প্রথম দিনেই ১০টি হল কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। আলফা-আই প্রযোজিত এবং রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পরিবেশন করছে বায়োস্কোপ ফিল্মস। নিউইয়র্কের কিউ গার্ডেন সিনেমা হলে সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রচুর দর্শক টিকিট কাটতে না পেরে ফেরত গেছেন।

বায়োস্কোপ ফিল্মসের কর্ণধার রাজ হামিদ জানান, ছয় বছর ধরে ৪৫টি সিনেমা দেখিয়েছি। প্রথম দিনেই এতো হল হাউজফুল আগে কখনো হয়নি। আশা করছি, যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি দেয়া বাংলাদেশের অতীতের সকল সিনেমার রেকর্ড 'তুফান' ভাঙবে। আমরা সব দর্শককে অনুরোধ করছি, হলে যাওয়ার আগে অনলাইনে টিকিট কাটতে। নইলে সরাসরি থিয়েটারে এলে টিকেট পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

নিউ জার্সি থেকে তুফান দেখে সায়ান সাদিক বলেছেন, শাকিব খানের ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের কোনও সিনেমা দেখা হয়নি আমার। শাকিব খান এক শ্রেণির দর্শকের কাছে ভীষণ প্রিয় আমি ওই তালিকার বাইরের একজন। আড়াইশ পার হয়েছে শাকিব খানের সিনেমা সংখ্যা। অথচ এইটা আমার প্রথম ছবি।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, যক্ষ্মাসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জামাইকা অফিস - রোগী দেখার সময়ঃ
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজোনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE: 166-41 88th Ave, Jamaica, NY 11432 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 40-37 74th Street Elmhurst, NY 11373 Tel: 917-780-4510 Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE: 97-47 77th Street, Ozone Park, NY 11416 Tel : 718-307-5796 Fax : 347-875-3911

IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WITH Best income Up to $85.000 Annually
WORK AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office: 37-18-73rd Street, Suit 301, Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office: 170-05 Hillside Ave, NY 11432 185-08, Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office: 2033 Bath Ave, Brooklyn NY 11214
Bronx Office: 2148 Starling Ave, Bronx, NY 10482
Buffalo Office: 3685 Harlem RD Cheektowaga, NY 14215
We have offices in Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, Syracuse, Westchester, Nassau & Suffolk Country
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 917-745-0949, 929-468-6102 | www.sarahcareusa.com

ভিপি মিজানকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সংবর্ধনা

এস্টোরিয়া

উত্তর আমেরিকা অফিস

মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের (ভিপি) যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ-এর উদ্যোগে ৩০ জুন রোববার সন্ধ্যায় ৩৬ এভিনিউয়ের একটি রেস্টুরেন্টে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা চৌধুরী ছালেহের সভাপতিত্বে ও সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিনের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েছ আহমেদ, সোসাইটির উপদেষ্টা সৈয়দ মামুন , কোষাধক্ষ্য এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সদস্য শামসুল ইসলাম, এনাম আহমেদ, মো. হুসেইন, লায়েক তরফদার, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সদস্য খলিলুর রহমান, মো. আবুসালাম, সৈয়দ লাবলু, শামীম চৌধুরী ,এনামুল হক ,কামরান তরফদার, মইনুল চৌধুরী, শাহান খান, সৈয়দ রুমান আহমেদ, সেলিম আহমেদ, সামসুল আলম, মো. ফারুক আহমেদ, সাইফুল আলম, কয়েছ আহমেদ, মো. পাটওয়ারীসহ প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বলেন, আপনারা দেশ ছেড়ে প্রবাসে আছেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের পরিশ্রমের অর্থ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের রিজার্ভের একটি অংশ প্রবাসীদের অবদান। কিন্তু দেশে গেলে আপনারা নানা বিড়ম্বনার শিকার হোন। এটি খুবই দু:খজনক। দেশের দূর্যোগকালীন মুহূর্তে আপনারাই সবার আগে এগিয়ে আসেন। দেশে করোনা, বন্যায় আপনাদের অবদান ছিলো অনস্বীকার্য। এসব দূর্যোগে আপনারা এগিয়ে না এলে অনেক দারিদ্র অসহায় মানুষ না খেয়ে থাকতো।

তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে প্রবাসীদের সংগঠনগুলো রয়েছে তার সবকটি অরাজনৈতিক। এসব সংগঠনের মাঝে সব দল ও মতের ঊর্ধ্বে থেকে একত্রে দেশের সকল প্রবাসীরা দেশ ও মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে সিলেট বিভাগের বন্যায় অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। অতীতের ন্যায় এবারো আপনারা এসব মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ায় সোসাইটির কার্যক্রম ফেসবুক ও গণমাধ্যমে আমি দেখি। দেশের কল্যাণসহ এদেশে বাংলাদেশী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেভাবে তুলে ধরেন তা খুবই প্রশংসনীয়। এজন্য উনাদের ধন্যবাদ জানাই। আগামীতেও সংগঠনের এ ধারাবাহিকতা থাকবে আশা রাখি।

অনুষ্ঠান শেষে মিজানুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের আনন্দমুখর বনভোজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

'সাত সমুদ্র তের নদী-বাঙালিয়ানা নিরবধি' এই শ্লোগানকে ধারণ করে এক দশক পূর্ন করেছে বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন । আমেরিকার মাটিতে বাংলাদেশী সুস্থ সংস্কৃতি প্রচার প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সংগঠনটির তাদের এই গৌরবময় পথচলাকে আনন্দময় করতে ৩০ জুন আয়োজন করে বার্ষিক বনভোজনের । ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টির গ্লেন আইলেন্ড পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত বনভোজন যেনো শত শত মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় । পুরুষ মহিলা এবং শিশু কিশোরদের বিভিন্ন আকর্ষণীয় ইভেন্টে খেলাধুলার আয়োজন ছিলো দিনব্যাপী । আয়োজকদের সুন্দর পরিকল্পনা আর নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, কানেকটিকাট, পেনসেলভেনিয়া স্টেট থেকে বিপুল পরিমাণ অতিথিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনশেষে তাদের আয়োজন ছিলো শতভাগ সফল ।

সংগঠনের সভাপতি সারওয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহ বদরুজ্জামান রুহেল ও বনভোজন উদযাপন কমিটির আহবায়ক, সংগঠনের সহ সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদের পরিচালনায় সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু ও সাবেক সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন।

দিনের শুরুতেই সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ। অতিথিদের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন বনভোজনের অন্যতম স্পন্সর, মার্কস হোম কেয়ারের পরিচালক আলমাস আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আব্দুর রহিম বাদশা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটির সালেহ উদ্দিন, বালাগন্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সহ সভাপতি সৈয়দ এনাম আহমেদ, মুলধারার রাজনীতিবিদ জুয়ায়েব চৌধুরী প্রমুখ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি আহমেদ ফয়সল , প্রচার ও গণ সংযোগ সম্পাদক, বনভোজন উদযাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী লিয়াকত আলী।

খেলাধুলা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি মাকসুদা আহমেদ, আহমেদ ফয়সল,স্কুল ও সমাজসেবা সম্পাদক সালমা সুমী, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক দুলাল রহমান। আপ্যায়ন পর্বের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কার্যকরী পরিষদ সদস্য জে মোল্লা সানী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, এমডি আলাউদ্দিন, সংগঠনের অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ রনি, ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক শাহ ইকবাল রাজু, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আশরাফ হোসেন, কার্যকরী পরিষদ সদস্য চৌধুরী মোমিত তানিম প্রমুখ। কমিউনিটির অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট রিয়েলটর মইনুল ইসলাম, কমিউনিটি এক্টিবিস্ট ময়েজ উদ্দিন লুলু, রিয়েলটর সেলিনা উদ্দিন বাফার পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী বাউল কালা মিয়া, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট কাজী ওদুদ আহমেদ,বালাগন্জ ওসমানীনগর প্রবাসী কল্যাণ সোসাইটির সভাপতি মিজানুর রহমান, সহ সভাপতি ফজির আহমেদআশরাফ ,সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব কাওসার, অর্থ সম্পাদক তৌফিক আলম, আব্দুল মতিন,

বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন আয়োজিত বনভোজন

ভারতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে নিহত বেড়ে ১২১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারতের উত্তর প্রদেশে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পদদলিত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১২১ জনে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে কমপক্ষে ১০৬ জনই নারী ও শিশু। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশের হাতরাস জেলার মুঘলাগড়ি গ্রামে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে একসঙ্গে প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। একজন ধর্মগুরু ভক্তদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎ হট্টগোল শুরু হয়। এরপর সবাই এদিক-সেদিক দৌঁড়াতে থাকেন। এ সময় পদদলিত হয়ে অন্তত ১২১ জন নিহত হন।

'সৎসঙ্গ' নামের ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কী কারণে হুড়োহুড়ি হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের শঙ্কা, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এ ঘটনার বেশ কয়েকটি ভিডিও। তাতে দেখা যায়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে অনেক মরদেহ।

ঠিক কী কারণে হট্টগোল শুরু হয়, তা এখনো জানা যায়নি। তবে, সৎসঙ্গে অংশ নেওয়া এক নারী এনডিটিভিকে বলেন, স্থানীয় এক ধর্মীয় গুরুর সম্মানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই গুরুর নাম ভোলে বাবা আকা নারায়ণ সাকার হরি। ওই নারীর দাবি, অনুষ্ঠান শেষে সবাই বের হয়ে যাওয়ার সময় পদদলনের ঘটনা ঘটে।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে এরই মধ্যে এ ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ কমান্ডার নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি বিমান হামলায় সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর এক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ নাসের। গতকাল বুধবার ইসরায়েলি হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনার জবাবে ইসরায়েলে শতাধিক রকেট হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লাহ। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, হিজবুল্লাহ নেতা মোহাম্মদ নাসের দক্ষিণ-পশ্চিম লেবানন থেকে ইসরায়েলে রকেট হামলায় নিয়োজিত একটি ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বেশ কিছু হামলা পরিচালিত হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লেবাননের দুটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের টায়ার শহরের কাছে বিমান হামলায় নিহত নাসের হিজবুল্লাহর অন্যতম জ্যেষ্ঠ কমান্ডার। ইসরায়েলি এই হামলায় নাসের ছাড়াও আরেক যোদ্ধা ও এক বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত বলেছেন, 'ইসরায়েলি বাহিনী হিজবুল্লাহকে লক্ষ্য করে দৈনন্দিন হামলা জোরদার করছে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত ইসরায়েল।' যদিও সমঝোতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গ্যালান্ত।

গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের হামলার পরপরই গাজায় আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। তখন থেকে গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েল-লেবানন সীমান্তে প্রায় প্রতিদিনই সংঘাত চলছে হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে। হিজবুল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে, ইসরায়েল গাজা আক্রমণ বন্ধ করলে তারা ইসরায়েল সীমান্তে আর হামলা চালাবে না।

শেষ হলো বাংলাদেশ সোসাইটির ভোট

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন আগামী অক্টোবরে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ৩০ জুন ছিল বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য হওয়ার শেষে সময়। ৩০ জুনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী এবং প্যানেলের মধ্যে ছিল ভোট জমা দেওয়ার একটা অলিখিত যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০ জুন বিকেল ৪টার মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির ভবনে প্রবেশ করতে হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ীই উভয় প্যানেলের প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা সোসাইটির ভবনে প্রবেশ করেন। ঠিক ৪টা সময় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ঘোষণা দিয়ে সোসাইটির দরজা বন্ধ করে দেন। যারা ভেতরে ছিলেন তারা ভোটার ফরম পূরণ করে জমা দেন।

আবার কোনো কোনো প্যানেলের পক্ষ থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ভোটার ফরম পূরণ করেন। অনেককেই দেখা গেছে, তারা যেন পরীক্ষায় নেমেছেন। ভোটার বা মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও ফোনের সুবাদে নাম, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্য নিয়ে ফর্ম জমা দেন। আবার ট্যাক্সড ম্যাসেজেরও সাহায্য নেওয়া হয়। আবার অনেকে ৪টার পরে আসে ভোট জমা দিতে পারেননি। মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই কর্মকাণ্ড।

ভোট জমা দেওয়া শেষে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া মধ্যরাতে মোট ভোটারের সংখ্যা এবং অর্থের পরিমাণ ঘোষণা করেন। এই সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সহ-সভাপতি ফারুক চৌধুরী, সহ- সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ নওশাদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কামাল ভূইয়া, ক্রীড়া সম্পাদক মাইনুল উদ্দীন মাহবুব, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সদস্য আক্তার বাবুল ও সাদি মিন্টু, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বোরহান, আতোয়ারুল আলম এবং একটি প্যানেলের প্রার্থীরা।

আব্দুর রব মিয়া সোসাইটির কার্যকরি কমিটির সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা প্রায় দুই মাস আগে ভোটার বানানোর কার্যক্রম শুরু করি। তিনি বলেন, সাধারণ সভার সময় সদস্য করা হয়েছিল ২৯০ জন। লাইফ মেম্বার ৮৫৩ জন। মোট ১ হাজার ১৪৩ জন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত (৩০ জুন) ভোটার হয়েছেন ১১ হাজার ১৮৭ ভোট। সব মিলিয়ে মোট ভোটার সংখ্যা ১৮ হাজার ৩৩০ ভোট।

দুপুর থেকেই বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে দুপুর থেকেই ভোটার জমা দেওয়ার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকর্তারা সুশৃঙ্খলভাবে ভোট জমা দেন।

পিপল আপের এজেণ্ডা বাস্তবায়নে পাশে থাকার অঙ্গীকার স্টিভ রাগারের

উত্তর আমেরিকা অফিস

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ ডেমোক্রেট প্রাইমারিতে কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী

ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নিবার্চনে নিউইয়র্কের কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। ২৯ জুন শনিবার, উডসাইডের গুলশান টেরেসে আবু জাফর মাহমুদের নেতৃত্বধীন রাজনৈতিক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস আয়োজিত সাংগঠনিক নৈশভোজে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেন নিউইয়র্ক স্টেট এর অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা। এবার ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে স্টিভেন রাগাও নির্বাচিত হয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায়।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ প্রথম বাংলাদেশি যিনি কুইন্স কাউন্টি মেম্বার পদে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী হলেন তিনি।

পিপল আপ এর ওই সাংগঠনিক নৈশভোজে কুইন্স কাউন্টির ইন্টার গর্ভমেন্টাল অ্যাফেয়ার্স ডেপুটি চিফ হারিস কে প্যারেখ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ইউনিয়ন নেতা ক্লেয়ার ভ্যালডেজ উপিস্থিত ছিলেন। এছাড়া ছিলেন বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, সম্পাদক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদ সূচনা বক্তব্যে আয়োজনটিকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের সীমানা অতিক্রমের একটি আনুষ্ঠানিক অধ্যায় উল্লেখ করে বলেন, যারা এতদিন বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অবদান রেখেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা এখন দৃপ্তস্বরে , স্বগৌরবে বলতে পারবেন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নিবার্চনে আমরাও মূলধারার নেতৃত্বে অংশীদার। তিনি জানান, কুইন্স কাউন্টি কমিটির মেম্বার পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তার জয়লাভের বিষয়টি একটা ইতিহাস ও একই সঙ্গে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা । এর কৃতিত্বের দাবিদার কমিউনিটির সকল মানুষ।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, যে কোনো যুদ্ধে আপনজন পাশে না থাকলে মনোবল থাকে না। মনোবল না থাকলে যোদ্ধার বিজয় হয় না। আর মনোবল হচ্ছে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, আমার সেই শক্তি হলো যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী ও সংগঠনের সকল কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী নিবন্ধনভুক্ত ও নিবন্ধন বহির্ভূত সকল নাগরিকের পক্ষে পিপল আপ এর ১৪ দফা এজেণ্ডা তুলে ধরেন আবু জাফর মাহমুদ। বলেন, এই এজেণ্ডা আমেরিকায় নেতৃত্ব দেয় এমন শীর্ষ দল ও ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালানো হবে। এজেণ্ডার মধ্যে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল অভিবাসীর দ্রুত নাগরিকত্ব দেয়া এবং ট্যাক্স প্রদানের আওতায় আনা। অভিবাসীদের সবার জন্য মেডিকেল ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, কম মূল্যে অল্প আয়ের মানুষদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শিশুদের খাবার, প্রসাধনীর মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি মওকুফ করা ও শিক্ষাজীবনে ফিরিয়ে নেয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের ফেডারেল ঋণ মওকুফ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া , আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা , ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সরকারী কোষাগার থেকে তহবিল সংস্থান করা , শিক্ষা ক্ষেত্রে - প্রশাসনে সর্বোর্চ্চ দেশপ্রেমের অগ্রাধিকার চর্চা নিশ্চিত করা , মুসলীম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ম্পক জোরদার করা, উবার চালক-দোকান কর্মচারীদের অধিকার আদায় , নারীদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, সুপার পাওয়ার যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি সুসংহত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া ।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রে ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নিবার্চনে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান স্টিভেন রাগা আবু জাফর মাহমুদের ১৪ দফা প্রস্তাবনাকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে তা একসাথে বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন।

ওয়ারেন সিটির একটি রেষ্টুরেন্টে সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি: পার্থ দেব

ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন মিশিগানের ডেট্রয়েটে

পার্থ সারথী দেব

উত্তর আমেরিকার বৃহত্তম বাংলাদেশী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন হচ্ছে মিশিগানের ডেট্রয়েটে। আয়োজক বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অব মিশিগান। ৩০ জুন রোববার দুপুরে ওয়ারেন সিটির একটি রেষ্টুরেন্টে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজকেরা এ সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান, এক্সিকিউটিভ জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ কবীর কিরন, আউটস্ট্যান্ডিং মেম্বার বেদারুল ইসলাম বাবলা, ট্রেজারার এস এম লতিফুর রেজা তুষারসহ ফোবানার নেতৃবৃন্দ।

ডেট্রয়েট সম্মেলনের কনভেনার হচ্ছেন কামরুল হুদা রাসেল ও মেম্বার সেক্রেটারী হচ্ছেন খালেদ হোসেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ জানান, আগামী ৩০, ৩১ আগষ্ট ও ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ফোবানার ৩৮তম সম্মেলন মিশিগানের ডেট্রয়েটে অনুষ্ঠিত হবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে বাংলা টাউনখ্যাত ডেট্রয়েটের জেইন ফিল্ডে এবং হোটেল একোমডেশান সাউথ ফিল্ডের হিলটন গার্ডেনে।

সম্মেলনে থাকবে বিশেষ সেমিনার, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভা, বিজনেস নেটওয়ার্কিং সামিট, সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান, বাউল সন্ধ্যা, ব্যান্ড শো, সিনেমা, স্লাইড শো, আর্ট এগজিবিশান, ফ্যাশন শো, ট্যালেন্ট শো, ইয়থ ফোরাম, নাটক, নৃত্য, ফটো প্রদর্শনী, লটারি, রাফেল ড্র, দেশী আড্ডা, শতাধিক স্টল যাতে থাকবে বাংলাদেশি কাপড়, খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিষ, রকমারি খাবারের দোকান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকবে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীদের গান, নৃত্য। থাকবে কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে আড্ডা কাব্য জলসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জলবায়ু বিষয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে থাকবে বিশেষ আয়োজন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি বহুবর্ণা স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কমিটি, উপকমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে এবং আরো কাজ চলমান রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান বলেন, ফোবানার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, প্রবাসে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশিদের বাংলা ও বাঙালি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া, বাংলার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরা। তিনি মিশিগানে একটি বাংলাদেশ কনস্যুলেট খোলার ব্যাপারে ফোবানার মাধ্যমে জোর দাবী জানাবেন এবং এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলে জানান।

কনভেনার কামরুল হুদা রাসেল জানান, ফোবানার মূল লক্ষ্যে হচ্ছে উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি সংস্কৃতিকে ধরে রাখা, নতুন প্রজন্মের কাছে তার প্রচার ও প্রসারে সাহায্য করা, উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারি বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগসুত্র গড়ে তোলা, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক সেতু বন্ধন তৈরী করা, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। তিনি বলেন, আসন্ন ফোবানা সম্মেলন হয়ে ওঠুক প্রবাসের মাটিতে হাজার হাজার বাংলাদশিদের এক মিলন মেলা।

মিশিগান হচ্ছে আমেরিকার মধ্যে দ্বিতীয় বাঙালি জনবহুল অঙ্গরাজ্য, এখানে প্রায় এক লক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশি বাস করেন।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কামরুল হুদা রাসেল, খালেদ হোসেন, মো: শাহাবউদ্দিন, আকিকুল হক শামীম, বদরুল হুদা নাজেল, নাসের সবুজসহ বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অব মিশিগান এর নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মিশিগানে কর্মরত বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আয়োজকেরা। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করেন আয়োজকেরা।

সংবাদ সম্মেলনে ফোবানার চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ও নির্বাহী সম্পাদক ড. রফিক খানের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্যে বেদারুল ইসলাম বাবলা বলেন, '৩৮তম ফোবানা সম্মেলন হবে আগামী অগাস্ট ৩০ থেকে সেপ্টেম্বর ১ তারিখ পর্যন্ত মিশিগানের ডেট্রয়েট শহরে।

এবার জ্যামাইকায় আঘাত হেনেছে হারিকেন বেরিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তাণ্ডব চালিয়ে এবার জ্যামাইকায় আঘাত হেনেছে হারিকেন বেরিল। শক্তিশালী এই ঝড়ে দেশটিতে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং উপড়ে গেছে গাছপালা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

ঘণ্টায় ১৩০ মাইল (২১৫ কিলোমিটার) বেগে ঝোড়ো বাতাসসহ ক্যাটাগরি-৪ মাত্রার এই হারিকেনটি জ্যামাইকার দক্ষিণ উপকূলে আঘাত হানে। এর জেরে প্রবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। দেশটিতে আগে থেকেই হারিকেন সতর্কতা কার্যকর রয়েছে। নতুন করে স্থানীয় সময় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে কর্তৃপক্ষ।

এর আগে মার্কিন জাতীয় হারিকেন সেন্টার জানিয়েছিল, বেরিল জ্যামাইকার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। নিরাপত্তা বিবেচনায় বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার আহ্বান জানানো হয়। জ্যামাইকার তথ্যমন্ত্রী ডানা মরিস ডিক্সন জানান, নিরাপত্তার জন্য ৯০০টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এই ঝড়ের আঘাতে এ পর্যন্ত অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে গ্রানাডায় ৩ জন, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইনসে ১ জন আর ভেনেজুয়েলার উত্তরাঞ্চলে ৩ জনের মত্যু খবর পাওয়া গেছে।

আটলান্টিক মহাসাগরে সৃষ্ট ক্যাটাগরি-৪ মাত্রার হারিকেনটি এর আগে সোমবার গ্রেনাডার ক্যারাইকো দ্বীপ উপকূলে আঘাত হানে। এরপর স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাইনসের ইউনিয়ন আইল্যান্ডে আঘাত হানে বেরিল। দ্বীপটির ৯০ শতাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্বের সবচেয়ে দামি শহর হংকং

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরের তকমা পেল চিনা ভূখণ্ডের 'স্বশাসিত' হংকং। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, প্রবাসী হিসাবে জীবনধারণের জন্য এক জন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি অর্থ খরচ করতে হয় ওই শহরে। আর্থিক সমীক্ষা সংস্থা মারসর প্রকাশিত 'কস্ট অব লিভিং সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৪' শীর্ষক রিপোর্টে গড় আয়, ২০০টি প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম-সহ চারটি মাপকাঠি পর্যালোচনা করে জানানো হয়েছে, ব্যয়বহুল শহরের তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর এবং ইউরোপের দেশ সুইৎজ়ারল্যান্ডের জুরিখ।

বিশ্বের ২২৬টি মহানগরীর জীবনধারণের খরচের তুলনামূলক পরিসংখ্যান তুলে ধরে ওই রিপোর্ট।

সঙ্গীতজ্ঞ মুত্তালিব বিশ্বাসকে সাহিত্য একাডেমির সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৮ জুন শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্ক'র মাসিক সাহিত্য আসরটি। আসর সঞ্চালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। এবারের আসর দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্বে সঙ্গীতজ্ঞ মুত্তালিব বিশ্বাসকে সাহিত্য একাডেমির পক্ষ হতে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল একাডেমির নিয়মিত আয়োজন, স্বরচিত পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, পাঠের জন্য বই বিতরণ ও বই আলোচনা।

মুত্তালিব বিশ্বাসকে নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কবিতাটি আবৃত্তিকার পারভীন সুলতানার আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা হয়। মুত্তালিব বিশ্বাসের পরিচিতি পাঠ করেন, কবি বেনজির শিকদার। তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান, রাহাত কাজী শিউলি, এবং তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ ও সাংবাদিক, লেখক মঞ্জুর আহমদ।

মুত্তালিব বিশ্বাস বলেন, আমার আব্বা অর্থ সম্পদে বলীয়ান না হলেও আমাকে অমূল্য কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, জীবনে অন্যের চিঠি বিনা অনুমতিতে পড়বেনা, এমনকি সে চিঠি যদি পোস্ট কার্ডেও লেখা হয়। কখনো আড়ি পেতে অন্যের কথা শুনবে না। যা তুমি নিজে অর্জন করো নি এমন ধন উপভোগের কোনো অধিকার তোমার নেই। এমন অনেক উপদেশের মধ্যে কয়েকটি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিলাম। তো, তাঁর উপদেশগুলো আমি মেনেও চলেছি, কিন্তু আজ মানতে পারলাম না। সাহিত্য একাডেমিতে এতক্ষণ ধরে আপনারা যা বলেছেন আমি এগুলো করি নি, কিন্তু চুপচাপ বসে থেকে উপভোগ করতে হলো। মা যখন তাঁর অবোধ সন্তানকে কোলে নিয়ে আমার সোনা, মাণিক বলে আদর করেন, সেই অবোধ সন্তান সোনা, মানিকের অর্থ না বুঝেও শুনতে হয়। কিন্তু মা যাকে সোনা বলছে সে সোনা নয়, এই কথা যেমন সত্য, তেমনি মা যাকে সোনা বলছে সেটির মধ্যেও কোন গরমিল নেই। নিজের অনুভূতি হতে বলছি, যত দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে সাহারা মরুভূমির সমস্ত বালুর মধ্যে আমি একটা বালুকণা মাত্র। সারমর্ম হলো, আপনাদের এই প্রেরণা, প্রশংসা আমি মাথা পেতে নিলাম।

সাহিত্য একাডেমিতে যারা আসে, পড়ে, তাদের পাঠ শুনে, লেখা পড়ে মুগ্ধ হই, আর ভাবি তারা এত শব্দ কোথায় পায়, এতো শব্দ তো আমি জানি না। আমি কেনো ওদের মতো লিখতে পারি না। সাহিত্য একাডেমি একটি শিক্ষালয়, কিন্তু এখানে কেউ কারো শিক্ষক নয়, আবার সকলে সকলের শিক্ষক।

'যদি গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এলো' গানটির কিয়দংশ খালি গলায় গেয়ে উপস্থিত সকলকে তিনি মোহিত করে তোলেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস হলো সূর্য, আমি তাঁর কাছে কুপির মতো। গত কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনেছি। গান পরিবেশনের আগে তিনি গানের বৃত্তান্ত যেভাবে তুলে ধরেন, আমি বিস্মিত হই।

মঞ্জুর আহমদ বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাসের বই আমি পড়েছি, এবং আমার পত্রিকার জন্য তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছি। তাঁর লেখার যে বিষয়টি আমার ভালো লাগে তা হলো, তাৎক্ষণিক তীব্র বিষয়টিও তিনি এমন ভাষায় লেখেন, এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যেখানে কষাঘাত আছে, সমালোচনা আছে, কিন্তু যা পড়ে তিক্ততা তৈরি হয় না, খারাপ লাগে না। আমি অশীতিপর, পেছনের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে না, ভুল হয়ে যায়।

লোকসংগীত উৎসব ১৪ জুলাই রোববার

উত্তর আমেরিকা অফিস

শেকড়হীন যেমন গাছ বাঁচেনা তেমনই লোক সংস্কৃতি ছাড়াও একটি দেশ ও জাতি বাঁচতে পারে না। জাতিগত চেতনা ও আত্মপরিচয়ের সংকট মোচন করতে আগামী ১৪ জুলাই রোববার বিশ্বের ১৫ টি দেশের খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়ে নিউইয়র্কে বেঙ্গলী ক্লাব ইউএসএ আয়োজিত দ্বিতীয় বারের মত অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে লোকসংগীত উৎসব। নিউইয়র্কের সবচেয়ে বড় বহুজাতিক লোক সংগীত ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হবে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত নিউইয়র্কের ডাইভার্সিটি প্লাজায়।

অংশ নেবেন আমেরিকা , বাংলাদেশ , নেপাল, উজবেকস্থান , আজারবাইজান , ঘানা , ঘায়েনা , তার্কি . ভারত , জাপান , চায়না , লন্ডন, থাইল্যান্ড , সাউথ আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পীরা। এ নিয়ে প্রস্তুতি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নেপালী কমিউনিটির জেপিকে ফাউন্ডেশন এর সভাপতি সোমনাথ ঘিমরে । উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক লোকসংগীত উৎসব নিউইয়র্ক ২০২৪ এর আহবায়ক সুশীল সিনহা , সদস্য সচিব ইন্দ্রজিৎ সরকার , বাঙ্গালী ক্লাব ইউএসএ এর প্রেসিডেন্ট দীনেশ চন্দ্র মজুমদার , ওয়ার্ল্ড ইয়োগা কমিটির সভাপতি দিলীপ থামকাপান , বহ্নিশিখা সংগীত একাডেমির সভাপতি সবিতা দাস , রবীন্দ্র একাডেমির সভাপতি ড. রুমা চৌধুরী সহ বিভিন্ন দেশের সংগীত শিল্পীরা ।সংগঠনের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক সুশীল সিনহা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব জানিয়েছেন।

ফ্লেভারযুক্ত ই-সিগারেট অনুমোদন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফ্লেভারযুক্ত ই-সিগারেটের অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। সংস্থাটি বলছে, ফ্লেভার বা স্বাদযুক্ত ভেপিং পণ্যের ব্যবহার প্রথাগত তামাকনির্ভর ধূমপানের ক্ষতি কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে। বার্তা সংস্থা এপির খবরে বলা হয়েছে, ভেপিং পণ্য ধূমপানের হার কমাতে সহায়তা করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এমন যুক্তি তুলে ধরেছে ভেপিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

এফডিএর এ সিদ্ধান্ত ওই যুক্তির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও জোরদার করেছে। ধূমপানজনিত ক্যান্সার, ফুসফুসের রোগ ও হৃদরোগের কারণে কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে চার লাখ ৮০ হাজার মৃত্যু ঘটে। দেশটিতে ২০০৭ সাল থেকে ই-সিগারেট বিক্রি শুরু হয়। ভেপিং ব্র্যান্ড ‘এনজয়’ থেকে চারটি মেনথল ফ্লেভারের ই-সিগারেট অনুমোদন করেছে এফডিএ।

তথ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেলসনের তথ্য অনুসারে, গত বছরে এনজয়-এর ভেপ পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের ই-সিগারেটের বাজারে ৩ শতাংশেরও কম দখল করতে পেরেছে। বরং রেনল্ডস আমেরিকান-এর মালিকানাধীন ব্র্যান্ড ভিউজ ও জুল এর দখলে রয়েছে বাজারের প্রায় ৬০ শতাংশ, এবং বাকি অংশ নিয়ন্ত্রণ করে শতাধিক ডিসপোজেবল ব্র্যান্ড।

আলট্রিয়ার বরাত দিয়ে এফডিএ জানিয়েছে, এনজয় ই-সিগারেট ধূমপায়ীদের প্রথাগত সিগারেটের ক্ষতিকারক রাসায়নিকের সংস্পর্শ কমাতে সাহায্য করেছে। এফডিএর সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ ভেপিং পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাজারে টিকে থাকার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের পণ্য অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্ররোচিত না করে ধূমপায়ীদের জন্য একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য সুবিধা দিতে পারে।

এফডিএ-র সেন্টার ফর টোবাকো প্রোডাক্ট-এর ম্যাথিউ ফ্যারেলি বলেছেন, ‘আমরা বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে গবেষণা করে দেখেছি যে, প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ীদেরকে ধূমপান পুরোপুরি বাদ দিয়ে কম ক্ষতিকারক পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত করার মাধ্যমে যে ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জন করা যায়, সে তুলনায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের ভেপ পণ্যে অভ্যস্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম।’

যদিও এফডিএর এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপক সমালোচনা করেন অভিভাবক ও তামাক-বিরোধী সংগঠনগুলো। তাঁদের মতে, এ সিদ্ধান্তের ফলে কিশোর-কিশোরীদের জন্যও মেনথল ও অন্যান্য ফ্লেভারের ভেপ পণ্যের দীর্ঘমেয়াদি অভ্যাস তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে।

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজ্যুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

3 Bed, 1 Bath, Living Dining and Kitchen. (বাসা হতে ওয়ার্কিং দূরত্বে মসজিদ, স্কুল, গ্রোসারি শপ।) ADD: 27 peace st, Buffalo. যোগাযোগ: 518 364 0930

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেষ্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

রুম ভাড়া (sub let)

South Richmond hill এ নিরিবিলি পরিবেশে ১ লা জুলাই/২০২৪ থেকে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেয়া হবে (850 $). স্বামী-স্ত্রী অগ্রগন্য! যোগাযোগ=347 653 6748

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন hmurshedmd@gmail.com
Phone 850-866-9012

সুখবর! সুখবর!!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৭ জুন বৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আটলান্টিক সিটির ২৭০৯, ফেয়ারমাউনট এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিউ জার্সি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্যাক্সি ক্যাবের বীমা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য এই জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি মো: মনিরুজামান এর পরিচালনায় সভায় ইউনাইটেড ট্যাক্সি এলায়েন্স অব নর্থ জার্সীর সহসভাপতি ভেরোনিকা সেলোনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন । এছাড়া উক্ত সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ পেট্রো,মিলেনিয়াম ইন্সুরেন্স এজেন্ট রাল্ফ, ক্রিস্টিনা, ক্যাব এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক সিটির সাবেক সভাপতি মোঃ আইয়ুব, বর্তমান সম্পাদক বেলাল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক বেলাল উদ্দিন,সহসভাপতি জহির শাহ, আহমেদ শাহরিয়ার,আলমগীর, জন খৈয়ম, মিস সেন, , মি: রানা, শেখ আমিন, মো: আলী হোসেন ফরিদ, শাহনূর নান্না সহ আরো অনেকে তাদের মুল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন।

উক্ত সভায় বক্তারা নিউ জার্সি রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ট্যাক্সি ক্যাবের বীমা সংক্রান্ত ব্যয় কমানোর জন্য জোর দাবী জানান। এছাড়া তাঁরা সংগঠনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সংগঠনের সম্মানিত সদস্যরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহনের মাধ্যমে সভা সফল করায় সংগঠনের সভাপতি মো: মনিরুজজামান সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

যৌথ অপারেশনে ২০০ নিঁখোজ শিশু উদ্ধার

ইউএস মার্শালস-ডিএইচএস

অপারেশনটি নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, মিশিগান, অ্যারিজোনা, নর্থ ক্যারোলিনা এবং ওরেগনে পরিচালিত হয়।

এইচ বি রিতা

ইউএস মার্শাল সার্ভিসের ছয় সপ্তাহের অপারেশনে সারা দেশ থেকে ২০০ বিপন্ন অপহৃত শিশু খুঁজে পাওয়া গেছে।

'অপারেশন উই উইল ফাইন ইউ-২' চলাকালীন, শিশু যৌন পাচার, অপব্যবহার, শোষণ এবং অন্যান্য অপরাধের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের খুঁজে পেতে USMS, এনওয়াইপিডি, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন, ডিপার্টমেন্ট অফ চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিসেস এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা করেছে।

অপারেশনটি ২০মে থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক, অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা, মিশিগান, নর্থ ক্যারোলিনা এবং ওরেগনে মোট সাতটি স্টেটে পরিচালিত হয়। যার ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে ১২৩জন শিশুকে নিরাপদে নেয়া হয়। DOJ জানায়, ল' ইনফোর্সমেন্ট অর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার এজেন্সির মতে, অতিরিক্ত ৭৭টি নিখোঁজ শিশুকে খুঁজে পাওয়া গেছে এবং নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সবচেয়ে ছোট শিশুটির বয়স ৫ মাস।

গতবছর নভেম্বরের ৩ তারিখে একটি মামলা আসে যেখানে নিউইয়র্কের ১৬ বছর বয়সী একটি মেয়ে মানব পাচারের আগেই নিখোঁজ হয়েছিল বলে রিপোর্ট করা হয়। এরপরে, NYPD নিখোঁজ মেয়েটিকে খুঁজে পেতে USMS-কে সাহায্য করার অনুরোধ করে। ৩জুন একটি তদন্তের পর, USMS একজন ২৭ বছর-বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল যিনি নিখোঁজ কিশোরীটির চলমান তদন্তের জন্য সন্দেহভাজন ছিলেন। অনুসন্ধানের পর, কিশোরী মেয়েটিকে সন্দেহভাজনদের বেডরুমে যৌন শোষণের প্রমাণ সহ পাওয়া যায়। কিশোরীকে এসিএস-এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

NCMEC-এর প্রেসিডেন্ট এবং সিইও মিশেল ডিলাউন বলেন, 'অপারেশন উই উইল ফান্ড ইউ-মিশনে আমরা যখন নিখোঁজ শিশুদের খুঁজে বের করতে পারি, তখন সেটিই আমাদের একত্রে কাজ করার ফলাফলের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।' প্রতিটি পরিসংখ্যানের পিছনে, এমন একটি শিশু রয়েছে যাকে ক্ষতি থেকে বেড়িয়ে নিরাপদে বেড়ে উঠতে হবে।'

নিঁখোজ শিশু কিশোর-কিশোরীদের খুঁজে পাওয়া যদিও একটি সফল জার্নি তবে অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক বি. গারল্যান্ড বলেছেন, 'নিখোঁজ শিশু, তাদের পরিবার এবং তাদের সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুভূত এই ভয়ানক পরিস্থিতি প্রকাশ করার কোন শব্দ আমার নেই।'

জাতিসংঘ পুলিশের কার্যক্রমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২৭ জুন বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘপুলিশপ্রধানদের চতুর্থ সম্মেলন (UNCOPS 2024)-এ জাতিসংঘ পুলিশের কার্যক্রমে ফলপ্রসূ অবদান রাখার বিষয়ে বাংলাদেশের অঙ্গীকার ও প্রস্তুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। "শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অভিনব কৌশল ও সম্ভাব্য সংঘাতের ক্ষেত্র" শীর্ষক সম্মেলনের প্রধান সেশনে প্রথম বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

প্রদত্ত বক্তব্যে, বর্তমান পরবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রাসঙ্গিক ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক বিশেষায়িত পুলিশিং এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম চলমান দেশসমূহের আইন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্থাসমূহের দক্ষতাবৃদ্ধির উপরও জোর প্রদান করেন তিনি। এছাড়াও তিনি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শেষান্তে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষায় নিজস্ব স্বক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের আহবান জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে মহিলা পুলিশ সদস্য প্রেরণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে নানবিধ অপপ্রচার রোধে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অবদান তুলে ধরেন। পাশাপাশি, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ণনা করে, এ ধরনের প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারের বিষয়ে জোর দেন।

এই সম্মেলন চলাকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গাম্বিয়া এর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদৌলে সানিয়াং, জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ফর পিস অপারেশন্স জ্যঁ পিয়েরে লাখোয়া, এবং আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেল ফর অপারেশনাল সাপোর্ট অতুল খারে- এর সাথে তিনটি পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। জাতিসংঘের আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলদের সাথে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়া জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বাড়ানো ও জাতিসংঘের সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির নানা ক্ষেত্র আলোচনায় উঠে আসে। এসময় উভয় আন্ডার-সেক্রেটারি-জেনারেলই শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পেশাদারিত্ব ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশ হতে আরও শান্তিরক্ষী প্রেরণের অনুরোধ জানান। গাম্বিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে গাম্বিয়ার অংশগ্রহনে বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রদান করায় ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও এই বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে ২৬-২৭ জুন ২০২৪ তারিখে দুই দিনব্যাপী জাতিসংঘ পুলিশ প্রধানদের চতুর্থ সম্মেলন (UNCOPS 2024) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত, বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক কামরুল আহসান এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য টপিক প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড বাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

আমাদের প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিয়ালসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
লাইসেন্সড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্য স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাঁচল মেরিলিনের লস এঞ্জেলসের বাড়ি

নিউজ ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে যে বাড়িতে প্রখ্যাত অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো মারা গিয়েছিলেন সেই বাড়িকে 'ঐতিহাসিক স্মারক' বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার ফলে বাড়িটিকে বর্তমান মালিকদের অবিকৃত অবস্থায় রাখতে হবে।

তখন কেরিয়ারের গতি উর্ধ্বমুখী। ৭৫ হাজার ডলার ব্যয়ে লস এঞ্জেলসে একটি বাড়ি কিনেছিলেন অভিনেত্রী মেরিলিন মনরো। তার কয়েক মাস পর এই বাড়িতেই মৃত্যু হয় তাঁর। সম্প্রতি এই বাড়ির বর্তমান মালিকরা ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন অভিনেত্রীর স্মৃতি বিজরিত এই বাড়ি। তবে অনুরাগীদের লাগাতার লড়াইয়ের জেরে ভাঙা গেল না বাড়িটি। 'ঐতিহাসিক স্মারক' ঘোষণা করা হল বাড়িটিকে। পাশাপাশি এই বাড়ির বাইরে মনরোর ২৬ ফুট উচ্চতার একটি মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হল। মূর্তির নাম দেওয়া হবে 'ফরএভার মেরিলিন'। ১৯৬২ সালের ৪ আগস্ট এই বাড়িতে প্রাণ হারান 'দ্য মিসফিটস' খ্যাত অভিনেত্রী। দীর্ঘদিন পর প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার খরচ করে বাড়িটি কেনেন বর্তমান মালিক ব্রিনাহ মিলস্টেন ও রয় ব্যাঙ্ক। কয়েকদিন আগেই তাঁরা বাড়িটি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, বছরের পর বছর ধরে বাড়িটির ক্ষয় হয়েছে। সেটি মোটেই আর ঐতিহাসিক নেই। তবে বাড়ি ভাঙার ঘোষণা হতেই তীব্র বিতর্ক দেখা যায়। বাড়িটির বর্তমান মালিক ও লস অ্যাঞ্জেলসের শহর কর্তৃপক্ষের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে বিবাদ চলছিল। শহর কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সংগঠনগুলোও মালিকে এমন পরিকল্পনার বিরোধিতা করে আসছিল। এই অবস্থায় মনরোর বসবাস করা বাড়িটি নিয়ে এক ভোটের আয়োজন করে শহর কাউন্সিল। ভোটে ১২ জন কাউন্সিলরের সবাই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে বাড়িটি সংরক্ষণের পক্ষে রায় দেন।

বিরোধিতার মুখে পড়েন মালিকরা। তারপর থেকে শুরু হয় বাড়ি বাঁচানোর লড়াই। এ অবস্থায় মে মাসে ওই ভবনের মালিক দম্পতি লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের বিরুদ্ধে 'অবৈধ এবং অসাংবিধানিক আচরণের' অভিযোগে মামলা করেন। তাঁরা পিটিশনে উল্লেখ করেন, মনরো মাত্র ছয় মাস এই বাড়িতে ছিলেন। তা-ও আবার মাঝে মাঝে এখানে থাকতেন। ১৯৬২ সালে তিনি মারা যাওয়ার পর বাড়িটি যাদের মালিকানায় ছিল, তাঁরা কোনো অনুমতি না নিয়েই বেশ কয়েকবার এটি সংস্কার করেছেন।

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে বাড়িটিকে ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার ফলে বাড়িটিকে বর্তমান মালিকদের অবিকৃত অবস্থায় রাখতে হবে।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

আটলান্টিক সিটিতে রথযাত্রার মহাযজ্ঞ

সুব্রত চৌধুরী

খিল ধরা দুপুরে সূর্য দেবতাকে মাথার ওপর রেখে ২৯ জুন শনিবার ভক্তকুলের পদচারণায় মুখরিত হয়েছিল আটলান্টিক সিটির ঐতিহাসিক বোর্ডওয়াক। অদূরের আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ধেয়ে আসা ঊর্মিমালার শব্দ তরঙ্গকে ছাপিয়ে ইথারে ভেসে আসছিল হরিনাম সংকীর্তনের সুললিত সুর, 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম'। অদ্ভুত এক ভালো লাগায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মনপ্রাণ। আর এসবের উপলক্ষ জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, যার আয়োজক নিউ জারসির প্লেইনফিল্ডের শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির ও কালচারাল সেন্টার।

মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে, পায়ে-পায়ে বাড়ে ভক্ত কুলের ভিড়। দুপুর দুইটার পর রথের দড়িতে ভক্ত কুলের হাতের আলগা টান পড়তেই সচল হয় রথের চাকা। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল-খোল, মৃদঙ্গের আওয়াজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাজারো কন্ঠের সম্মিলিত কোরাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে

রাম, হরে রাম', আর তা অপূর্ব এক সুর মূর্ছনার সৃষ্টি করে।

বোর্ডওয়াকের নিউজার্সি অ্যাভিনিউ থেকে শুরু হওয়া রথের গন্তব্যস্থল ছিল কেনেডী প্লাজা। ধীর গতিতে রথ এগিয়ে চলে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভক্তদের কাফেলা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকে। বোর্ডওয়াকে বেড়াতে আসা মার্কিনীরাসহ ভিনদেশি পর্যটকেরা নান্দনিক এই আয়োজনে অভিভূত হয়ে পড়ে।

এই রথযাত্রার বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি।

মিশিগানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৪তম তিরোধান উৎসব উদযাপন

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৪তম তিরোধান উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

দুর্গা টেম্পল : গত ৩০ জুন শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ১৩৪তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে ডেট্রয়েটের দুর্গা মন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এরমধ্যে সকালে পূজা ও বাল্যভোগ, দুপুরে গীতাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এ গীতাযজ্ঞ দেখার জন্য অন্যান্য অঙ্গরাজ্য থেকেও ভক্তরা এ মন্দিরে আসেন। দুর্গা টেম্পলের এ গীতাযজ্ঞ দেখতে প্রতি বছরই প্রচুর ভক্তমন্ডলী সমবেত হন, আবহাওয়া ভাল থাকায় উপচেপড়া ভীড় হয়েছিল দুর্গা মন্দিরে।

ট্রাম্পের সাজা'র ঘোষণা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পেছাল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

সাবেক পর্নো তারকা স্টরমি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিছিয়েছে নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের আদালত।

ট্রাম্পের আইনজীবী দলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার বিচারক জুয়ান মার্চান এই সিদ্ধান্ত দেন বলে জানিয়েছে বিবিসি।

বিবিসির ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে তার দোষী সাব্যস্ততাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য সময় চেয়ে আবেদন করেন। পরে ওই বিচারক ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেন।

গত ৩০ মে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দিয়ে সাবেক পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেওয়া এবং এই অর্থ দেওয়ার বিষয়টি গোপন রাখতে ট্রাম্প তাঁর ব্যবসায়িক রেকর্ডেও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পায় আদালত। ১২ জুরির উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা ৩৪টি অভিযোগেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। আর এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সাবেক প্রেসিডেন্ট ফৌজদারি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। ট্রাম্পের সাজা ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল ১১ জুলাই। তবে তা এখন পিছিয়ে গেল।

গত সোমবার মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এক আদেশে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে যেসব কাজ করেন, তার জন্য তিনি দায়মুক্তি পাবেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলছে, নির্বাচনের কয়েক মাস আগে এই রায়ের ফলে মামলার কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা শুরু হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। আর তাতে নির্বাচনের আগে বড় কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না ট্রাম্পকে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে রিপাবলিকান এই প্রার্থীর জন্য এটি স্বস্তিকর এক খবর।

বাংলাদেশি লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন ১৬ জুলাই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্ক বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ জুলাই এবং

৩০ জুন সদস্য পদ নবায়ন ও নতুন সদস্য পদ গ্রহনের শেষ দিন। ৮ জুলাই ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। বর্তমানে ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩৩ জন। এই ক্লাব যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম লায়ন্স ক্লাব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২০২৪—২০২৫ সালের জন্য কমিটি গঠিত হবে। ২৬ জুন বুধবার সংগঠনের সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সভাপতি শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারন সম্পাদক জেএফএম রাসেল। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশ নেন আহসান হাবিব, মোহাম্মদ সাইয়িদ, এফইএমডি রকি মোহাম্মদ আজাদ, হাসান জিলানী, এস আলম,আকাশ রহমান, অনিক রাজ, আব্দুর রশীদ, আবুল কাশেম, এএসএম উদ্দীন পিন্টু, আহমেদ সোহেল, মশিউর রহমান মজুমদার, সেজার রহমান, গোলাম হায়দার মুকুট, কামরুল ইসলাম, জাকির হোসেন ও মনোয়ারুল ইসলাম।

লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইয়িদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন আহসান হাবিব,মোহাম্মদ মতিউর রহমান, মোহাম্মদ আলী ও এটর্নি মঈন চৌধুরী। এ ছাড়া আগামী ১২ জুলাই লায়ন্স ক্লাবের সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে।

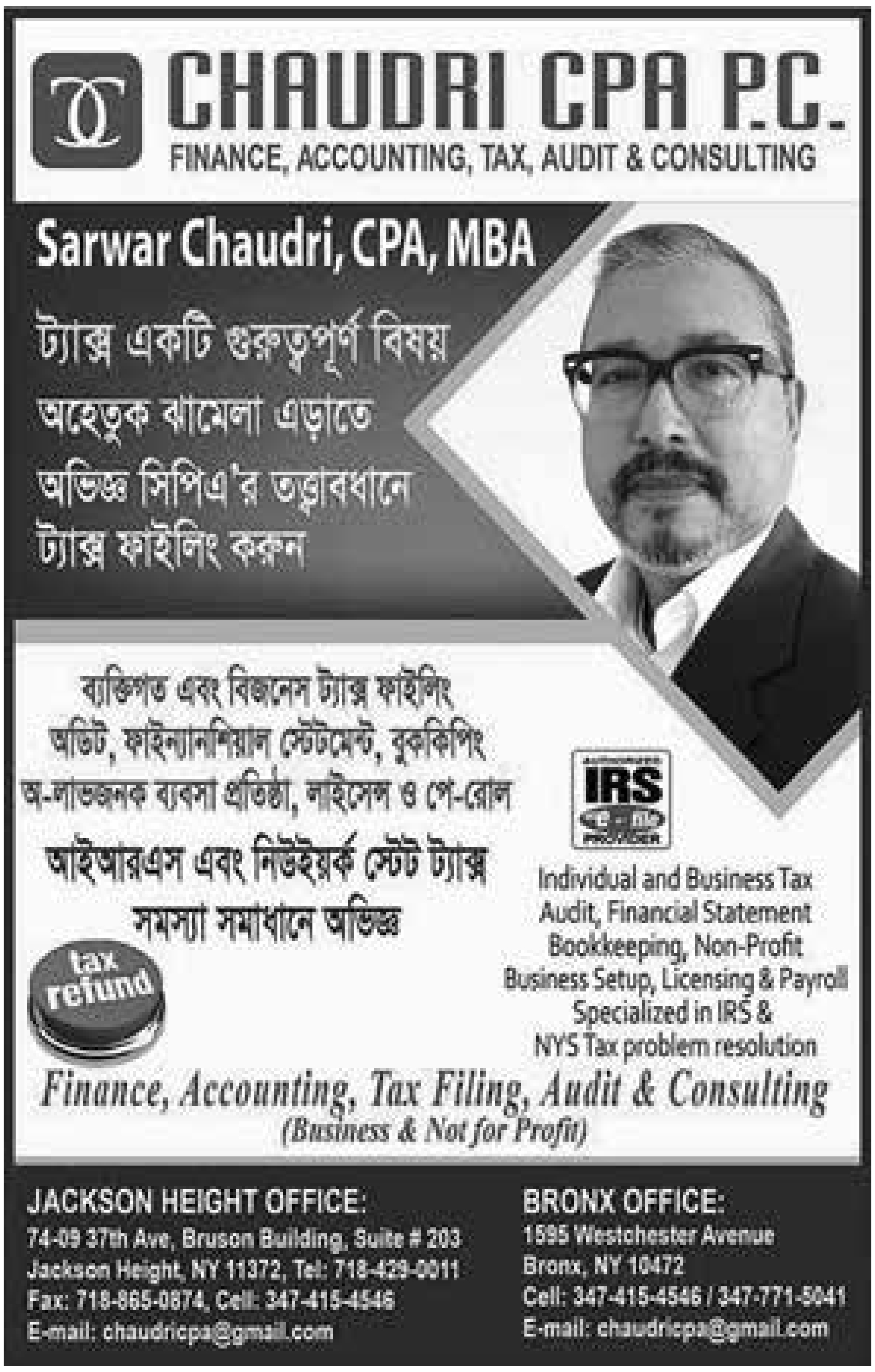

উচ্ছ্বসিত গ্রাজুয়েটদের

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানিয়ে বলেন, তাদের এই অর্জন নিঃসন্দেহের প্রশংসার দাবি রাখে। কমিউনিটির প্রতি অবদান রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তোমরা যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অংশিদার। নর্দার্ন ভার্জিনিয়া থেকে তোমরা গ্রাজুয়েট হয়েছো যেখানে বয়স্ক জনশক্তির দুই তৃতীয়াংশই ব্যাচেলর ডিগ্রিধারি। আর ৩০ শতাংশের বেশিই রয়েছেন যারা উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। যে পরিসংখ্যান যুক্তরাষ্ট্রের গড় পরিসংখ্যানের দ্বিগুন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-প্রকৌশল ও গণিতে ডিগ্রি অর্জনের সময়োপযোগিতার কথা তুলে ধরে এই কংগ্রেসম্যান বলেন, প্রযুক্তিজ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যবহার করেই জলবায়ু পরিবর্তন, অতিমারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার, অপতথ্য ও সাইবার অপরাধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। "প্রযুক্তিকে আমরা ভালো কাজের জন্যই ব্যবহার নিশ্চিত করবো, খারাপ উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার প্রতিহত করবো," বলেন গেরি কোনোলি।

ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে গুরুত্বারোপ করেন খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলের ওপর। শিক্ষার্থীদের প্রতি তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাকে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক বৈশিষ্টাবলী দিয়ে মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন।

"আজ আপনারা কেবল গ্রাজুয়েট হলেন, তা নয়, একই সঙ্গে আপনারা অর্জন করলেন নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী দক্ষতা ও পরির্তনের কৌশল, যা আপনাদের ভবিষ্যত চলার পথ প্রশস্ত করবে," বলেন আবুবকর হানিপ।

শিক্ষার্থীদের কাছে জীবনের সংগ্রামের দিনগুলোকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার ব্যক্তিগত গল্প শোনানএই বাংলাদেশি আমেরিকান প্রযুক্তি শিক্ষা উদ্যোক্তা। তিনি জানান, দক্ষতা উন্নয়নে তার উদ্যোগ থেকে সুফল নিয়ে ২৫ হাজার মানুষ ও তাদের পরিবার আজ যুক্তরাষ্ট্রের মূল ধারায় তথা গোটা বিশ্বে তাদের জীবন মানে পরিবর্তন আনতে পেরেছেন।

মিজ ক্যারেন কিজ-গামারা তার বাল্যবেলার গল্প শোনান। কিভাবে তার বাবা তাকে শিখিয়েছিলেন সিট-আপের কৌশল। যার মধ্য দিয়ে জীবনময় শিক্ষার মূল্য তিনি উপলব্দি করেছেন। গ্রাজুয়েটিং শিক্ষার্থীদের তিনি আহ্বান জানান, প্রতিদিনই তারা যেনো নতুন কোনো অর্জনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন এবং কমিউনিটির উন্নয়নে অবদান রাখেন।

ডব্লিউইউএসটি'র সিএফও ফারহানা হানিপ যুক্তরাষ্ট্রে তার নিজের চলার পথের চ্যালেঞ্জগুলোর কথা তুলে ধরে বলেন, স্রেফ নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস আর যেকোনো বাধাকে সুযোগে পরিণত করার প্রচেষ্টাই তার এই পথ সুগম করে দিয়েছে। নিজের প্রত্যাশা পূরণের সাথে মাতৃত্বের দায়িত্বকে তিনি সঠিক ভারসাম্যে পালন করার চেষ্টা করেন, বলেন ফারহানা হানিপ।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জর্জিয়ার স্টেট সিনেটর শেখ রহমান, ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটর সাদ্দাম আজলান সেলিম, চীনের এইচডিডি গ্রুপের পরিচালক ড. হুসেইন ভূঁইয়া, ফিনটেক ইকো সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এর কর্নধার ড. সাইফুল খন্দকার, ডব্লউইউএসটির বোর্ড সদস্য সিদ্দিক শেখ, ডব্লিউইউএসটি স্কুল অব প্রফেশনালস এর পরিচালক ও বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ মাহদী-উজ-জামান ও অ্যাকসেনচুয়েট এর সিইও ও বোর্ড সদস্য নাসিরুল হক।

বক্তারা নতুন গ্রাজুয়েটদের অভিনন্দন জানিয়ে ন্যয়নিষ্ঠতা, একাগ্রতা ও ধৈর্য্যের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের স্বপ্ন পূরণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেন। এবারের ক্লাস অব ২০২৪ এ দুই ভ্যালেডিক্টোরিয়ান শিক্ষার্থী ছিলেন কার্লোস ইসরায়েল মোরেন হারনান্দেজ ও জেনিফার আফরোজ চৌধুরী। স্কুল অব আইটি ও স্কুল অব বিজনেস এর এই দুই সেরা শিক্ষার্থী তাদের বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও সুযোগের কথা উল্লেখ করে এর ফ্যাকাল্টি ও প্রশাসনের সদস্যদের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানান।

পরে শিক্ষার্থীদের হাতে একে একে তুলে দেওয়া হয় তাদের ডিগ্রি। স্কুল অব আইটির ডিরেক্টর অধ্যাপক অ্যাপোসটোলস এলিওপোলস এবং স্কুল অব বিজনেস এর ডিরেক্টর ড. মার্ক রবিনসন নিজ নিজ স্কুলের গ্রাজুয়েটদের হাতে এই ডিগ্রি তুলে দেন। এরপর মাইক্রোফন তুলে নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের গ্রাজুয়েশন ঘোষণা করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানান। নৈশভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কর্মকান্ডে

শেষ পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রিয় কমিটির নেতাকে নিয়ে বাড়ির পিছনের উঠোন (ব্যাকইয়ার্ড)-এ ব্যক্তিগত পার্টি করায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ পার্টিকে দলীয় কর্মসুচি বলে চালানোরও চেষ্টা করছেন কতিপয় নেতাকর্মী।

অসুস্থ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির তেমন কোন কর্মসুচি এখনও দেখা যায়নি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি না পাওয়ায় নেতাকর্মীদের মাঝে চরম হতাশা বিরাজ করছে। পদ পদবির আশায় আভ্যন্তরিন কোন্দল চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের মতবিনিময় সভা বাতিল করা হয়েছে। তাঁর যুক্তরাষ্ট্র সফরকে কেন্দ্র করে ১৮ জুন নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ড ফেয়ার মেরিনায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কমিটির ভেলকিবাজীর খেলায় পদহারাদের তোপের মুখে মতবিনিময় সভাটি বাতিল করা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের মতবিনিময় সভা বাতিলের তিনদিন পরেই গত ২২ জুন বিএনপির কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টনের বাড়ির পিছনের উঠোন (ব্যাকইয়ার্ড)-এ নৈশ্যভোজ ও পরিচিত সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি একান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া হলের অনুষ্ঠানের পর সেটিকে দলীয় কর্মসুচি বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ নিয়ে সংবাদও প্রকাশ হয়েছে। এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কিছু নেতাকর্মী।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির একজন জ্যেষ্ঠ নেতা জানান, যে কোন বিষয়ে ধৈর্য্যেরও একটা সীমা থাকে। কেন্দ্রিয় বলে আর লন্ডন বলেন নেতারা আমেরিকায় আসেন আর মজা নিয়ে চলে যান। যাবার সময় বলে যান খুব শিগগির যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি নিয়ে কেন্দ্রিয় নেতা ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলবেন। আশ্বাস আর মিথ্যে প্রলোভন দিয়ে চলছে বছরের পর বছর।

তিনি বলেন, এসবের নাটের গুরু হচ্ছেন আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন। তিনি দফায় দফায় যুক্তরাষ্ট্রের আসেন আর ডলারের মোটা মোটা বান্ডিল নিয়ে লন্ডনে যান। কখনও কেন্দ্রিয় কমিটির নাম করে, কখনবা লন্ডনি নেতাদের নাম করে। অতি সাম্প্রতি নিউ ইয়র্কের তিনটি কমিটি-নিউ ইয়র্ক স্টেট, নিউ ইয়র্ক মহানগর উত্তর ও দক্ষিণে প্রহসনের নির্বাচন পরিচালনা করেন। প্রার্থীদের মনোনয়ন ফি'র জমার অর্থ তিন প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছে তার পাঠানো লোক মারফতে লন্ডনে নিয়ে যান। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎবার্ষিকীর দিনে তিন প্রধান নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে আনোয়ার হোসেন খোকন ১৮ হাজার ডলার সংগ্রহ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকেও কমিটি করার নাম করে নিয়মিত মোটা অংকের অর্থ কামাচ্ছেন। তার দেওয়া কমিটিগুলো দুই বছর পর নির্বাচন হবার কথা থাকলেও একই কমিটি বছরের পর বছর ধরে চালাচ্ছেন এসব দল। আর এ জন্য তাকে প্রতি বছর নবায়ন ফিও দিতে হয় বলে উল্লেখ করেন সূত্রটি।

জানা যায়, তিনি অর্থের বিনিময়ে যাদের নাম সুপারিশ করেন তারাই বিভিন্ন পদ পদবি পেয়ে থাকেন। অতি সাম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আরো তিনজনকে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগ দিয়েছে বিএনপি। গত ২৪ জুন সোমবার দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। এই কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঁচ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এরা হলেন- নিউ ইয়র্ক থেকে গোলাম ফারুক শাহীন, ওয়াশিংটন থেকে ওয়াশিংটন বিএনপির সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল, পেনসিলভানিয়া থেকে পেনসিলভানিয়া বিএনপির সভাপতি শাহ ফরিদ, জর্জিয়া বিএনপির সভাপতি নাহিদ খান সাহেল ও ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপি নেতা বদরুল ইসলাম শিপলু। তবে এ ধরনের কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ত্যাগী ও ঝানু যেসব নেতাদের দায়িত্ব পাবার কথা ছিল তারা দায়িত্ব না পাওয়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কমিটিতে অনাকাঙ্খিত লোকদের নাম আসায় যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা অনেকেই তা মেনে নিতে পারছেন না। ফলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নেতাকর্মীরা।

'সন্তানের নিরাপত্তায় নিজেদের দ্বন্দ্ব কলহ আড়ালে

শেষ পৃষ্ঠার পর

টিনএইজ বয়সের বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব বোঝা, তাদের আবেগ নিযন্ত্রণে সাহায্য করা, তাদেরকে বলতে দেয়া, সঠিকবারে পরিচর্যা ও শৃঙ্খলায় রাখা, তাদেরকে বিপদে যাবার নানা সুযোগগুলো থেকে দূরে রাখা, সঙ্কটময় মুহূর্তে ইতিবাচকভাবে একজন পেরেন্ট হিসাবে নিজ দায়ীত্ব পালন করা ও পাশে থাকা, পরিবারে দ্বন্দ্ব সম্পর্কের কলহ কীভাবে এই বয়সী বাচ্চাদের মনে বিরোপ প্রভাব ফেলতে পারে, কেন হতাশা-উদ্বেগ বা মাদকের ব্যবহারের দিকে বাচ্চারা ঝুঁকছে এবং সঠিক পথের দিকনির্দেশনায় একটি সুস্থ সুন্দর পরিবেশ কতটা জরুরি- মূলত এইসব বিয়য়গুলো নিয়েই অতিথিরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মতামত ও পরামর্শ তোলে ধরেন।

টিনএইজ বাচ্চাদের মধ্যে অ্যালকোহল, গাঁজা এবং তামাকের ব্যবহার বেশি। চিকিৎসকদের মতে, এই ড্রাগ মস্তিষ্ক এবং আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করতে পারে যার কারণে তারা আর লিগ্যাল বা ইলিগ্যাল কোনো ধরনের ওষুধের ব্যবহারই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। UNODC World Drug Report 2022 এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী ১৫-৬৬ বছর বয়সী প্রায় ২৮৪ মিলিয়ন মানুষ ড্রাগ ব্যবহার করেছে। বিশ্বব্যাপী ১১.২ মিলিয়ন মানুষ ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ নিচ্ছে। ওয়ার্লড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন-২০২৩ এর সমীক্ষা দেখায়, বিশ্বব্যাপী, ১৫-১৯ বছর বয়সীদের চতুর্থাংশেরও বেশি বর্তমান মদ্যপানকারী, যার পরিমাণ ১৫৫ মিলিয়ন। ২০১৬ সালের রেকর্ড দেখায়, ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ১৩.৬ শতাংশ তেজি এপিসোডিক মদ্যপানের প্রবণতা ছিল এবং ১৫-১৬ বছর বয়সীদের মধ্যে সাইকোঅ্যাকটিভ ড্রাগ- গাঁজায় ব্যবহার ছিল ৪.৭ শতাংশ। ২০১৮ সালে বিশ্বব্যাপী, ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীরা ১০ জনের মধ্যে অন্তত ১ জন তামাকের ব্যবহার করেছে। বর্তমানে এ সংখ্যা নিশ্চিত দ্বিগুন। টিনএইজ বয়সীদের মধ্যে ড্রাগে আসক্ত হবার বহু কারণ আছে- যেমন, ব্যক্তিগত কৌতুহল, মানসিক চাপ, পারিবারিক পূর্ব ইতিহাস, পারিবারিক কলহ, অভিভাবকদের উদাসীনতা, প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ, বুলিং, মিডিয়ার প্রভাব, আর্থিক অবস্থা...আরো অনেক কিছু। তবে, টিনএজারদের ড্রাগ আসক্তির পিছনে পরিবার কীভাবে দায়ী হয়ে উঠে বা বাবা মায়ের সম্পর্কের টানাপোড়েন কতটা প্রভাব ফেলে-এই নির্দিষ্ট বিষয়টিই ছিল আলোচনার কেন্দ্র।

এ নিয়ে কাজী আশরাফ হাসান বলেন, "কিছু পরিবারকে আমি কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, যে যার ইচ্ছা মতো চলছে, কোনো পারিবারিক ভারসাম্য বা ডিসিপ্লিন নেই। আমার মতে রাষ্ট্রের মতো পরিবারেও একটা কমান্ড প্রয়োজন হয়। পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে যেন অরাজকতার সৃষ্টি না হয়, খেয়াল রাখা দরকার। যে কোনো বিষয়ে বাবা-মা'র মধ্যে ভিন্ন মত হওয়া, ঝগড়া হওয়ার ব্যাপারগুলো ছোট বাচ্চাদের মধ্যে দিনের পর দিন রেখাপাত করতে থাকে। বাচ্চারা বাবা-মা'র এমন ভারসাম্যহীন অবস্থা দেখে আশা হারিয়ে ফেলে। অনিরাপদ বোধ করে। মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে যায়, ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, মানসিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। বাবা-মা'র বিপরীতমুখী আচার আচরণ অনেকসময় বাচ্চাদের হতাশা, উদ্বেগ এবং মাদকের দিকে ঠেলে দেয়। তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে পড়ে।"

কিশোর-তরুণদের ড্রাগের প্রতি ঝোঁকার প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে- ডিপ্রেশন এবং অ্যাংজাইটি। একটি পরিবার কীভাবে টিনএইজ বাচ্চাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা অর্থাৎ ডিপ্রেশন ও অ্যাংজাইটির সূত্রপাত ঘটাতে পারে,এ বিষয়ে ফারহানা ইসলাম বলেন, "পারিবারিক কাঠামো বর্তমান সময়ে বেশ ভিন্ন। জীবনধারণের জন্য সবাইকে মোটামুটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আগের দিনের মতো মা'রা সন্তানদেরকে সময় দিতে পারেন না। বিশেষ করে এই প্রবাসে আত্মীয়স্বজন, সমবয়েসী কাজিন নিয়ে যৌথ পরিবারের মতো পরিবেশ সম্ভব না। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, সামাজিক মাধমের কারণে তারা অনেকটা সময় ব্যয় করছে। সাথে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক বিষয় পাচ্ছে। এসব কারণে একাকিত্ব জীবনে তাদের বাবা-মা'র সাথে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। সাথে ডিপ্রেশন ও অ্যাংজাইটির আসছে। এখানে বাঙ্গালি কমিউনিটির মা-বাবা তাদের সন্তানদের শারীরিক অসুখের প্রতি মনোযোগ দিলেও মানসিক অস্বাভাবিকতা নজরে আনেন না। ফলে এগুলো পরবর্তীতে ভয়াবহ মানসিক আকার ধারণ করে। অভিভাবকদের শিখতে হবে কিভাবে টিনএইজ বাচ্চাদের সামলাতে হয়। ডিপ্রেশন ও অ্যাংজাইটির সাইনগুলো তাদেরকে জানতে হবে।"

টিনএইচ বাচ্চাদের পড়াশোনা ড্রপ করা বা মাদকে আসক্ত হওয়ার পেছনের কারণ হিসাবে অনেক বাচ্চারা কেন বাবা মা'কে দোষারূপ করছেন-এ প্রসঙ্গে সোহানা নাজনীন বলেন, "অনেকেই পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে না পারায় হাইস্কুল ড্রপ করছে। তারা নিয়মিত গাঁজা নিচ্ছে, তাদের এই অবস্থার পিছনে বাবা মাকে দায়ী করছে। খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, প্রকৃত অর্থেই তাদের বাবা মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না এবং তারা রোজ কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে বাচ্চাদের সামনে চিৎকার চেঁচামেচি বা ঝগড়ায় ব্যস্ত থাকেন।পরিবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলে আমি মনে করি। সেখানে বাবা-মা'র মধ্যে সম্পর্ক একটা বিশাল প্রভাব ফেলে সন্তানদের উপর। যে কোনো বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই পরিবার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ এবং বাবা-মা হচ্ছেন তাদের জন্যে শিক্ষক বা মডেল। সেই বাবা-মা যখন বাচ্চাদের একটা সুস্থ পরিবেশ দিতে ব্যর্থ হন এবং সেই সন্তানেরা যখন মাদকাসক্ত হয় সেজন্যে তারা তখন বাবা-মা'কেই দোষারোপ করে। কারণ ছোটবেলা থেকে দীর্ঘদিন বাবা-মা'র ঐ তিক্ত ঘটনাগুলো সন্তানদের মনে গেঁথে যায়। এবং আমরা জানি যে, বাচ্চারা সব সময়ই নিজের অপরাধ ঢাকতে কারণ খোঁজে।'

সন্তান যেন বিপথে না যায় এবং সুস্থ ও সঠিক উপায়ে বেড়ে উঠে, সেক্ষেত্রে একজন বাবা'র ভুমিকা সম্পর্কে কাজী আশরাফ হাসান মনে করেন, একজন বাবার দায়িত্ব অনেক। দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত সমর্থন না পেলে একজন বাবা হিসাবেও দায়িত্ব পুরোপুরি পালন সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে কিভাবে সময় কাটায়, তাদের বন্ধুরা কেমন, তারা ইন্টারনেটে কি দেখে, সেগুলো বন্ধুর মতো আচরণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করেন তিনি। তিনি মনে করেন, প্রতিটা বাবাকেই সন্তানের উপর নজর রাখা দরকার।

বাচ্চাদের মানসিকভাবে একটি সুস্থ পরিবেশ দিতে বাবা মায়েরও মানসিক স্থিতিশীলতা থাকা দরকার বলে মনে করেন ফারহানা ইসলাম। তিনি বলেন, 'মৌলিক চাহিদা ছাড়াও বাবা-মা'র রয়েছে ভিন্ন দায়িত্ব। সন্তানদের মানসিক গঠন সম্পর্কে সচেতন থাকতে হলে নিজেকেও মানসিক ভাবে সুস্থ থাকতে হবে। যে ব্যক্তি মানসিকভাবে সুস্থ নয় সে কিভাবে অন্যের যত্ন নেবে? নিজস্ব ব্যক্তিগত কারণে অনেকেরই মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে। তবে সেটাতে যত্ন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিটা সন্তানের কাছেই তার বাবা-মা একটা নিরাপদ আশ্রয় ও প্রতিরক্ষাস্বরূপ। তাদেরকে গাইডে করতে হলে, উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে হলে বাবা মায়েরও মানসিক ও শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকা দরকার। অভিভাবকরা দৈনন্দিন যে কার্যক্রম সন্তানদের সামনে তুলে ধরবেন সান্তানেরা সেই জীবনধারণই বেছে নেবে।"

শিশু কিশোরদের মধ্যে নিকোটিন, গাঁজা সহ আরো নানা ধরনের আসক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনদিন যা ক্ষতিকর কেননা, তাদের মস্তিষ্ক বিশের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিকাশ লাভ করে। এসবের ব্যবহার স্নায়বিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত যা আচরণগত, মানসিক পরিবর্তন ঘটায় এবং পরবর্তী জীবনে তাদেরকে সামাজিক এবং একাডেমিক সমস্যায় ফেলে। সেক্ষেত্রে সন্তানের সঠিক পরিচর্যা ও গাইডেন্সে বাবা-মা কি ভুমিকা রাখতে পারে-এ বিষয়ে সোহানা নাজনীন বলেন, 'সন্তানের সাথে খোলামেলা ও সৎ যোগাযোগ বজায় রাখতে হবে। তাদের অনুভূতি, চিন্তা, এবং সমস্যা সম্পর্কে কথা বলতে দিতে হবে। তাদের সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটানো, একসাথে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করা পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। সেই সাথে পরিবারে সুস্থ নিয়ম ও সীমা স্থাপন করা দরকার এবং সন্তানের জন্য সেগুলো স্পষ্ট করা দরকার। কোন আচরণ গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি নয়, তা জানিয়ে দিতে হবে। নানা কাজের মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলা তৈরি করতে হবে। তাদেরকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানো এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াতে তাদেরকে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কার্যকলাপে অংশ নিতে উৎসাহিত করা যায়। প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বা থেরাপিস্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা উচিত। তবে সবচেয়ে জরুরি হলো-পরিবারে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা। পারিবারিক কলহ বা সংঘাত থেকে বিরত থাকতে হবে কেননা এই সমস্যাটি বাচ্চারা নিতে পারেনা। সন্তানদের জানাতে হবে যে, অভিভাবক হিসেবে আমরা যে কেনো ভালো মন্দে তাদের পাশে আছি। সেই সাথে সন্তানকে নৈতিকতা মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। ভালো বন্ধু নির্বাচনে উৎসাহিত করতে হবে।'

আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কাজী আশরাফ হাসান বলেন, 'আমরা বেড়ে উঠেছি ভিন্ন এক পরিবেশে। বাবা মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলিনি, প্রশ্ন করিনি কিংবা মনের কথা বলার সুযোগ বা সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো গুরুত্বও আমাদেরকে দেয়া হয়নি। আজকের বাচ্চারা আমাদের থেকে সচেতন। তারা প্রশ্ন করতে জানে এবং এই প্রশ্ন করাটা তাদেরকে মূলত বিশ্ব সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।আজকের বাচ্চারা বাবা মায়ের সাথে পূর্বের তুলনায় অনেকটাই সংযুক্ত। অনেক বাবা মা সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়েন এবং যে কোনো বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। বাবা-মা'র সাথে ছেলেমেয়েদের এই বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক কোনভাবেই খারাপ কিছু না। একটি ইতিবাচক দিক বলা যায়। তবে বন্ধুসুলভ আচরনের মধ্যে কৌশল থাকতে হবে, যা বিপথে যাওয়া সন্তানদেরকে সঠিক পথে ফেরাতে সাহায্য করবে। প্রতিটা পরিবারের কিছু নিজস্ব নির্দেশিকা থাকে, কাঠামো থাকে, নিয়মানুবর্তিতা থাকে। খেয়াল রাখতে হবে ছেলেমেয়ের সাথে বন্ধুত্বের সময় সেই স্থির কাঠামো যেন পরিবর্তন না হয়। ব্যালেন্স করাটা বাবা মা'কে জানতে হবে।'

পথভ্রষ্ট সন্তান নিয়মিত ড্রাগ নিচ্ছে, পড়তে চাইছে না। এমতাবস্থায় একজন মায়ের কি করণীয় থাকতে পারে, জানতে চাইলে ফারহানা ইসলাম বলেন, 'এমন বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে একজন মা তার সন্তানের সাথে আলাপ করতে চাইবেন। কিন্তু তার আগে সন্তানের সাথে সেই মায়ের সম্পর্ক কেমন সেটা জানা জরুরি। কোনো মায়ের সাথে যদি সন্তানের মানসিক সম্পর্কের দূরত্ব থাকে, বন্ধুসুলভ সম্পর্ক না থাকে তাহলে আলাপ-আলোচনায় কোন কাজ হবে না। কোনো বিপদে পড়লে বাবা-মা'র দেয়া সমাধানই উৎকৃষ্ট, যে কোনো উপায়েই হোক বাবা-মা সেই সমস্যার সমাধান করবে, এই কথায় সন্তানদেরকে বিশ্বাসী হতে হবে। মা যদি আগে থেকে সন্তানের সাথে বন্ধুসুলভ কথাবার্তা না বলে থাকে তাহলে হঠাৎ করে সন্তান কোনো সমস্যায় পড়লে তারা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাইবে না। সম্পর্কটা শুরু থেকেই সহজ রাখতে হবে, ভরসার পাত্র হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর কলহ-দ্বন্দ্বের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি একেবারেই উচিত না। তাদের মধ্যকার যে কোনো ধরনের সম্পর্কই হোক না কেন তা নিজেদের ভিতরেই থাকা উচিত। বাচ্চাদের তাদের বাবা-মা'র মধ্যের কলহ সম্পর্কে জানার কোন প্রয়োজন নেই বলে আমি মনে করি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অস্থিরতা থাকতে পারে, সম্পর্কের জটিলতা থাকতে পারে, ছোট-বড় নানান কারণ থাকতে পারে, আমি মনে করি তারা নিজেরা এটার সমাধান করবেন। যদি বাবা-মা দুজনের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব থাকে তাহলে তারা নিজেদের জিদ মেটানোর জন্যে বাচ্চাদেরকে মিডিয়া হিসাবে ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।'

টিনএইজ বয়েসীদের মধ্যে গাঁজার ব্যবহার এখন মারাত্বক। তারা ধরে নেয় যে, গাঁজায় কোনো ক্ষতি নেই। এ নিয়ে সোহানা নাজনীন দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, 'গাঁজা তাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে। এই বয়সে তাদের মস্তিষ্ক পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়না ফলে গাঁজার ব্যবহার মস্তিষ্কের বিকাশে বিঘ্ন ঘটতে পারে যা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ও শিক্ষার উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। এরজন্য বাচ্চাদের কাউনসেলিং বা চিকিৎসার দরকার হতে পারে। কিন্তু ১৮ + বাচ্চাদের আমরা জোর করতে পারি না। অনেক সময় তারা বাবা মা কে সহ্যও করতে পারে না। সেক্ষেত্রে আমরা বাচ্চাটার সহাযতায় তৃতীয় পক্ষ বা প্রিয় কাউকে সহায়ক হিসাবে ভাবতে পারি।'

আলোচনার শেষ মুহূর্তে কাজী আশরাফ হাসানের কাছে এইচ বি রিতা জানতে চান, বলা হয় পারিবারিক শিক্ষা, মূল্যবোধের অভাবে সন্তান নষ্ট হয়, কিংবা ধর্মীয়-নৈতিক-মানবিক শিক্ষা পেলে সন্তান বখাটে বা নষ্ট হয় না। কিন্তু অনেক সময় এই পারিবারিক শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েও সন্তান বিপথে যায়। কারণ, পরিবেশ-শিশু কিশোর তরুণদেরকে বিপথে নেবার একটা সহজ পথ। এই পরিবেশগত প্রভাব যেন সন্তানের বেড়ে উঠায় বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে বাবা মায়ের ভূমিকা কি হতে পারে? উত্তরে কাজী আশরাফ হাসান বলেন, 'আমার পরিবারে ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মীয় পরিবেশ ছিল। সন্তানদের ছোটবেলা থেকে যদি ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা সঠিক ভাবে দেয়া হয়ে থাকে তবে আমার বিশ্বাস সেই পরিবারের সন্তানেরা বাইরের পরিবেশ কিংবা বন্ধুদের দ্বারা বিপথগামী হবে না। কিংবা হলেও দিনশেষে তারা নিজ অনুতপ্তবোধে সঠিক পথে ফিরে আসবে। কারণ পরিবারের শিক্ষণীয় ও শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবেশ।'

সবশেষে পেরেন্টদের উদ্দেশ্যে এইচ বি রিতা বলেন, 'সন্তানকে নিয়ে চিন্তিত হওয়ার আগে জন্মের দিনটা থেকেই সন্তানের সাথে নিজ সংযুক্তি ও বন্ধন তৈরি করুন। সে বন্ধন আর সংযুক্তি ভাত কাপড় বাসস্থানের নয়। এটি একটি মানসিক বন্ধন-সংযুক্তি যা আপনার সন্তানকে ভরসা দিবে যে, আপনিই তার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় এবং আপনি তাকে সবকিছুর উর্ধ্বে ভালোবাসেন। আর যখন আপনার সন্তান আপনার প্রতি এই বিশ্বাসটুকু অর্জন করবে, তখন সে বাইরে আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে বিপদে না পড়ে আপনাকে ভালো মন্দ সবকিছু শেয়ার করবে। সন্তানকে সময় দিন। তার আবেগকে বোঝার চেষ্টা করুন। দোষ ধরার পরিবর্তে আগে ভালো কাজগুলোর প্রসংশা করুন। নিজ দাম্পত্ত কলহ আড়ালে রাখুন। সন্তানের স্বার্থে চেষ্টা করুন ভাঙ্গা সম্পর্ককে সমঝোতায় আনতে। যদি একেবারেই না পারেন তবে সন্তানের সামনে মারামারি গালাগালি না করে আলাদা হয়ে যান, কিন্তু মনে রাখবেন বাবা মায়ের বিচ্ছিন্নতাও সন্তানকে পীড়নে ফেলে। তাই আলাদা হলেও সন্তানের কাছে অপর পক্ষ নিয়ে কখনো নেতিবাচক কথা বলবেন না বরং তাকে অপরপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে সাহায্য করবেন, অপরপক্ষের সাথে নিয়মিত দেখা করতে, সময় কাটাতে দিবেন। সন্তানকে খারাপ কোনো কাজে ধমকের সাথে 'না' বলার আগে পরিবর্তে সে কি করতে পারে, সে বিকল্প পথের সন্ধান করুন। পিগি ব্যাংকে বা ব্যাঙ্কে অর্থ জমিয়ে বাড়ি গাড়ি করার পরিবর্তে সন্তানকে তার পছন্দের বিনোদনমূলক কাজে জড়িত করে ব্যস্ত রাখুন, সেখানে খরচ করুন। এটাই আপনার ইনভেস্টমেন্ট।'

কর্মজীবী-শ্রেণীর অগ্রাধিকারে নতুন বাজেট

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিলিয়ন খরচ করতে হয়েছে এবং আরো বিলিয়ন বিলিয়ন খরচ হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এর আগে কয়েক মিলিয়ন স্বল্পমেয়াদী উদ্দীপনা ডলার দীর্ঘমেয়াদী প্রোগ্রামের অর্থায়নে ব্যবহৃত হয়েছে। এব বিশাল বাধা সত্ত্বেও এটি সম্পন্ন হয়েছে।

আমাদের সিটি কাউন্সিলের অংশীদারদের পাশাপাশি, আমরা এই ঘোষণা দিতে পেরে গর্বিত।'

অ্যাডামস্ জানান, আর্লি চাইল্ডহুড এডুকেশনের জন্য $১০০ মিলিয়ন বিনিয়োগ শহরের পুরানো থ্রি-কে সিস্টেমকে নতুন করে উদ্ভাবন করতে সাহায্য করবে, যা শ্রমজীবী পরিবারের জন্য আর কার্যকর ছিল না। এই স্কুল বছরে, $২০ মিলিয়ন বিনিয়োগের সাথে ১,৭০০ আসন যোগ করা হবে এবং নিশ্চিত করা হবে যে, আসনগুলি পূরণ করা হয়েছে এবং শিশু ও পরিবারগুলিকে অবিলম্বে পরিবেশন করা হয়েছে। উপরন্তু, থ্রি-কে' আগের চেয়ে আরো বেশি ন্যায়সঙ্গত ও নিশ্চিত করতে বর্ধিত দিনের আসন, অভিবাসী পরিবার এবং প্রতিবন্ধকতায় থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত $৮০মিলিয়ন বিনিয়োগ করা হয়েছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ, রেস্টোরেটিভ জাস্টিস, কম্পিউটার সাইন্স এবং আর্টস প্রোগ্রামিং সহ আরও অনেক সুবিধার মতো স্বল্পমেয়াদী ফেডারেল উদ্দীপনা ডলারের সাহায্যে পূর্বে অর্থায়ন করা প্রোগ্রামগুলিকে রক্ষা করতে $৬০০ মিলিয়নেরও বেশি দিয়ে আমরা আমাদের পাবলিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আরও গভীর করেছি। আমরা $৭৫ মিলিয়ন খরচ করে নিশ্চিত করছি যে স্কুলগুলি নথিভুক্তি হ্রাসের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও অর্থায়ন পাবে কারণ আমরা চাই আমাদের বাচ্চারা সময়সূচির আগে নতুন স্কুল বছর শুরু করুক। সেই সাথে আমরা কমিউনিটি স্কুলগুলিকে সাহায্য করছি, সামার রাইজিং, মিডল স্কুল সামার রাইজিং অংশগ্রহণকারীদের জন্য ফ্রাইডে প্রোগ্রামিং এবং কমিউনিটি স্কুলকে সহায়তা করার জন্য বর্ধিত দিনগুলি পুনরুদ্ধার করছি। ফলস্বরূপ, পরিবারগুলি তাদের বাচ্চাদের জন্য চিন্তা না করে গ্রীষ্মের সময় কাজ করতে পারবে এবং অল্পবয়সীরা শিখতে এবং বিকাশ চালিয়ে যেতে পারে। আমরা বয়স্ক ছাত্রদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করছি, যেমন মেডগার এভারস কলেজে CUNY ACE, CUNY STEM, এবং Brooklyn Recovery Corps-এর মতো প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামগুলির জন্য অর্থায়ন করছি।'

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগারগুলিও শহরের সামাজিক কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন মেয়র অ্যাডামস্। তাই সিটি কাউন্সিলের সাথে প্রশাসনটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে $৫৩ মিলিয়ন বিনিয়োগ করছে এবং লাইব্রেরিগুলির ক্রিয়াকলাপে $৫৮ মিলিয়নেরও বেশি পুনঃস্থাপন করা হয়েছে যাতে লাইব্রেরিগুলি সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকে এবং নিউ ইয়র্কবাসীরা সঠিক পরিষেবাগুলি পায়।

প্রবাসীদের সমস্যা

শেষ পৃষ্ঠার পর

বন্ধ করা, এছাড়া প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা। ৮. প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ৯. জন্মভূমি সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। ১০. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা। ১১. কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা। ১২. যে কোনো প্রবাসীর মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানান এবং প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে উত্থাপিত বিষয়গুলো সরকারের সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH)
UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
SCHENGEN VISA
EUROPE
BANGLADESH
CANADA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
UK (LONDON)
BRAZIL
CHINA
THAILAND
INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3
L1A EB5
SIJS VAWA
POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

প্রবাসীর দৃষ্টিতে প্রিয় বাংলাদেশ

রতন শরীফ

গত ফেব্রুয়ারিতে সস্ত্রীক দেশে গিয়েছিলাম। তিন সপ্তাহের সফরে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হলো। দেশের অবকাঠামোগত উন্নতি দেখে মন ভরে যায়। অনেকেই দেশকে নিয়ে নিগেটিভ কথা বলে। আমি তার ঘোর বিরোধী। তবে কষ্টের ব্যাপার যে দেশ অনেক এগিয়ে গেলেও দেশের মানুষগুলির মন-মানসিকতার এক বিন্দুও উন্নতি হয়নি। আদর-ভালোবাসা বা মনুষ্যত্ব বলতে কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। স্বার্থ হাসিলের জন্য বা ধনী হওয়ার ধান্দায় যে কোন হীন কাজ করতে কারো বিবেকে বাধছে না। আর চক্ষুলজ্জা শব্দটা বোধহয় এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। একে অপরের প্রতি নূন্যতম শ্রদ্ধাবোধ নেই। কথায় কথায় সবাই হাতি-ঘোড়া মারে। উপড়ের লেভেলের কানেকশনের হুমকি দেয়। আমি একজন সাধারন প্রবাসী, মনের টানে দেশে যাই। আমার উপড়ের লেভেলে কেউ নেই বলে সব সময় দেশে গিয়ে কোনঠাসা হয়ে থাকি।

শুরুতেই ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমস্ গেইটে তিক্ত এক অভিজ্ঞতা হলো। কাস্টমস্-এ লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। বেশ লম্বা লাইন। এক যাত্রী তার পরিবার নিয়ে সরাসরি লাইনের মাঝে ঢুকার চেষ্টা করছে। লাইনের শেষ মাথা দেখিয়ে ওখানে যেতে বললাম। উনি নাছোড়বান্দা - লাইনের শেষ মাথায় না গিয়ে মাঝখানেই ঢুকবেন। বললাম যে আপনি নিয়ম না মেনে ঝামেলা করছেন কেন ? উত্তর দিলেন - আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। অবাক হলাম উনার আচরন দেখে। শুধু বললাম - আপনি মুক্তিযোদ্ধা বলে কি নিয়ম ভাঙ্গার লাইসেন্স পেয়ে গেছেন ? বাংগালিদের উপড় পাকিস্তানিদের অত্যাচার আর অনিয়মের প্রতিবাদে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিলেন। অথচ আজ নিজেই অনিয়ম করছেন? কাস্টমস্ অফিসার আমাকে বললেন - স্যার, আপনি যান, কথা বলে লাভ নেই, অনিয়মটাই এখন নিয়ম হয়ে গেছে।

মেট্রো রেলের বদৌলতে ঢাকার উত্তরাঞ্চলের মানুষ এখন বিশ থেকে তিরিশ মিনিটে মতিঝিল পৌঁছতে পারে। এই রুটের মানুষ বাস কোম্পানির অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়েছে। এক্সপ্রেস-ওয়ে ধরে এয়ারপোর্ট থেকে খুব অল্প সময়ে নিকেতন পৌঁছে গেলাম। কিছু লোককে দেখলাম যে এই

সরকারকে পছন্দ করে না বলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি স্বীকার করে না। মন্দ কিছু বলতেই হবে। তাদের মন্তব্য - মেট্রোরেল ভালো নয় কারন ভাড়া বেশী। তাও ভালো বলবে না। আমরা ভালো কাজেও ত্রুটি খুঁজে বেড়াই। কথায় বলে - যারে দেখতে নারী, তার চলন বাঁকা।

ঢাকার বর্তমান প্রধান সমস্যা হলো ট্রাফিক ব্যবস্থা। কেউ কোন নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করে না। অনেক ইন্টার-সেকশনে ফুট ওভারব্রীজ ব্যবহার না করে সব মানুষ রাস্তার মাঝ বরাবর পার হয়। শাহবাগ মোড়ে গাড়ী ঘুরিয়ে আসতে আমাকে পয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। মানুষের ভীড়ে গাড়ি চলার উপায় নেই। পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে বাস ড্রাইভাররা। ইচ্ছেমত যত্রতত্র বাস থামিয়ে যাত্রী উঠানামা করে। রিকশা আর সিএনজি-র সাথে নতুন যন্ত্রনা হয়েছে মটর সাইকেলের অত্যাচার। ট্রাফিক আইন লংঘন হচ্ছে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সামনেই। তারা বিভিন্ন মোটরযান হরদম থামিয়ে জরিমানা করছে - তবে তা শুধু নিজেদের স্বার্থে, ডিউটি পালন করতে নয়। তেজগাঁও সাত রাস্তার মোড় আবার ট্রাকের দখলে। আনিসুল হক যদি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে পারেন, তাহলে বর্তমান প্রশাসন পারছে না কেন! আনিসুল হক দেখিয়েছেন যে সদিচ্ছা থাকলে সবই সম্ভব। মিরপুরে দেখলাম যে তিন লেন করে মোট ছয় লেনের রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম। দুই পাশের ফুটপাতসহ রাস্তার এক লেইন পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের দখলে। রিকশা, সিএনজি আর ভ্যান গাড়ির পার্কিং হয়েছে দ্বিতীয় লেনে। মাত্র এক লেন দিয়ে সব যানবাহন চলাচল করছে। নিয়ম-নীতির থোড়াই কেয়ার করে গোঁদের উপড় বিষফোঁড়ার মতো আছে উল্টা পথে যানবাহন চলাচল। এই বিষয়ে মটোকপ নামে এক সচেতন নাগরিক সব সময় লাইভ পোস্ট দেয়। আইন ভংগকারীরা এটাকে কোন অন্যায়ই মনে করে না। দেখা যায় যে যার ক্ষমতা যতো বেশী সে তত বেশী আইন ভংগ করছে। সমস্ত ঢাকা জুড়ে একই চিত্র।

ছোটবেলায় কমলাপুরে দেখেছি কাক ডাকা ভোরে সিটি কর্পোরেশনের সুইপাররা মহল্লার রাস্তা ঝাড়ু দিতো। আমরা সকালে উঠে সব রাস্তা ঝকঝকে দেখতাম। কলেজে যাওয়ার পথে তাদেরকে দেখতাম যে কাজ শেষে রাস্তার ধারে বসে ডালপুরি আর চা দিয়ে নাশতা করছে। স্যানিটেশন ইন্সপেকটর নিয়মিত এসে কাজের তদারকি করতো। এখন কোথাও আগের মতো সুইপারদের কোন কর্ম-কান্ড চোখে পড়েনি। ঢাকা শহরের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি অলি-গলি ধূলায় ধূসরিত। যান-বাহন থেকে নির্গত কার্বনের সাথে ধূলা-বালি মিশে পরিবেশের এক ভয়ংকর অবস্থা। সবচেয়ে খারাপ লেগেছে গাছগুলির করুন অবস্থা দেখে। প্রতিটি পাতার উপড় ধুলার পুরু আস্তর পড়ে আছে। আমার স্ত্রী বাইরে গেলেই গাছগুলির জীর্ন অবস্থা দেখে আফসোস করতো। একদিন মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পর সব গাছ যেন পুনরায় জীবন ফিরে পেয়েছিলো। ছোটবেলায় দেখতাম মিউনিসিপালটির গাড়ি নিয়মিত প্রধান সড়কের আইল্যান্ডের গাছগুলিতে পানি ছিটাতো। অধিকাংশ রাস্তার ফুটপাত ব্যবসায়ীদের দখলে। নিকেতনের পাশে ফুটপাত দখল করে রাজনৈতিক দলের অফিস করা হয়েছে। এবার দেখলাম সেখানে বিল্ডিং করা হয়েছে। বিভিন্ন বাড়ির সামনে ফুটপাত কেটে ড্রাইভওয়ে করা হয়েছে। ড্রাইভওয়ের স্লোপের কারনে অসমতল ফুটপাত দিয়ে হাঁটা অনিরাপদ। ড্রাইভওয়ের ব্যাপারে রাজউকের নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা আছে কিনা জানা নেই।

দেশ থেকে ফিরে গত বছর আমার এক লেখায় দূর্নীতি প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে আমাদের দেশে এটা বন্ধ করা যাবে না। তবে দূর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে পারলে দেশটার আরও উন্নতি হতো। এবার ব্যাক্তিগত কিছু কাজে বিভিন্ন সরকারি অফিসে যেতে হয়েছিলো। সব অফিসের সব ডেস্কে মানুষের ভীড়। তবে তাদের বেশীর ভাগই দালাল। তাদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের খুবই সুন্দর সম্পর্ক। সব কাজ তাদের মাধ্যমে করতে হয়। একটা সামান্য কাজের জন্য দিনের পর দিন অপচয় হয়। সব জায়গায় খোলাখুলি ঘুষের লেনদেন। লজ্জা-শরম, নীতি-আদর্শ বা সততা শব্দগুলি আতসী কাচঁ দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাঁদের ঘুষ দেয়ার ক্ষমতা বা উপড়ের কানেকশন নেই তারা শুধু দিনের পর দিন সরকারি দপ্তরের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে এইসব দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারিরা জোহরের নামাজের ওয়াক্তে অফিসের ভিতরেই বিরাট আয়োজন করে জামাতে নামাজ পড়ে।

গত রমজানে আমার এক ক্লায়েন্ট বললো যে এক অফিসের কর্মকর্তার ডেস্কের পাশে একটা ব্যাগ রাখা আছে। রোজা রেখেছে বলে সেই কর্মকর্তা ঘুষের টাকা হাতে নিবেন না - ব্যাগে রাখতে হয়। দিনের শেষে কষ্টার্জিত ঘুষের টাকা ভর্তি ব্যাগটা নিয়ে উনি বাসায় ফিরেন। ভন্ডামি কাহাকে বলে, কতো প্রকার ও কি কি - তার বাস্তব উদাহরন এইসব সরকারি কর্মচারিরা। ইসলামে নির্দেশ আছে যে ঘুষ নেয়া হারাম। একবার হারাম রুজির খাবার খেলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শরীর নাপাক থাকে। আর নাপাক শরীরে কোন ইবাদত হয় না।

অসুস্থ সন্তানের দায়ভার শুধু মায়ের

রুপা খানম

সমাজের রীতি যখন সন্তান ছোট থাকে বাবার পরিচয়ে পরিচত হয়। আবার এ সন্তান যখন বড় হয়ে লেখা পড়া শুরু করে সেই বাবার মনে সুপ্ত বাসনা থাকে আমার ছেলে বা মেয়ে যাতে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হয় । তার পরিচয়ে আমি যাতে পরিচিত হতে পারি।সেই সুপ্ত বাসনা যখন সত্যি হয় সন্তান বড় হয় ভাল স্কুল ,কলেজ ইউনিভার্সিটি গিয়ে বড় বড় ডিগ্রী শেষ করে বাবার পরিচয় তখন বেড়ে যায়। সব কৃতিত্ব তখন বাবার , তখন বাবার গর্ব সে আমার সন্তান বলে পরিচয় দেয়। সমাজ বন্ধু বান্ধব তাকে শ্রদ্ধা এবং সন্মান করে কারন ছেলে বা মেয়েকে শিক্ষা দিয়ে বড় কিছু করেছে। সবার মুখে মুখে ওমুকের ছেলে বা মেয়ে ভাল লেখা পড়া করেছে। সেটাই তো ছেলে মেয়েদের পরিচয়ে বাবার পরিচয়। কিন্তু মায়ের ভূমিকার কথা কেউ তখন বলে না। এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকেই যে মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে একজন মা কে যেতে হয় তা অকল্পনীয়। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর সেই চাপ বাড়ে আরও কয়েকদিন যদি পুত্র সন্তানের জায়গায় কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এ জগত সংসারে মায়েদের যে সব দোষ। সন্তানের সকল অসংগতী , অসুস্থতা , আচরণের জন্য দায়ী শুধু মায়েরা।

সাফল্য যেমন সবার , ব্যর্থতার ভাগও সবাইকে নিতে হয়। আমার সন্তান কে নিয়ে সেরকম পরিচয় তার ইগো বাবার ভাগ্যে জুটেনি। তার লেখা পড়ার ক্ষমতা আল্লাহ দান করে নি। তার যে টুকু ক্ষমতা তাই সে চেষ্টা করেছে তার শক্তি দিয়ে। সেটি অর্জন করতে অনেক ধৈর্য আর সাহস দরকার হয়েছে।স্পেশাল হয়ে জন্ম নিয়েও তার সেই অসাধারণ চেষ্টা স্কুল থেকে শেষ পর্যন্ত হাই স্কুল গ্রেজুয়েশন করেছে। অথচ ওকে পড়াতে গিয়ে ঠিকমত পড়ানোর সুযোগ পাই নি। শুধু ছিল অভিযোগ কোন সমাধানের পথ বা সান্ত্বনার বানী ছিল না আমার সাথে । সে স্পেশাল সন্তান তাই সে শুধু আমার সন্তান। সে আর কত দূর যাবে? যে কারনে প্রতিনিয়ত আমার চারপাশ থেকে শুনতে হয়ছে একটি বাচ্চা স্পেশাল আর একটি কেন নিলাম না?একটি সুস্থ বাচ্চা না থাকলে আমাদের ভবিষ্যত কি? আসলেই কি সুস্থ একটি বাচ্চাই শুধু ভবিষ্যৎ ? আমি মনে করি জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল। আসলে সুস্থ বাচ্চা ভবিষ্যতে কি করছে সেটিই ভবিষ্যৎ। স্পেশাল বাচ্চা কে সনাক্ত করে ওকে নিয়েই চেষ্টা করেছি এগিয়ে যাওয়ার । দূর থেকে দূরান্তে

ছুটেছি পরিবেশ উপযোগী করে গড়ে তুলতে। ব্যস্ততায় কখন যে সময় গড়িয়ে গেছে ভাবতে পারিনি আর একটি সন্তানের কথা। কারন একুশটা বছর স্পেশাল একটি বাচ্চা একজন মা হিসাবে একা দেখা শুনা করে বড় করা একুশটি সুস্থ বাচ্চা দেখা শুনা করার মত কাজ। সহযোগীতা ছাড়া সময়মত নিজের ঘুম খাওয়া তো দূরে থাক বিরামহীন কাজ আর কাজ রাত এবং দিনে করতে হয়। এ কোন কারাভোগের শাস্তি নয় তবুও মনে হয় কোন একটি গুরুতর সাজার শাস্তি যা আমার যাবজ্জীবন কারাদন্ড। সামাজিক চাপ ও মানুষের ধারণাগুলো মায়েদের দায়িত্ব আর অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে তোলে। ঠোঁট কাটা , ডাউনসিনড্রম , অটিজম সব সমস্যা মা অথবা মায়ের পরিবারের কারনে হয় এভাবে হিপনোটাইস করতে থাকে যখন বিশ্বাসের জায়গা নড়বড় হয়ে যায় একসময়। যার ফলে নিজেকে চোরের মত অপরাধী মা মনে হয় এখন । শুনতে শুনতে অপরাধ বোধ জন্মে গেছে মায়ের কারনেই স্পেশাল বাচ্চার জন্ম। কারন কন্যা সন্তান হলে যেমন মায়ের দোষ তেমনি সন্তান স্পেশাল হলে সে ক্ষেত্রেও মায়ের দোষ। আবার সন্তান ধারন করতে না পারলে সেটিও মায়ের দোষ। যেখানে সন্তানদের যে কোন ব্যর্থতার জন্য প্রধানত মাকেই দায়ী করা হয় । মিথ্যা জানা সত্বেও যা এক প্রকার বিশ্বাসে পরিনত হয়ে যায় শুনতে শুনতে। মানুষ সব চাইতে প্রভাবিত জাতি। কারন সন্তান ধারণ করে একমাত্র মা। এটিই মায়ের অপরাধ। বিশেষ করে আমাদের দেশের সামাজিক চিত্র পট এটাই। একজন নারী প্রথম থেকেই বাচ্চার মা হয়ে যায় না। এটি একটি শারীরিক এবং মানসিক ধাপের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। নয়মাস দশদিন কষ্ট করে তীলে তীলে বাচ্চার মা হয়ে উঠে। সন্তান জন্ম দান কঠিন এবং একটি দীর্ঘ সময়ের প্রতিক্ষার ফসল।

একটি শিশুকে বড় করতে বা তাকে বয়বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কুলে পাঠানো এই প্রধান কাজটি মা-ই করেন।প্রধানত সন্তানদের যত্ন ও শিক্ষার দায়িত্ব ঘরে বাইরে সব থাকে মায়ের উপর। বাবা করেন শুধু বাহিরের কাজ টুকু। আবার সন্তানের যে কোন ব্যর্থতার দায়ভার তাই মাকে বহন করতে হয়। অথচ যার রক্তে শিশুটির জন্ম তার কোন অপরাধ নেই।অথচ যিনি সৃষ্টিকর্তা উনার কাছে উনার পরই মায়ের স্থান। যার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত।

যুদ্ধ চলা কিয়েভের অবস্থাও কেন ঢাকার চেয়ে ভালো?

অর্ণব সান্যাল

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে অনেকদিন ধরেই যুদ্ধ চলছে। সেই হিসেবে ইউক্রেনের একটি বিশাল অংশ বা কার্যত দেশটির পুরোটাই যুদ্ধাবস্থার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এর উল্টো পিঠে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা তেমন কোনো জরুরি অবস্থার মধ্যে নেই। এই শহরের অধিবাসীদের অন্তত মিসাইল বা মর্টার শেল বা গুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে না। তেমন শঙ্কাও মাথায় নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে না কাউকে। কিন্তু তারপরও যুদ্ধ চলা ইউক্রেনের শহর কিয়েভের অবস্থাও কেন ঢাকার চেয়ে ভালো?

প্রশ্নটি উঠছে মূলত একটি আন্তর্জাতিক সূচকের ফলাফল দেখে। সম্প্রতি পৃথিবীর বাসযোগ্য শহরের হালনাগাদ তালিকা প্রকাশ করেছে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। দ্য গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স-২০২৪ নামের ওই তালিকায় ১৭৩টি শহরের মধ্যে ১৬৮তম অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। এ তালিকার শীর্ষে আছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা শহর। আর যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের কিয়েভ শহর এই তালিকায় ১৬৫ নম্বরে রয়েছে। অর্থাৎ, কিয়েভেরও কয়েক ধাপ পেছনে আমাদের ঢাকা শহর। এই শহরে নিশ্চিতভাবেই এমন কিছু আছে, যা বুলেট–বোমার চেয়েও ভয়ঙ্কর! অন্তত আন্তর্জাতিক সূচক তাই বলছে।

স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্থিতিশীলতা, অবকাঠামো, পরিবেশসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘দ্য গ্লোবাল লিভেবিলিটি ইনডেক্স-২০২৪’। প্রস্তুতকারী সংস্থা ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইআইইউ বলছে, এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে মূলত এসব বিষয়ই হিসাবে নেওয়া হয়েছে। আর সেই সব দিক থেকেই বাসযোগ্যতার তালিকায় ঢাকার অবস্থান শেষের দিক থেকে ষষ্ঠ। ৪৩ দশমিক ৮ পয়েন্ট পেয়ে তালিকার ১৬৮তম অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। গত বছর ঢাকার অবস্থান ছিল ১৬৬। সেই হিসাবে এবার বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকার অবস্থানের আরও অবনমন হয়েছে।

এই অবনমন কেন হচ্ছে? চলুন, জেনে নেওয়া যাক, সূচকে দেওয়া ঢাকার মানগুলো। স্থিতিশীলতার দিক থেকে ঢাকা ১০০–তে পেয়েছে মোটে ৫০.০। স্বাস্থ্যসেবায় পেয়েছে ৪১ দশমিক ৭, সংস্কৃতি ও পরিবেশে পেয়েছে সাড়ে ৪০, শিক্ষায় ৬৬ দশমিক ৭ এবং অবকাঠামোয় ২৬ দশমিক ৮। এই সবই কিন্তু ১০০–এর মধ্যে। বাসযোগ্য শীর্ষ দশ শহরের তালিকায় প্রথমে রয়েছে ভিয়েনা। অস্ট্রিয়ার এই রাজধানী শহরের সঙ্গে তুলনায় গেলে দেখা যাবে, উল্লিখিত ৫টি দিক থেকে ভিয়েনা নম্বর পেয়েছে যথাক্রমে ১০০, ১০০, ৯৩ দশমিক ৫, ১০০ ও ১০০। বলা হচ্ছে, চমৎকার অবকাঠামো, সংস্কৃতি, বিনোদন এবং মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ভিয়েনাকে তালিকার শীর্ষে রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

এই সূচক থেকে অন্তত একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ঢাকাকে যেভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, সেভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হলেই তার প্রমাণ কিন্তু আমরা তদনগদে পেয়ে যাই। এই তো গতকালের কথা। প্রায় দুই ঘণ্টা তুমুল বৃষ্টি হলো ঢাকায়। আর ঠিক তখনই রাইড শেয়ার অ্যাপ থেকে শুরু করে মৌখিক দরাদরিতেও বেড়ে গেল চলাচলের যানবাহনের ভাড়া। আবার হরেদরে প্রত্যাখ্যান তো আছেই। শেষে এক সিএনজি অটোরিকশার চালককে চা-কফি খাইয়ে কথিত ‘ন্যায্য’ ভাড়ায় গন্তব্যে যেতে রাজি করান এই অধম। তা সেই ভাড়ার ন্যায্যতা কেমন? মিটারে যা ওঠে, তার দ্বিগুণের বেশি!

এই শহরে খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলা হয় যাচ্ছেতাই ভাবে। সংস্কৃতি চর্চার স্থান আরও সীমিত। বিনোদনকেন্দ্রের অভাবও ব্যাপক। তাই আবাসিক ভবনের ছাদে ছাদে উচ্চ শব্দে গান বাজিয়ে চলে আনন্দ উদ্‌যাপন। তাতে পাশের বাসার কারও হৃৎকম্পন হলে কার কী এসে গেল! তাছাড়া ঢাকার বড় বড় ও উঁচু ভবনগুলো যে শহরের প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব পূরণ করতে পারছে না, তা ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সূচক দেখলেই অনুধাবন করা যাচ্ছে। কারণ আমরা এ শহরে অবকাঠামো বলতেই বুঝি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামানোর ধান্দা। তাই যখনই বড় কোনো অগ্নিকাণ্ডে কোনো বিশাল ভবন ও তাতে থাকা মানুষ পুড়ে খাক হয়ে যায়, ঠিক তখনই বেরিয়ে আসে অনিয়মের ফিরিস্তি। তখনই শুরু হয় ‘দায়’ নিয়ে লুকোচুরি খেলা। আর সেই ফাঁকে আমাদের প্রাণপ্রিয় ঢাকা শহরের র‍্যাংকিং যায় নেমে।

ঢাকা আর কিয়েভের স্বাস্থ্যসেবার মান সমান। অন্তত ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সূচক তাই জানাচ্ছে। অর্থাৎ, কিয়েভের মানুষ রুশ বুলেট-মিসাইলের মুখে যেমন স্বাস্থ্যসেবা পায়, আমরা ঢাকাবাসীরাও তেমনি পাই। আশা করি, এ নিয়ে আর বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। একটু বেশি অসুস্থ হয়ে এই শহরের সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে গেলেই আমরা বুঝে যাব সব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু পরিসংখ্যানের চেয়েও শক্তিশালী। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শুধু পাশের বাসার একসময়ের কেয়ারটেকার বাবুল মিয়ার কথা বলি। তাঁর স্ত্রী ক্যানসারের রোগী। চিকিৎসার অর্থ জোগাড় করেছিলেন সবার কাছে চেয়েচিন্তে। সরকারি একটি হাসপাতালে রেডিওথেরাপির ডেট বের করতে সেই ক্রাউড ফান্ডিংয়ের একটি অংশ তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল ঘুষে। নইলে যে আর রেডিওথেরাপি দেওয়া হতো না সঠিক সময়ে! সরকারির উদাহরণ গেল। আর বেসরকারির হিসাব নিশ্চয়ই একজন সামর্থ্যবানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জানে।

অর্থাৎ, ঢাকায় থাকা প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন যুদ্ধ করে চলে। বেঁচে থাকার কঠিন যুদ্ধ। তার তীব্রতা এতটাই যে, কিয়েভের বুলেট-বোমাও সেখানে ‘বেটার অপশন’। বাসযোগ্যতার তালিকায় ঢাকা তো কেবল নামছেই। এখন খালি একেবারে তলানিতে থাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের (১৭৩) নিচে না নেমে গেলেই হয়।

হলপ করে বলতে পারি, জুরিখ-জেনেভা-সিডনি হওয়ার স্বপ্ন সাধারণ ঢাকাবাসী কখনোই দেখে না। এত ওপরে আমাদের না উঠলেও চলবে। আগে না-হয় সেরা ১০০-তে ঢুকি। ওতেই এই শহরের সিংহভাগ মানুষের মানসিক শান্তি উপচে পড়বে নিশ্চিত। একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু সম্ভব। চেষ্টাটা করতে হবে সবারই। সৎ চেষ্টায় কী না হয়, বলুন!

লেখক: উপবার্তা সম্পাদক, ডিজিটাল বিভাগ, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

বাইডেন-ট্রাম্প প্রথম বিতর্ক শেষ

ডেমক্রেট শিবিরে আতঙ্ক

শিতাংশু গুহ

প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যেকার প্রথম বিতর্ক শেষ হওয়ার আগেই ডেমোক্রেট শিবিরে হতাশা নেমে এসেছে। বাইডেন ব্যর্থ হয়েছেন একথা প্রমান করতে যে তিনি ফিট। আরো ৪বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে দেশ শাসন করতে শারীরিকভাবে সক্ষম এটি প্রমান করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বাইডেন ডেমক্রেটদের হতাশ করেছেন। ইতিমধ্যেই কথা উঠেছে, বিকল্প প্রার্থীর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। সিএনএন'র একজন কমেন্টেটর স্পষ্টত: বলেছেন, ডেমক্রেট শিবিরে শুধু যে বেদনা তা নয়, ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ক্লোজিং ভাষণে বাইডেন ভোটারদের মনে রেখাপাত করার মত কিচ্ছু বলেননি। ডেমক্রেট শিবিরে রব উঠেছে, 'উই হ্যাভ এ প্রব্লেম'।

পক্ষান্তরে ক্লোজিং ভাষণে ট্রাম্প প্রথমেই বাইডেনকে 'কমপ্লেইনার' আখ্যায়িত করে বলেছেন, বাইডেন কিচ্ছু করেননি, ইউক্রেইন-মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ তারই জন্যে হচ্ছে। আমেরিকা তাঁকে শ্রদ্ধা করেনা, সর্বত্র তিনি ব্যর্থ। কিন্তু এমনটা থাকবে না, 'উই উইল মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'। দু'জনের বয়স সম্পর্কে বাইডেন যা বলেছেন তা অস্পষ্ট, ট্রাম বেশ জোরের সাথেই বলেছেন, তিনি ফিট, এবং বাইডেনকে তিনি আনফিট বলেছেন। ট্রাম্প অবশ্য বেশক'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়িয়ে যান। যুক্তিতর্কে বাইডেন কিছুটা ভাল করলেও ট্রাম্পের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হননি, এমনকি 'গর্ভপাত' সম্পর্কেও নয়, অথচ এটি ডেমক্রেটদের একটি প্লাস-পয়েন্ট।

ট্রাম্প ভায়োলেন্স নিন্দা করবেন কিনা প্রশ্নটিও এড়িয়ে যান। নির্বাচনের ফলাফল তিনি মেনে নেবেন কিনা জিজ্ঞাসিত হলে ট্রাম্প প্রথমে এড়িয়ে যান, কিন্তু পুনরায় জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠূ হলে অবশ্যই তিনি মেনে নেবেন। এক পর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, এবং এজন্যে বাইডেন দায়ী, তিনিই আমাদের ৩য় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বাইডেন বলেন, আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে। বাইডেনের বক্তব্য পানসে মনে হচ্ছিলো। ট্রাম্প পরিষ্কার বলেছেন তিনি জিতবেন, জরিপ তাই বলছে। বাইডেন বলেন, ভোটের দিন দেখা যাবে। পুরো বিতর্কে বাইডেনের গলার স্বর কর্কশ ও দুর্বল ছিলো।

প্রবেশের সময় বাইডেনকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো, ঠিকমত হাটতে পারছিলেন না, মাঝেমধ্যে তিনি তোতলাচ্ছিলেন। ট্রাম্প সাবলীল ভাবে হেটে রুমে ঢোকেন। দু'জন দু'জনকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ট্রাম্প বাইডেনকে মিথ্যুক বলেছেন, বাইডেন বলেছেন, আমি জীবনে এত মিথ্যাকথা শুনিনি। ৬ই জানুয়ারী ক্যাপিটল হিল ঘটনার প্রশ্নটি ট্রাম্প প্রথমে এড়িয়ে যান, কিন্তু মডারেটর পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে তিনি ন্যান্সি পেলোসিকে দায়ী করেন এবং বলেন, সেদিন দেশপ্রেমিকরা শান্তি মিছিল করছিলো। বাইডেন বলেছেন, এজন্যে ট্রাম্পই দায়ী, তিনি উস্কানি দিয়েছেন, ৩ঘন্টা তিনি কিছুই করেননি। দণ্ডিতদের তিনি মাফ করবেন কিনা এ প্রশ্নটি ট্রাম্প এড়িয়ে যান।

মধ্যপ্রাচ্যে দুই রাষ্ট্র ফর্মুলা তিনি সমর্থন করেন কিনা প্রশ্নটিও ট্রাম্প এড়িয়ে যান। বাইডেনও এ নিয়ে কোন কথা বলেননি। তবে বাইডেন ও ট্রাম্প উভয়েই বলেছেন, ইসরাইলকে এর কাজ শেষ করার সুযোগ দেয়া উচিত। ট্রাম্প বলেন, বাইডেন এখনো জিম্মিদের উদ্ধার করতে ব্যর্থ। বাইডেন বলেছেন, হামাসকে উৎখাত করাটা দরকার। আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে ট্রাম্প বাইডেনকে ধুইয়ে দেন্। ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, ২০শে জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে যাবার আগেই প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট হিসাবে তিনি পুটিন-জেলেনস্কির সাথে কথা বলে ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করবেন। এ পর্যায়ে ট্রাম্প বলেন, বাইডেনকে এখনই জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

বাইডেন যখন ট্রাম্পকে দণ্ডিত অপরাধী বলেন ট্রাম্প তখন ঈষৎ হাসছিলেন। বাইডেন ট্রাম্পকে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত অপরাধী বলে উল্লেখ করেন। ট্রাম্প বলেন বাইডেন পুত্র ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত, হয়তো অফিস ছাড়ার পর বাইডেনও দণ্ডিত হতে পারেন। বাইডেন পুটিনকে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসাবে মন্তব্য করেন। ইমিগ্র্যান্ট প্রশ্নে ট্রাম্পের ভালো করার কথা, তিনি করেছেন। অর্থনীতি প্রশ্নে দু'জনই ক্রেডিট দাবি করেছেন। মূলত: এ বিতর্কে বাইডেনের প্রমান করার কথা ছিলো যে তিনি ফিট, তা তিনি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এই প্রথম ট্রাম্প স্বীকার করেন যে, সুপ্রিমকোর্ট 'গর্ভপাত পিল' অনুমোদন দিয়েছে, তিনি সেটি মেনে নেবেন এবং আটকাবেন না। ট্রাম্প পারিষ্কার বলেন, গর্ভপাতের বিষয়টি ষ্টেটের ওপর থাকা উচিত। বাইডেন বলেন, তিনি 'রোভি এক্ট' পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে।

২৭শে জুন ২০২৪ টানা উত্তেজনার মধ্যে বাইডেন-ট্রাম্প প্রথম বিতর্ক শেষ হয়েছে। আটলান্টায় সিএনএন সদর দফতরে আয়োজিত এ বিতর্ক রাত ৯টা থেকে দু'টি বিজ্ঞাপনী বিরতিসহ রাত ১০টা৩৮মিনিট পর্যন্ত চলে। বাইডেন ছিলেন পোডিয়ামের ডানদিকে, ট্রাম্প শেষ কথা বলেন। দু'জন মডারেটর জেইক টেপার ও ডানা ব্যাশ সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন দুই প্রার্থীকে সময় মেনে চলতে এবং বিতর্ক ভদ্রোচিত রাখতে। মোটামুটি তা-ই ছিলো। বিতর্কে ট্রাম্প জয়ী। বেশিরভাগ মিডিয়া এন্টি-ট্রাম্প, তাঁরাও বাইডেনকে নিয়ে হতাশ। ক্লিন্টন আমল থেকে প্রায় প্রতিটি বিতর্ক আমি দেখেছি, এবারো শেষ পর্যন্ত দেখে আমার মনে হয়েছে, 'বাইডেন প্রথম থেকেই হেরে বসেছিলেন'।

এ বিতর্কে দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রায় সবকিছুই 'অমিল', মিল শুধু দু'জনেই বুড়ো। ট্রাম্প আগে

> এ বিতর্কে দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রায় সবকিছুই 'অমিল', মিল শুধু দু'জনেই বুড়ো। ট্রাম্প আগে এক অনুষ্ঠানে বাইডেনকে 'বুড়ো' বলেছেন। বাইডেন সিটিং প্রেসিডেন্ট, ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট-এমন ঘটনা এই প্রথম, এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ট্রাম্প ফৌজদারি মামলায় দোষী, এটিও নজিরবিহীন ঘটনা। ইতোপূর্বে কোন দণ্ডিত প্রেসিডেন্ট বিতর্কে অংশ নেননি। মার্কিন ইতিহাসে ট্রাম্পই একমাত্র সাবেক প্রেসিডেন্ট যিনি দন্ডিত। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরো ৩টি ফৌজদারি মামলা ঝুলছে।

এক অনুষ্ঠানে বাইডেনকে 'বুড়ো' বলেছেন। বাইডেন সিটিং প্রেসিডেন্ট, ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট-এমন ঘটনা এই প্রথম, এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ট্রাম্প ফৌজদারি মামলায় দোষী, এটিও নজিরবিহীন ঘটনা। ইতোপূর্বে কোন দণ্ডিত প্রেসিডেন্ট বিতর্কে অংশ নেননি। মার্কিন ইতিহাসে ট্রাম্পই একমাত্র সাবেক প্রেসিডেন্ট যিনি দন্ডিত। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আরো ৩টি ফৌজদারি মামলা ঝুলছে। অন্যদিকে ট্রাম্প একমাত্র প্রেসিডেন্ট যিনি দু'বার ইম্পিচইড হ'ন, এবং দু'বারই খালাস পান। সিএনএন-র ভাষ্যমতে আরএফকে জুনিয়র মার্কিন সংবিধানের আর্টিক্যাল-২, সেকশন-১ -র শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিতর্কে অংশ নিতে পারেননি।

নিয়ম ছিলো এক প্রার্থী কথা বলার সময় অন্য প্রার্থীর মাইক্রোফোন বন্ধ থাকবে, তাই ছিলো। কোন প্রার্থীকে পূর্বে বেঁধে দেয়া নিয়মানুযায়ী কোন লিখিত নোট নিতে দেয়া হয়নি, তাদের উভয়কে একটি কলম, একটি লেখার প্যাড, ও এক বোতল জল দেয়া হয়। বিতর্কস্থলে কোন দর্শক ছিলোনা। ২য় বিতর্ক হবার কথা ১০ই সেপ্টেম্বর, আয়োজক এবিসি। সচরাচর ৩টি বিতর্ক হয়ে থাকে, এখন পর্যন্ত দুই প্রাথী ২টি বিতর্কে রাজি হয়েছেন। সিএনএন ফ্ল্যাশ-পোল বলছে, ট্রাম্প জিতেছেন, ৬৭%-বাইডেন ৩৩%। প্রশ্ন হচ্ছে, বাইডেন কি ডেমক্রেট প্রার্থী থাকছেন? না থাকলে, বিকল্প প্রার্থী কে হবেন?

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098788
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7081
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-8558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3645
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7500
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অভিবাসী ও বিশ্ব নাগরিকের চোখে যুক্তরাষ্ট্র দর্শন

শেখর ভট্টাচার্য

নিউইয়র্ক, ডেট্রয়েট,টেক্সাস, হিউস্টন, ওহিও, লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে বিনোদন রাজধানী লাসভেগাস কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে ছোট রাজ্য থেকে সব চেয়ে বড় রাজ্য, সবচেয়ে বড় শহর থেকে সব চেয়ে ছোট শহরের কোনায় কোনায় অভিবাসী বাঙালিরা বাংলাদেশের দূত হিসেবে ছড়িয়ে আছেন।এই শহর গুলো কিংবা যে সব শহরের নাম উচ্চারিত হলোনা এ'গুলো এখন ভার্চ্যুয়ালী আমাদের খুব পরিচিত। মার্কিন মুল্লুকের জনসমাজে, স্থানীয় সরকার কাঠামোতে বাংলাদেশীরা ধীরে ধীরে দাপটের সাথে প্রভাব বিস্তার করছেন। আমাদের স্বজন, বন্ধুদের পরবর্তী প্রজন্ম বিজ্ঞান, প্রকৌশল, মার্কেটিং, পরিবেশবিজ্ঞান, কর্পোরেট সেক্টর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাপুটে নির্বাহী থেকে ধীরে ধীরে আরও উচ্চ পদে আসীন হচ্ছেন। নাসাতে বিজ্ঞানী হিসেবে যেমন কাজ করছেন একই ভাবে বুয়েট থেকে পাশ করা কম্পিউটার প্রকৌশলী এমি এওয়ার্ডের মতো সম্মানজনক পদকও ছিনিয়ে নিচ্ছেন। শৈশব থেকে শুনতাম বাঙালির ব্যবসা বাণিজ্যের দক্ষতা নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে জানতে পাই, দেখতে পাই আমাদের বন্ধুরা এন্টিক থেকে শুরু করে এমন কোন ব্যবসা নেই যা'তারা করছেন না। দেশে যারা ছিলেন পাড়ার মোড়ে কিংবা চায়ের দোকানে আড্ডায় মত্ত তাদেরকে দেখি সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জীবনকে সাজাতে, জীবিকায় গভীর মনোযোগ দিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রক্রিয়া যখন কিছুটা সহজ হতে শুরু করলো বিশেষ করে আশির দশকের শেষের দিক থেকে আমরা অভিবাসীদের চোখ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দেখতে শুরু করেছি। অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের মুখাবয়ব দেখতে আমাদের সহায়তা করছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেমন দেশ? জটিল রাজনীতি কিংবা কূটনীতির মারপ্যাচে না গিয়ে অভিবাসীদের ভাষ্যে আমাদের সামনে একটি ছবি দাঁড়িয়ে যায়।বাঙালি অভিবাসীরা এই ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে দুই দেশের মানুষের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করছেন। অভিবাসী স্বজনদের দৃষ্টি দিয়ে অধিকাংশ বাংলাদেশী এখন ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানদেরদের অন্দর ও বহিরাঙ্গকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। এ'ছাড়া দেশটির বৈচিত্র্য পিয়াস, বৈচিত্র্যের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানো; বর্ণবাদ বিরোধি অবস্থান, মানবাধিকারের সকল সূচক অর্জনের সর্বোচ্চ চেষ্টার কথা এখন স্বজনদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি। নাগরিকদের বিষয়ে সরকারের স্বতঃস্ফুর্ত দায় এবং এই দায়, দায়ীত্ব পালনে কল্যান মূলক রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রমের কথা জেনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা হলেও পালটে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মৌলিক অধিকার পূরনে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা গুলো বাঙালিদের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে এক অনিন্দ সুন্দর দারণা দিতে সমর্থ হয়।

আমরা যারা ষাটের দশকে জন্ম নিয়েছি তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ব্যারোমিটারের উঠানামা নানা ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি।রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক দশকে, অর্ধ দশকে উঠা নামা করেছে। বাংলাদশের রাজনীতি এবং জাতীয় উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ, যে দেশকে কোন ভাবে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতিতে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের জনসমাজের ভেতর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের গভীরতা এতোই প্রবল, প্রভাব এতোই গভীর যে দেশের অতীত, বর্তমান এমনকি ভবিষ্যতের পথ চলায় যুক্তরাষ্ট্রের যুক্ততা অবশ্যম্ভাবী। ক্রমাগত ছোট হয়ে আসা পৃথিবীকে আমরা বলি ভূ-গ্রাম, এই ভূগ্রামে বাংলাদেশের ভৌগোলিক উপস্থিতি এতোই গুরুত্ত্বপূর্ণ স্থানে যে, কৌশলগত কারণে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উদীয়মান বাংলাদেশকে নিজেদের অর্থনৈতিক, সমরনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনায় বিয়োজিত রাখা এখন সম্ভব নয় বলে মনে হয়।

একাত্তর পূর্ব, একাত্তর উত্তর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক নির্ভর করেছে ভূরাজনীতির গতি প্রকৃতির উপর। শীতলযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে, যুক্তরাষ্ট্রকে যে ভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রসর মানুষেরা বিবেচনা করতো, গর্বাচভ উত্তর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ কিংবা সম্প্রসারনবাদের তকমাটি কিছুটা হলেও ম্লান হয়েছে।ষাটের দশকে আমরা দেখেছি দেয়ালে দেয়ালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তরুণদের মনোভাব। দেয়ালের গায়ে পুঁজিবাদী এ'দেশটিকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, নিপাত যাক"।ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত দেয়ালে, মিছিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যে ভাবে ঘৃণা উদগীরণ হতো, নব্বইয়ের দশক থেকে ক্রমাগত এর তীব্রতা কমে এসেছে। আমার সাথে অনেক বামপন্থী ভাইয়েরা দ্বিমত পোষণ করবেন জানি তবে গভীর ভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং জনমানসকে যারা বিশ্লেষণ করেন তারা কিন্তু দ্বিমত পোষণ করবেন বলে মনে হয়না।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র" নামের সাথে সাথে বাঙালি মানসে আরও কতো গুলো নাম উচ্চারিত হতো।একাত্তরে রিপাবলিকান সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধিতা করেছে। শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু প্রতিম দেশ ও ন্যাটো জোট সরাসরি পাকিস্তানকে অর্থ ও মারণাস্ত্র দিয়ে সহায়তা করে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত্ররাষ্ট্রের বিরোধিতা, অস্ত্র এবং কূটনৈতিক ফ্রন্টে পাকিস্তানকে সহায়তা মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি ছিলো খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ। সেই দগদগে ঘা, এখনও শুকিয়ে যায়নি। তবে সময়ের পরিক্রমায় অর্থনীতি এবং কূটনীতি ক্ষেত্রে যুক্ত্ররাষ্ট্রের ইতিবাচক ভূমিকার কারণে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের সাথে যদি মুক্তিযুদ্ধ উত্তর সময়ের তুলনা করা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের মানুষ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক অভাবিত উন্নয়ন ঘটেছে।

বাংলাদেশে এখনও যুক্তরাষ্ট্রের নাম উচ্চারিত হলে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন, পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ভূমিকার কথা ঘৃণা ভরে উচ্চারিত হয় একই ভাবে শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় উচ্চারিত হয় জর্জ হ্যারিসন, সিনেটর টেড কেনেডির মতো মানুষের নাম।যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের মানুষ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক শীতল এবং উষ্ণ হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ভিশন এবং কৌশলের উপর ভিত্তি করে। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রাষ্ট্রটিকে একাত্তর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত ঘৃন্য রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দিয়েছিলো। তবে বাংলাদেশের অনেক বিদ্বান মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষোন করলেও, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার বিষয়ে দ্বিমত করতে পারেননা।গণতন্ত্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বাংলাদেশের উদার গণতান্ত্রিক মানুষেরা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন, এবং সহায়তা করে অনেক মার্কিন নাগরিক বাংলাদেশের মানুষের কাছে এখনও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছেন। এই ভালোবাসা গণত্রন্ত্র এবং মানবাধিকারের প্রতি ব্যক্তির, জনসমাজের ভালোবাসা যা রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ নীতির উর্ধে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ দলের নীতির উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। এ'প্রসংগে কেনেডির ভূমিকা এখনও বাংলাদেশে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।তিনি যে দলের সিনেটর সেই রিপাবলিকান দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কনেডি বাংলাদেশের মানুষের যৌক্তিক অধিকার এবং স্বাধীনতার পক্ষে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির এ ভাই টেড কেনেডি। দীর্ঘদিন সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন।

কেনেডির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হলো এ'কারণে যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা সবসময় যুক্ত্ররাষ্ট্রীয় সরকার এবং এর বিদেশনীতিকে বুঝে থাকি। যুক্তরাষ্ট্র মূলত গণতন্ত্র ও মানবাধকার চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য দেশ এ'কথাটি আমরা বিস্মৃত হয়ে যাই। দেশটিতে সরকারের নীতির থেকে জনমত সব সময় বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এই জনমতকে সংহত করতে একাত্তরে অনেকেই কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে আজও তাদেরকে স্মরণ করে থাকেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন জর্জ হ্যারিসন।বাঙালিদের ওপর মির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে হাজার জনতার সামনে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামে এক কনসার্টের আয়োজন করে তিনি বিশ্ব মিডিয়ায় বিশেষভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তার গানের সুরে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের বেদনার আর্তি ফুটে ওঠেছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বাক, ব্যক্তি স্বাধীনতার অবারিত চর্চা পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষকেও আকর্ষিত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন রাজনীতি, গণতন্ত্র চর্চা, নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে এক করে দেখলে দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কেমন তার মূল্যায়ন এবং উপসংহারে পৌঁছা খুব কঠিণ।যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসীর দেশ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানীর প্রথম সারির দেশ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় অংশীদার হিসেবে পরিবর্তিত প্রেক্ষিতে বিবেচনা না করে পারা যাবেনা। মনে রাখতে হবে ভূ-রাজনীতি এখন আবর্তিত হয় অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনা করে।

সম্পর্কের যতোই উঠা নামা হোক না কেনো যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালিরা চিরকাল আব্রাহাম লিংকনের মতো গণতন্ত্রের কর্ণধারের দেশ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে।বাংলাদেশী অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের সেই চেতনাকে আবার পুনরাবিস্কার করছেন।লিংকন যিনি বিশ্ব থেকে দাস প্রথার মতো অমানবিক প্রথা বিলোপ করেছিলেন তার চেতনাকে বাংলাদেশী অভিবাসীরা শ্রদ্ধা করেন। যুক্তরাষ্ট্র একসময় যেমন সামাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী দেশ হিসেবে পরিচিত ছিলো, ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেশটি এখন মানবতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষার দেশ হিসেবে বাঙালি অভিবাসীদের কাছে স্বীকৃত হয়ে ওঠছে।অভিবাসীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পরিবর্তিত ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেশটি ধীরে ধীরে বাংলাদেশীদের কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছে।

সিলেটে জলাবদ্ধতা: জীবন মানে যন্ত্রনা

আফতাব চৌধুরী

প্রবল বর্ষণে সিলেট মহানগরীতে গেল ক'দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে তা শুধু নজিরবিহিন নয়, আশঙ্কাজনকও বটে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ গেল ক'দিন থেকে অবিরাম বৃষ্টি পড়তে থাকায় সিলেট শহর এবং শহরতলীতে বিভিন্ন স্থানে, রাস্তাঘাটে, দোকানপাট ও বসতবাড়িতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। বিরামহীন বর্ষণে যে দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে তা শুধু নজিরবিহীন নয় আশঙ্কাজনকও বটে। এমনিতেই মাত্র ক'ঘন্টা এক নাগাড়ে বৃষ্টিপাত হলে কোন কোন স্থানে জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং এমকি কোন কোন ভবনের নীচতলা পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে যায় দরজা-জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর পানি ডুকতে দেখা যায়- যা নজিরবীহিন। নিকট অতীতেও এর চেয়ে ভারী বর্ষণ নগরবাসী দেখেছেন কিন্তু এমন জলাবদ্ধতা শত বছরেও সিলেট শহরে দেখা যায়নি বলে নবতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অভিমত। মাত্র কয়েক দিনের বর্ষণে যদি মহানগরীর ২৫ ভাগেই পানি জমে যায় এবং মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে এভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে মহানগরীর পুরোটাই প্লাবিত হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশ মৌসুমী বায়ূর দেশ। এই বায়ুর প্রভাবে এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরে বছরের একটি সময়ে দু'তিন মাস ধরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হয়ে আসছে যে জন্য বাংলার ঋতুচক্রে আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল বলে চিহ্নিত হয়েছে। ১০/১৫ বছর আগেও বর্ষাকালে ৮/১০ দিন পর্যন্ত একটানা বর্ষণ হতো এবং কখনও ভারী বর্ষণও হতো। কিন্তু তখনও সিলেট মহানগরীতে এমন পানি জমে যাওয়ার দৃশ্য কাউকে দেখতে হয়নি। এখন সিলেট শহর মহানগরীতে পরিণত হয়েছে, সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি সিটি কর্পোরেশনে পরিণত হয়েছে, নগরীতে শত শত বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে অথচ এখনই মাত্র কয়েক দিনের বৃষ্টিতে মহানগরীর ২৫ শতাংশ এলাকা ডুবে যাচ্ছে। এ অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে হয়ত আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মহানগরীর অপেক্ষাকৃত নীচু এলাকায় মানুষ বসবাসই করতে পারবে না।

যে কোন স্থানেই পানি জমে যাওয়ার মূলে রয়েছে পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থার অভাব। সিলেট মহানগরীতে গেল ক'দিন যে নজিরবিহীন দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণও যে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ত্রুটি তা অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে মাঝারি বর্ষণেও নগরীর নিম্নাঞ্চল যেভাবে পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে তাতে বন্দর নগরীতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বলে কিছু আছে বলে মনে হয় না। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিলেট মহানগরীর এ দুর্দশা দেশ ও জাতির দৈন্যকেই বিশ্ববাসীর কাছে প্রকট করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সিলেট মহানগরীর এমন বেহাল অবস্থার সৃষ্টি একদিনে বা এক বছরে হয়নি। বছরের পর বছর ধরে নগর জুড়ে অপরিকল্পিতভাবে প্রাসাদ-সৌধ-বহুতল ভবন গড়ে তোলা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সুপরিকল্পিতভাবে অভাব, পাহাড় নিধন ইত্যাদি চলতে দেওয়ার ফলে আজ নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মহানগরীর বিরাট এলাকার পানি নিষ্কাশনের প্রধান মাধ্যম খাল ও চড়া। এসব খাল ও চড়াগুলো পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনে অক্ষম। খালগুলো সংস্কারের জন্য গত ২০ বছর ধরে নানা কাজ, কোটি কোটি ব্যয় করেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। অভিজ্ঞমহলের অভিযোগ হলো, এসব খাল সংস্কারের নামে কেবল রাজনীতি ও লুটপাটই চলেছে। দেখা যায় বিভিন্ন খালের মাটি কেটে খাল পাড়েই রাখা হলে বৃষ্টিতে সে মাটি আবার খালে পড়ে গিয়ে খালের বুক ভরিয়ে তোলে যা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া খালের উপর অবৈধভাবে বাড়িঘর দোকান পাট গড়ে তোলা হলে, নির্বিচারে পলিথিনসহ খালে বর্জ্য ফেলা হলে, নিয়মিত পানি অপসারণ কাজ না চললে খাল ভরে যেতেই পারে। বলতে গেলেই সিলেট নগরীর খাল কোনদিনই সুপরিকল্পিতভাবে খনন করা হয়েছে বলে দাবি করা যাবে না। নগরীর পানি নিষ্কাশনের প্রধান অবলম্বনটি নিয়েই যদি এমন অবাঞ্ছিত কাজকর্ম চলে তা হলে নগরীতে জলজট তো হতেই পারে। তাছাড়া মহানগরীর বিভিন্ন নালানর্দমার অধিকাংশই অবৈধ দখলদারদের নির্মিত ভবন, দেয়াল, দোকানপাটের অংশ হয়ে গেছে। নতুন গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকায় পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। নগরীর বিভিন্ন স্থানে পানি নিষ্কাশনের নালার ওপর কালভার্ট রয়েছে। এসব কালভার্টের সংস্কার তো হয়ই না বরং বর্জ্যে ভরে যায়। নির্বিচারে পাহাড় কাটার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই পাহাড়ী ঢল ও মাটি নেমে এসে এলাকাতো প্লাবিত করেই উপর পানি নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথগুলোও রুদ্ধ করে দেয়। এতসব অনিয়ম, ত্রুটি ও অব্যবস্থা বছরের পর বছর চলতে থাকলে নগরবাসীর পানিবন্দী না হয়ে গতি কোথায়?

বস্তুত সিলেট মহানগরীকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব সর্বাধিক হলেও প্রশাসনেরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নগরে জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তাই নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠবেই। কিন্তু যেনতেন প্রকারে, নির্বিচারে পাহাড় বা তার পাদদেশ কেটে বস্তি গড়ে উঠলে জলাবদ্ধতা বন্ধ করা যাবে না। বাড়ি-ঘর, বসত তৈরীর ক্ষেত্রটি বা উন্নয়ন সিটি কর্তৃপক্ষেরই এক্তিয়ার। বিভিন্ন খালসহ মহানগরীকে ঘিরে যে সব ছোট ছোট খাল রয়েছে সেগুলোর পরিকল্পিতভাবে সংস্কার যেমন জলজট দূর করার জন্য অপরিহার্য তেমনি খনন কাজে রাজনীতি ও লুটপাটের মনোবৃত্তি না থাকাটাও একান্ত প্রয়োজনীয়। পানি নিষ্কাশনের জন্য বছর কয়েক আগে প্রণীত মহাপরিকল্পনাটিও সরকারের বিবেচনায় আনা দরকার। মোট কথা সরকার, স্থানীয় সরকার ও সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের মতো সংস্থাগুলোসহ সকলেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে না এলে সমস্যার সমাধান হবে না।

সিলেটের বৃহত্তর স্বার্থে একযোগে এ ব্যাপারে সরকারের কাছে দেন দরবার করতে হবে। সকলের আন্তরিক সম্মিলিত প্রয়াসেই শুধু জলজট নয় অনেক জটেরই নিরসন সম্ভব । সবাইকে আন্তরিক হতে হবে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে। বর্ণিত সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে সিলেটে বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়বে। সিলেটের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সম্মিলিত এই প্রয়াসই নাগরিকদের কাম্য।

রশিদা আকতারের হৃদয় ছুঁয়ে-বলিষ্ঠ উচ্চারণে নারীর প্রেম

উম্মে রায়হানা

গীতিকবি রশিদা আকতারের কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় ছুঁয়ে'তে রয়েছে নানা স্বাদের কবিতা। বইটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বেশ দৃষ্টি নন্দন ও আকর্ষণীয়। কবিতার সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি হলেও বিষয় বৈচিত্রের কারণে একঘেয়ে মনে হয় না কোনভাবেই। সব মিলিয়ে কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় ছুঁয়ে' সমকালীন সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। যদিও গীতিকবি রশিদা বয়স বা লেখালেখি, কোন দিক থেকেই নবীন নন, কিন্তু কবিতাকে গ্রন্থবদ্ধ করবার দিকে মনযোগ দিতে দিতে পার হয়ে গেছে বেশ কিছু সময়। ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতি, সমাজসেবা এবং শিল্প সাহিত্য নিয়ে এক জমজমাট জীবন কাটিয়েছেন তিনি। অন্য অনেক কবির মতনই প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিলেন বেশ উদাসীন। সমসাময়িক বন্ধু আর গর্ভজাত সন্তানের দাবীতেই প্রকাশে যাওয়া। বইটি প্রকাশ করেছে জনান্তিক।

গীতিকবি রশিদা আকতার তাঁর অগ্রজ কবিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন কন্যাশিশুর বন্দী জীবনের বোবা আর্তনাদের কথা। একজন নারীর জীবনে প্রেম কী করে আসে, কেমন করে বয়স বাড়তে বাড়তে সমাজ শেকল পরিয়ে দেয় নারীর পায়ে, সহজ সরল গল্প বলার মতন করে সেই সকল শাসন আর শোষণের ইতিহাস লিখেছেন এই কবি। প্রচলিত সাহিত্যে পুরুষ কবিরা নারীর শরীর আর সৌন্দর্য নিয়ে যত কবিতা লিখেছে তার শতাংশও যদি নারীর প্রতি বঞ্চনা নিয়ে লিখতো, তাহলে সমাজ হয়তো কবেই বদলে যেত। কিন্তু হায়, পুরুষের কলমে আসেনা সেই সব রব আর আর্তনাদ। নারীকে তাই কলম তুললেই লিখতে হয় নারীকে নিয়েই। সেই যুদ্ধেরই এক আগুয়ান সৈনিক কবি রশিদা। নারীর জন্য কবিতা

লেখাও যে কত লড়াইয়ের কাজ, রাজনৈতিক পদক্ষেপ, সে কথাও উঠে এসেছে রশিদার কবিতায়।

হৃদয় ছুঁয়ে কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেবলমাত্র নরনারীর জৈবিক প্রেমকে কেন্দ্র করে নয়। নরনারীর প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম-সবই আছে এতে সমানভাবেই। কিন্তু কবিতাগুলো পড়তে পড়তে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয় আর তা হচ্ছে কবি যে একজন নারী। রশিদার কবিতাগুলোতে শব্দচয়ন থেকে শুরু করে প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন কবির নারীত্ব শক্তির পরিচয় দেয়। মেয়েবেলা বা ঋতুমতী ধরণের তথাকথিত 'মেয়েলী' শব্দ ব্যবহার করে নারীত্বের যে ভাষা তৈরি হয়, সেই ভাষাকে আরও ঋদ্ধ করেছেন রশিদা নিজেই। কবির সাংগঠনিক পরিচয় বা সমাজবদলের যুদ্ধের ইতিহাস না জেনেও কবিতাগুলো পড়লে পাঠক সেই দৃঢ়কণ্ঠের আভাস পাবেন। সেই সঙ্গে কবির সমাজ সচেতন, রাজনীতি-সচেতন ও দায়িত্বশীল মানুষের সবল আওয়াজও টের পাবেন বইটির পাতায় পাতায়।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ ইনক
FARIDPUR DISTRICT ASSOCIATION OF USA INC.

বার্ষিক বনভোজন

২৮ জুলাই, ২০২৪ রবিবার
সময়: সকাল ১০:০০টা

VENUE: GLEN ISLAND PARK
Weyman Ave, New Rochelle, NY 10805
PAVILION: 3

সুধী,
আস্সালামু আলাইকুম, আগামী ২৮ জুলাই, ২০২৪ ইং রোজ রবিবার ফরিদপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত বনভোজনে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

পেশাদার বাবুর্চী দ্বারা স্পটে গরু ও খাসী রান্না করা হবে।

আমন্ত্রনে: বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি

আহ্বায়ক
সাকিব হায়দার
ফোন: ৪৭০-৪৪৭-৮৬২৫
যুগ্ম আহ্বায়ক
খাঁন নাজমুল হাসান
শিহান রেজা

প্রধান সমন্বয়কারী
মোঃ লাকিবুল ইসলাম
ফোন: ৯২৯-২৯০-০৫৩৭
সমন্বয়কারী
মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ জিয়াউর রহমান

সদস্য সচিব
লিটু আনাম
ফোন: ৬৪৬-২৪৮-৪৭৫৯
যুগ্ম সদস্য সচিব
এনামুল এহসান তুহা
মোঃ খায়রুজ্জামান

চাঁদার পরিমান
একক: ৪০ ডলার
পরিবার ৪ জন: ১৪০ ডলার
নিজস্ব পরিবহন

র‍্যাফেল ড্র
খাঁন হাবিবুর রহমান
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
এফ.এম. রেজাউল করিম
মোঃ আবুল কাশেম
সাকিব হায়দার
লিটু আনাম
মোঃ এনামুল হক হেলাল
মোঃ কিবরিয়া
মোঃ সুমন হুসাইন
ডাঃ সফিকুল ইসলাম, এমবিবিএস

খেলাধুলা
এফ. এম রেজাউল করিম
মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
মোঃ নজরুল ইসলাম
মাসুদ হায়দার লস্কর
মঞ্জিল চৌধুরী
কাজী ফখরুল হাসান
পীযুষ কুমার মিত্র
মোঃ জাকির সিকদার
মোঃ ফজলে হাসান, মোঃ আকাশ
রেজওয়ান সিদ্দিকী রেজা

সংগীত
আইরিন পারভীন
আমেনা ইসলাম
ফুসে শিল্পী গোষ্ঠী সন্দ ও পরিবার

অর্থ সংগ্রহে
এস.কে হিরু
৬৪৬-২৩৩-৮২০৫

বিকালের নাস্তা
সাজেদা করিম
রিকতা সিকদার
ফারজাহা লাবনী
জহুরা আফরিন
পপি আক্তার
নাজমিন সুলতানা
ফাতেমা রহমান
সায়মা রহমান

আপ্যায়নে
খাঁন নাজমুল হাসান
শিহান রেজা
কাজী মেহেদী হাসান
মোঃ জিয়াউর রহমান
মোঃ খায়রুজ্জামান
মোঃ লাকিবুল ইসলাম
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মোঃ জাকির হোসাইন
ফারজানা লাবনী

উপদেষ্টাবৃন্দ: বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট আলী আফজাল, খাঁন হাবিবুর রহমান, এফ, এম, রেজাউল করিম, মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, মাসুদ হায়দার লস্কর, মোঃ সালাউদ্দিন চৌধুরী, মোঃ শাখাওয়াত হোসেন, মোঃ সাইফ উদ্দিন মিলন, মোঃ সাইদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, মোঃ আবুল কাশেম, লিটু আনাম।

সার্বিক সহযোগিতায়: মঞ্জিল চৌধুরী, মোঃ লাকিবুল ইসলাম, খান নাজমুল হাসান, এনামুল এহসান তুহা, মোঃ খারুজ্জামান, এস,কে. হিরু, সাহিদুজ্জামান চৌধুরী, মোঃ মুজিবুর রহমান, কাজী মেহেদী হাসান, মোঃ জিয়াউল হক, মোহাম্মদ শাহিন, কাজী ফখরুল হাসান, মোঃ আবুল বাশার মিঞা, মোঃ ইসলাম মিন্টু, মোঃ এনামুল হক সবুজ, মোঃ মনিরুজ্জামান সাগর, মোঃ ফজলে হাসান, মোহাম্মদ আকাশ, মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, মোঃ মামুনুর রহমান, মোঃ জাকির হোসাইন, পীযুষ কুমার মিত্র, মোঃ ফরিদুজ্জামান মিয়া, ভুপেশ ভৌমিক, মোঃ মোস্তফা কামাল, জাকির সিকদার, শুভঙ্কর সাহা শুভ, মোঃ ইসলাম উদ্দিন লিপু, তৌহিদুর প্রান্ত, মোঃ আবুল বাশার মিঞা এবং সকল কার্যকরি কমিটির সদস্যবৃন্দ।

যোগাযোগ
মোঃ অলিয়ার রহমান
সভাপতি
৩৪৭-৩৩৪-৮৯৫৫

স্বর্ণের গহনা ল্যাপটপ, টিভিসহ ২০টি আকর্ষনীয় পুরস্কার

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, খেলাধুলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ধন্যবাদান্তে

মোঃ অলিয়ার রহমান
সভাপতি
ফোন: ৩৪৭-৩৩৪-৮৯৫৫

এনামুল হক হেলাল
সাধারণ সম্পাদক
ফোন: ৫১৮-৮৭০-৯২০৫

প্রচারে: বনভোজন উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রচারিত

আমেরিকার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন ফোর্থ অফ জুলাই, স্বাধীনতা দিবস। ১৭৭৬ সালের ২ জুলাই ইংল্যান্ডের শাসন থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ভোট দেন আমেরিকার দ্বিতীয় কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস। এর দুদিন পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় কংগ্রেস। কিন্তু পৃথক হতে ব্রিটেনের সঙ্গে চূড়ান্ত স্বাক্ষর ২ আগস্টে অনুষ্ঠিত হলেও প্রত্যেক বছর ৪ জুলাই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে যুক্তরাষ্ট্র। এ দিনটির জন্য জীবন দেন ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান এবং ২৭ হাজার ব্রিটিশ ও জার্মান সেনা। এই দিনটি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের উদযাপন নয়, বরং এটি জাতির আত্মপরিচয়, ঐক্য, এবং স্বাধীনতার মূলমন্ত্রকে পুনরায় স্মরণ করার দিন। আমেরিকার জন্মকথা, সংগ্রামের ইতিহাস, এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধকে গভীরভাবে অনুভব করার একটি বিশেষ উপলক্ষ। উত্তরের সাহিত্য পাতায় আমরা তাই এই বিশেষ দিনটিতে আমেরিকার ইতিহাস, উৎসবের নানা রং, এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার অর্থ তোলে ধরে আমেরিকাকে জানাতে চাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। স্বাধীনতার এই বিশেষ দিনটিকে উদযাপন করার জন্য আমাদের সাহিত্য পাতায় আপনাকে স্বাগতম।—**এইচ বি রিতা**

স্বাধীনতা একটি তরবারির মতো

তমিজ উদ্‌দীন লোদী

স্বাধীনতা একটি তরবারির মতো ধারালো, নিপুণ

রক্ত লেগে থাকে, ঝলসানো লাশের গন্ধ লেগে থাকে
শাস্তি, নিগ্রহ-নিপীড়ন লেগে থাকে
মায়ের বার্ধক্য পীড়িত বিয়োগব্যথার অনুষঙ্গ লেগে থাকে

ফাঁসির রজ্জু দুলতে থাকে, ক্রসফায়ারে উড়ে যায় খুলি
দলিত-মতিত যুবতীর লজ্জা ও ক্লেদ প্রশ্নাতুর হয়
ক্যামফ্লেজে ঢেকে যায় মাথা
ফ্যাকাসে আকাশ কিংবা চরম রৌদ্র থেমে থাকে না
অসহায়, ভীত, নগণ্য মেঠো ইঁদুরের মতো সময় থমকে থাকে

রক্তের উষ্ণীষ পরে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাধীনতা
গৃহযুদ্ধের ক্ষত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে স্বাধীনতা
উচ্ছন্ন উন্মূল উদ্বাস্তু মানুষের অশ্রু নিয়ে বেঁচে থাকে স্বাধীনতা

মারটিন লুতার কিং জুনিয়র ও তাঁর সিভিল রাইটস
মুভমেন্ট-এর মধ্যে
জেগে থাকে স্বাধীনতা

মানবধিকার প্রতিষ্ঠা ও
গণতন্ত্রের পদতলে বেঁচে থাকে স্বাধীনতা

জুলাইয়ের চতুর্থ ভোর

রুদ্রশংকর

চোখের সামনে ফিলাডেলফিয়া শহর...
ঘন্টা বাজলে একটু একটু করে
মাথার মধ্যে ঝলসে উঠছে স্বাধীনতা
এ হাতে প্রেম, ও হাতে বিরহ নিয়ে
শরীর থেকে কোথাও খসে পড়ছে ছায়া
কোথাও দোল খাচ্ছে আনন্দ
কি জানি, কি ভেবে আমি ও আমার ইচ্ছেরা
যেখানের যত স্বাধীনতা কুড়িয়ে
রাখে আসি সমুদ্র থেকে আরও উজ্জ্বল সমুদ্রে

কখনো চঞ্চল হলে আমি তাদের কথা শুনি
যত্ন করে সেলাই করা প্রতিটা বাক্য
যেন একটা সাহসের গল্প
যেন একটা লড়াইয়ের কবিতা
এইভাবে প্রতি বছর জুলাইয়ের চতুর্থ ভোর হয়
আমাদের প্রাচীন ও নতুন ঐতিহ্যে
লাল, সাদা, নীলের সিম্ফনি মেখে পতাকা ওড়ে
তোমাকে ছুঁতে পারার আনন্দে বুঝতে পারি
কতটা আঘাত বুকে জমলে
স্বপ্নগুলো ওড়ে, স্বাধীনতার জন্ম দেয় সভ্যতা।

শুভেচ্ছা, আমেরিকা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

আমেরিকা একটি বিশাল দেশ, এসো পরস্পর হাতে
হাত ধরি-এখানে নিজেদের প্রাঙ্গণ রচনা করি
এখানে নানান দেশের; নানান বর্ণের মানুষ আমরা
নানান গোত্রের নানান ধর্মের
নিরঝঞ্জাটে নিরাপদেই; আছি সকলেই বেশ!

এখানে বিভেদ বিসম্বাদ সব ভুলে
নিজেদের সংস্কৃতির জানালা খুলে
নির্বিবাদে আমরা; প্রাণ মন তুলে ধরি
মুক্তবাক হয়ে; স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা নিয়ে
দৃপ্তপদে এক তালে; পাশাপাশি যাই এগিয়ে
একযোগে সকলকে; আমরা বিকশিত করি।

আমেরিকা একটি সুন্দর-বিশাল মানবজমিন
এসো এখানে বুনন করি; আমাদের স্বপ্ন রঙিন
আমাদের জাতিসত্তা; তুলে ধরি অনন্য উচ্চতায়
বাঙালি, বাংলাভাষা, বাংলাদেশকে এক কথায়
উন্মুক্ত এই পরিসরে; বিশ্বসভায় করি পরিচিত
এই আমেরিকায়; আমরা বাঙালি সকলে হই স্থিত।

আমেরিকা এখন; আমাদের সকলের আর একটি দেশ
স্বাধীনতা দিবসে তাকে জানাই; আমাদের শুভেচ্ছা অশেষ।

স্বাধীনতা

আহসান জামান

স্বাধীনতা; অনেক অন্ধকার ঠেলে
বেরিয়ে আসা সূর্যালোক; প্রত্যশার
গান, একদল বুনো ফুলের মিতালি।

স্বাধীনতা; অনেক কষ্টের সমাহার
থির হয়ে ডুবে যায় গহীন তলদেশে;
সর-পরা ক্ষীরের নিচে জমে থাকা
কত অজানা গল্প; অন্ধ মৃত্যুকূপ।

স্বাধীনতা; ফির-ফিরে হাওয়াদোল
উচ্ছল দামাল, যেনো এক অজান্তা
নাচের ঘুঙুর; হৈ হৈ করে বেড়ে ওঠে
জীবন; মানুষের অদম্য স্বপ্ন চাষাবাদ।

স্বাধীনতা; অনেক কিছু ভেঙেচুঁড়ে
অথবা হারিয়ে সে আসে শান্তির
সাদা কবুতরের ডানায় ভেসে।

উই দ্য পিপল

আশরাফ হাসান

আমাদের আইনসভা আক্রান্ত হয়েছে
কালো নৈরাশ্যমাখা বিদ্বেষ-বাহুতে
উচ্চকিত হয়েছে প্রলয় ও প্রমত্তভয়
দ্বিখণ্ডিত চাঁদের মতো আদিম হাতে উঠেছে সাদাকালোর
বিভাজন-পতাকা।
ফুল ও পাতায় কিট সংক্রমণের মতো
আটলান্টিকের বাতাসে
উড়ে এসেছে টোটালিটারিয়ান চর
মানুষের চোখ থেকে মুছে দিতে চেয়েছে 'উই দ্য পিপল'

অভিষেকে ভাসলে তুমি
অবশেষে সমুদ্রে বারুদের ঘ্রাণ ভেসে যাওয়ার মতো
জনতার স্রোতে ভেসে উঠলো সবুজ গণতন্ত্র
তরুণী পাঠ করলো অস্তনমিতকরণের কবিতা।
নেকড়ের উল্লাস থেকে বাসি চিৎকারের মতো
আকাশ থেকে মেঘের গর্জন নেমে এলো দিগন্তে।
তুমি ভেঙে দিলে অবরুদ্ধ ভালোবাসার প্রাচীর
যেনো আবারো আব্রাহাম মানুষের ইশতেহার পাঠ
করলেন।

মানবিক পতাকা

মনিজা রহমান

অন্য এক মানচিত্রে, অন্য এক মানবিক পতাকা
আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে সব। সবকিছু কড়ায় গন্ডায়।
সেই চেরি ফোটার দিনে এই শহরে আমি অপরিচিত।
অনিশ্চিত। বেঁচে ছিল কেবলই বর্তমান।
বর্ষায় জমে থাকা জলে নিজের চেহারা
চিনতে পারিনি নিজেই। অথচ একদা আমার আকাশ ছিল।
নিজস্ব জ্যোৎস্না ছিল, নিষ্পাপ নিঃশ্বাস ছিল।
জমাট বিষণ্নতায় মনোজগত আকীর্ণ তখন।

শুরু করি শূন্য থেকে।
বিমুখ বাতাস ফিরে এসে জনান্তিকে বলে গেল
'তোমার নাম স্পেশাল মা'। আমিও তবে স্পেশাল?
অতঃপর ফিরে পেলাম নিজস্ব আকাশ, বিহ্বল জানালা,
পুরনো ল্যাপটপ এবং আমারই মত আমার ছায়া।
ফিরে পেলাম শৈশবের নদী। আর নদী-পাখিদের গোল্লাছুট।
মেঘের দরোজা খুলে ঈগলেরা উড়িয়ে দিল লাল-নীল কনফেটি।
দিগন্তে জেগে উঠল আমার পরিচয়– আমি স্পেশাল মা।
বাতাসের সাথে মায়াবী ঈগল আর মানবিক পতাকার
আদর -জানিয়ে দিল জীবন সত্যের মত অনিন্দ্য।

উত্তরীয় লাবণ্য

সুমন শামসুদ্দিন

তোমার বক্ষে বিচিত্র রূপে নানান ঢঙের শোভা,
ক্রাঁতিবৃত্তের ভূমি থেকে শেষে ক্যানিয়ন মনোলোভা!
প্রশান্ত থেকে অতলান্তিক প্রান্ত ছুঁয়েছে জল,
অ্যাপালেশিয়ান হিম হয়ে থাকে গগন ছোঁয়ার দল।

মনুমেন্ট ভ্যালী, কলোরাডো তীর, গিরিখাত সুবিশাল,
বিস্ময়তায় জুড়ায় যে চোখ, গড়েছে মুগ্ধজাল।
ব্যাডওয়াটার, ডেনালির চুড়া, ঈগলচোখের দৃষ্টি,
বুনো পশ্চিম, পূব-উত্তর চমক-ভূমের সৃষ্টি!

হিমেল আঁখিতে জীর্ণ-শীর্ণ উলঙ্গবন স্থির,
গ্রীষ্মে তোমার চিরহরিতের স্নিগ্ধ শান্তনীড়।
ইয়েলোস্টোনের উষ্ণফোয়ারা প্রাকৃতিক চারুশোভা,
আলপাইনের মনোরম জলে চোখে ভেসে ওঠে প্রভা।

এ্যান্টেলোপের অবাকদৃশ্য মুগ্ধভূমির ছবি,
বৃহৎহ্রদের পারে বসে তাই বিমুগ্ধ দেশকবি।
ভেদাভেদহীন বিচিত্রভূমি যেন এক মাধুরিকা ,
শত-সহস্র লাবণ্যময়ী এই রূপ-চয়নিকা।

তোমার কাছে নত হতেই হয় আমেরিকা

এইচ বি রিতা

তোমার কাছে নত হতেই হয়
যতটা হই প্রভু-মা আর মাটির কাছে

হৃদয়ের স্পন্দন জীবনের অনুচ্ছেদে
লেগে আছে বিজ্ঞানের ছোঁয়া তোমার হাত ধরে
মৃত ডানায় স্বপ্নের উড়াল শিখিয়েছো তুমি
শিখিয়েছো-শির উচ্চে দাঁড়ানোর সংজ্ঞা, অস্তিত্বের
প্রয়োজনে লড়াই কিংবা প্রতিবাদের সুগম পথ

এই পতাকা তোমার-আমার
উড়ুক বিশুদ্ধ বাতাসে
লাল, সাদা, নীলের ছায়া ঢেকে রাখুক আশ্রয়হীন
উদ্বাস্ততের দল; 'বিশেষ' বিশেষণে আমাদের অস্তিত্ব
স্বপ্নের পাখনায় উড়ুক সম্ভাবনা-ন্যায্য ও সমতা
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সামিল হোক বিশ্ব
শান্তি আর প্রগতির পথে, এগিয়ে যাই আমরা

আমেরিকা, তুমি হও আরও উদ্ভাসিত
তোমার কাছে নত হতেই হয়
যতটা হই প্রভু-মা আর মাটির কাছে।

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
শনিবার
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
PERSONAL INJURY
TOP 10
LAW FIRM
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

অর্জন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
4 July 2024, Thursday, Issue 381

৪ জুলাই ২০২৪, ২০ আষাঢ় ১৪৩১, ২৮ জিলহজ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

টক অব দ্য উইক

‘সন্তানের নিরাপত্তায় নিজেদের দ্বন্দ্ব কলহ আড়ালে রাখুন’

সোহানা নাজনীন

আসলে 'টিনএইজ'-বয়স'টা কি এবং কেন এটাকে এতো প্রাধান্য দিতে হয়? টিনএইজ বা কিশোরবেলা যা ১৩ থেকে ১৯ বছর ধরা হয়, বাচ্চাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়কালে তাদের ব্যক্তিগত, মানসিক, সামাজিক, এবং শারীরিক নানা পরিবর্তন ঘটে, যা পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। এ সময় হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে তাদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে, যা বয়ঃসন্ধির সময়কালে শুরু হয়। মস্তিষ্কের কাঠামোগত এবং কার্যকরী পরিবর্তন, নীতি-নৈতিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা উন্নত হয় মূলত এ সময়টাতেই। এই সময়টাতেই তারা আত্মপরিচয় এবং আত্মমূল্যায়নের সন্ধানে ব্যস্ত হয় এবং তাদের ব্যক্তিত্ব এবং স্বতন্ত্রতা গঠিত হয়। সম্পর্ক গঠন, সামাজিক নানা দক্ষতা, শিক্ষাগত উন্নয়ন, ক্যারিয়ার গঠনে সিদ্ধান্ত নেয়া..ইত্যাদি বিষয়গুলো এই সময়েরই দাবী। আর এই কারণেই আমাদের বাচ্চাদের একটি সুস্থ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ পরিবার-পরিবেশ থাকা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠে। কিন্তু যখন বাচ্চারা এই পরিবেশটা না পায়, তখনই ঘটে নানা ধরণের দুর্ঘটনা, এবং তাদের মধ্যে একটি হলো-ডিপ্রেশন ও অ্যাংজাইটিতে পড়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা বাচ্চাদেরকে মাদকের দিকে পরিচালিত করে'- এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু দিয়েই সেদিনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পর্বটি শুরু করেন উপস্থাপিকা এইচ বি রিতা।

২৭ জুন বৃহস্পতিবার, প্রথমআলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্য উইক' অনুষ্ঠানে এইচ বি রিতার সাথে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাজী আশরাফ হাসান, ফারহানা ইসলাম এবং সোহানা নাজনীন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৩

প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে যুক্তরাষ্ট্রে সফররত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হচ্ছে।

প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিউইয়র্ক

২৭ জুন বৃহস্পতিবার ম্যানহাটনের হোটেলে প্রবাসীদের পক্ষে এ স্বারকলিপিটি তুলে দেওয়া হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাড়ছে রিজার্ভ। কিন্তু এসব রেমিটেন্স যোদ্ধারা নিজ মাতৃভূমিসহ বিভিন্ন দেশে নানা সমস্যায় জর্জরিত। প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে ১২ দফা দাবি উত্থাপন করেছে প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরাম।

নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের হাতে প্রবাসীদের দাবি সম্বলিত একটি স্বারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে। ২৭ জুন বৃহস্পতিবার ম্যানহাটনের হোটেলে প্রবাসীদের পক্ষে স্বারকলিপিটি তুলে দেন প্রবাসী বাংলাদেশি ফোরামের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, ডা. নারগিস রহমান এবং শামীম আহমেদ।

দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ১. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। ২. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) চালু করা, যা ব্রিটেনে চালু রয়েছে। ৩. বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৪. দেশের ভূমিদূস্যদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা করা। বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৫. ঢাকাস্থ শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। ৬. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। ৭. বাংলাদেশের অফিস-আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ব

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কর্মকান্ডে ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাড়ির পিছনের উঠোন (ব্যাকইয়ার্ড)-এ বন্দি হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির রাজনীতি। যুক্তরাষ্ট্র সফররত বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে দলীয় নেতাকর্মীদের মতবিনিময় করতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়েছেন শত শত নেতাকর্মী।

গুরুতর অসুস্থ বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে দেশ ও প্রবাসের বিএনপির নেতাকর্মীরা নানা কর্মসূচি নিয়ে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ঠিক তখনই বিএনপির

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কর্মজীবী-শ্রেণীর অগ্রাধিকারে নতুন বাজেট: মেয়র

এইচ বি রিতা

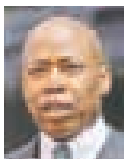

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক শহরের ভবিষ্যত উন্নয়নে সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস, ১১২.৪ বিলিয়ন ডলারের গৃহীত বাজেট পাসের ঘোষণা করেছেন। এই বাজেটের উদ্দেশ্য শিশু যত্ন, স্বাস্থ্যসেবা এবং আবাসনের মাধ্যমে ইয়র্কবাসীদের শীর্ষ ব্যয় হ্রাস করা। সোমবার ১ জুলাই, কমিউনিটি অপ:এড-এ অ্যাডামস্ বলেন, 'ইয়র্কবাসীদের জন্য শীর্ষ তিনটি ব্যয়কে লক্ষ্যে রেখেই এই বাজেট প্রণয়ন করেছি। যদিও আমাদের $৭.১ বিলিয়ন বাজেটের ঘাটতি রয়েছে, যা একটি বিশ্ব মানবিক সংকট এবং যার জন্য ইতিমধ্যেই আমাদের শহরকে $৪.৯

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

উচ্ছ্বসিত গ্রাজুয়েটদের আনন্দময় অংশগ্রহণে সম্পন্ন হলো কমেন্সমেন্ট ২০২৪

ডব্লিউইএসটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

গ্রাজুয়েশন ঘোষণার সাথে সাথেই শিক্ষার্থীরা তাদের মাথার ক্যাপের ওপরে বাঁধা টাসেলগুলো ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরিয়ে দেন। হাতে পাওয়া ডিগ্রির কপিটি উচ্চে তুলে ধরেন। এর মধ্য দিয়ে তারা জানিয়ে দেন, এটাই তাদের অর্জন। হলভর্তি দর্শকের তখন মুহুর্মুহু করতালি। যার মধ্য দিয়ে ওয়াশিংনটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ২১৩ জন শিক্ষার্থী অর্জন করলেন তাদের ব্যাচেলরস ও মাস্টার্স ডিগ্রি। এদের মধ্যে স্কুল অব আইটি থেকে গ্রাজুয়েট হলেন ১৫৮ জন, আর স্কুল অব বিজনেস থেকে গ্রাজুয়েট হলেন ৫৫ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াস্থ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ক্লাস অব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো আলেক্সান্দ্রিয়া সিটি হাইস্কুল কম্পাউন্ডে। দুপুর না গড়াতেই নব্য গ্রাজুয়েটদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা ক্যাম্পাস। অতিথিরা আসতে শুরু করেন তারও কিছুটা পরে। ততক্ষণে কালো গাউনের ওপর কেউ লাল ও নীল রঙের ব্যাচেলর'স হুড কেউবা কমলা ও লাল রঙা মাস্টার্স হুড পরে প্রস্তুত।

ঘড়ির কাঁটায় ২টা বাজতেই শুরু হলো আনুষ্ঠানিকতা। প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপের নেতৃত্বে লিডারশিপ প্রোসেশন শেষে অভ্যাগত অতিথি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও শিক্ষকদের একটি দল মণ্চে অবস্থান নেন। এরপর গ্রাজুয়েশন প্যারেড করে কমেন্সমেন্ট হলরুমে ঢুকলেন স্কুল অব আইটির শিক্ষার্থীরা। তারা গিয়ে বসলেন হলের ডান দিকের সারিতে। আর পরপরই হল রুমে ঢুকলেন স্কুল অব বিজনেসের শিক্ষার্থীরা। তারা বসলেন বাম দিকের সারিতে।

আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতে শুরু হলো আনুষ্ঠানিকতা। যার অন্যতম ছিলো গ্রাজুয়েশন বক্তৃতামালা। কিনোট স্পিকার ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি সভার সদস্য কংগ্রেসম্যান গেরি কোনোলি। অন্যতম বক্তা ছিলেন ভার্জিনিয়া হাউজ অব ডেলিগেটসের সদস্য ক্যারেন কিজ-গামারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও বোর্ড চেয়ারম্যান আবুবকর হানিপ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আর আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষার্থীদের গ্রাজুয়েশন ঘোষণা করেন ও ধন্যবাদ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক।

গেরি কনোলি তার বক্তৃতায় প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও গ্রাজুয়েটদের শুভেচ্ছা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক: মনজুরুল হক। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮-৩০৮-৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com